পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 220 Wednesday, 10 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২২০ সংখ্যা ❋ ২৫ আষাঢ় , ১৪৩১ বুধবার, ১০ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

যুব সমাজের আত্মবিশ্বাসই ভারতের সবচেয়ে বড় সম্পদ ঃ প্রধানমন্ত্রী

মস্কো, ৯ জুলাই ঃ যুব সমাজের আত্মবিশ্বাসই ভারতের সবচেয়ে বড় সম্পদ। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে প্রবাসী ভারতীয়দের সম্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ২০১৪ সালের আগে আমরা হতাশার অতলে তলিয়ে গিয়েছিলাম। এখন দেশ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং এটাই ভারতের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আপনারাও নিশ্চয়ই সাম্প্রতিক টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জয় উদযাপন করেছেন...বিশ্বকাপ জয়ের আসল গল্পটিই জয়ের যাত্রা। ভারতের এখনকার যুবক সমাজ শেষ বল ও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হার মানে না। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, প্যারিস অলিম্পিকে দুর্দান্ত দল পাঠাচ্ছে ভারত। আপনারাও দেখতে পাবেন কিভাবে পুরো দল এবং ক্রীড়াবিদরা নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করবে। তরুণদের এই আত্মবিশ্বাসই ভারতের আসল পুঁজি এবং এই যুবশক্তিই একবিংশ শতাব্দীতে ভারতকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা দেখায়...নির্বাচনের সময় আমি বলতাম, ভারতে গত ১০ বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে তা শুধুমাত্র একটি ট্রেলার, আগামী ১০ বছরে আমরা আরও দ্রুত বিকশিত হতে চলেছি। সেমিকন্ডাক্টর থেকে ইলেকট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারিং পর্যন্ত, সবুজ হাইড্রোজেন থেকে বৈদ্যুতিক যান এবং বিশ্বমানের পরিকাঠামো, ভারতের নতুন গতি বিশ্ব উন্নয়নের একটি নতুন অধ্যায় লিখবে...বিশ্বের দারিদ্র্য থেকে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রতিটি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে ভারত এগিয়ে থাকবে। ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করাই লক্ষ্য ভারত সরকারের। রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপচারিতায় এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এখানে আসার জন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি একা আসিনি, অনেক কিছু নিয়ে এসেছি। সঙ্গে নিয়ে এসেছি ভারতের মাটির সুবাস। ১৪০ কোটি দেশবাসীর ভালোবাসা নিয়ে এসেছি। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, তৃতীয়বার সরকার গঠনের পর, প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে এটাই আমার প্রথম কথোপকথন। আজ ৯ জুলাই, আমি তৃতীয়বারের মতো ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার এক মাস হয়ে গিয়েছে। আমি শপথ নিয়েছি, আমি তিন গুণ বেশি শক্তি, তিন গুণ বেশি গতিতে কাজ করব। সরকারের লক্ষ্য তৃতীয় মেয়াদে ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করা। প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তৃতীয় পর্যায়ে সরকারের লক্ষ্য হল গরিবদের জন্য ৩ কোটি ঘর তৈরি করা, ৩ কোটি 'লাখপতি দিদি' তৈরি করা। আমরা ভারতের গ্রামে গ্রামে চলমান মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতায়ন করতে চাই, আমরা আমার তৃতীয় দফায় চাই, গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে থেকে ৩ কোটি মহিলা 'লাখপতি দিদি' হন, অর্থাৎ তাঁদের বার্ষিক আয় হতে হবে ১ লক্ষ টাকার বেশি।

হাই কোর্টে বিস্ফোরক প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাই ঃ ওএমআর শিট ধ্বংস করেছে মানিক ভট্টাচার্য। ২০১৭-র টেট দুর্নীতি মামলার শুনানিতে কলকাতা হাই কোর্টে বিস্ফোরক তথ্য পেশ করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। যা দেখে বিস্মিত বিচারপতি। প্রাথমিকের ওএমআর নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল আগেই। সেই মামলায় মঙ্গলবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ওএমআর শিট নষ্ট হয়েছে। পর্ষদের বোর্ড সদস্যদের কোনও পরামর্শ ছাড়াই এটা করা হয়েছে। সম্পূর্ণ বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়েছিল মানিক ভট্টাচার্যের অনুমোদনে। তিনি নিজে এই কাজ করিয়েছেন। আইনজীবী আরও জানান, মানিক ভট্টাচার্য বোর্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। তাই এটা যখন করেছেন বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের জানানো হয়নি। এই কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার। ওই সময়ের আসল ' রেজিলিউশন' কপি আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। আগামী শুক্রবার মামলার পরবর্তী শুনানি। যদিও পর্ষদের আইনজীবীর দাবি, বোর্ড কোনও রেজিলিউশন সেই সময় নেয়নি। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতির শিকড়ে পৌঁছতে মরিয়া কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এবার ওএমআর শিটের খোঁজে সার্দান অ্যাভিনিউতে হানা দিয়েছে সিবিআই। তদন্তকারীদের সঙ্গে রয়েছেন কম্পিউটার ও সাইবার বিশেষজ্ঞ। শোনা যাচ্ছে, কোনওভাবে যদি ওএমআর শিটের তথ্য পাওয়া যায়, সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে।

গত এক বছরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, দাবি শীর্ষ ব্যাঙ্কের

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই ঃ বর্তমান ভারতের সবচেয়ে জলন্ত ইস্যু কর্মসংস্থান। অন্তত বিরোধীদের তেমনটাই দাবি। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলছে উলটো কথা। দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্কের দাবি, স্রেফ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে দেশে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির গতিও গত এক বছরে দ্বিগুণ হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'ক্লেমস তথ্যভাণ্ডারের পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২-২০২৩ অর্থভাণ্ডারে দেশে মোট কর্মসংস্থানের

সুযোগ ছিল প্রায় ৫৯ কোটি ৬৭ লক্ষ। সেটা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৬৪ কোটি ৩৩ লক্ষ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এক বছরে কর্মসংস্থান বে।ছে প্রায় ৬ শতাংশ হারে। যে হার কিনা আগের বছর ছিল ৩.২ শতাংশ। অর্থাৎ গত এক বছরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হারও প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দাবি করছে, গত এক বছরে প্রায় ২৭টি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে। ঘটনাচক্রে দিন দুই আগেই বেকারত্ব নিয়ে চাঞ্চল্যকর একটি রিপোর্ট পেশ করছে সিটিগ্রুপ। সেই রিপোর্টে দাবি করা হয়, আগামী এক দশকে হয়তো আর্থিক বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করবে দেশ। কিন্তু সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলেও মিটবে না বেকার সমস্যা। এই মুহূর্তে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির কমবেশি ৭ শতাংশ। আগামী ১০ বছরে এই হারেই বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা রাখছে কেঃদ্রের নরে ঃদ্র মোদি সরকার। কিন্তু সিটি গ্রুপের রিপোর্ট বলছে, এই হারে বৃদ্ধি হলেও বেকারত্ব মেটানো সম্ভব নয়। ভারতের বিপুল জনসংখ্যর চাকরির চাহিদা মেটাতে হলে প্রতি বছর অন্তত ১ কোটি ২০ লক্ষ নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান হারে আর্থিক বৃদ্ধি হলে ৮০-৯০ লক্ষের বেশি চাকরির সুযোগ তৈরি করা সম্ভব নয়। এদিন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সিটিগ্রুপের সেই রিপোর্ট কার্যত খারিজ করে দিল। কেঃদ্রীয় শ্রম মন্ত্রক ইতিমধ্যেই বেসরকারি সংস্থার ওই রিপোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। অর্থনীতিবিদদের একাংশ মনে করছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট মানলে সিটিগ্রুপের ওই রিপোর্ট ভ্রান্ত বলেই ধরে নিতে হয়।

মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার মধ্যবিত্ত

১০ দিনের মধ্যে দাম কমাতে হবে, সাফ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

বাংলার বর্ষা ঢুকলেও গরমের হাত থেকে রক্ষা পায় নি রাজ্যের মানুষ। উত্তরবঙ্গ ভেসে গেলেও, বৃষ্টি হয়নি দক্ষিণবঙ্গে। আর তার জেরেই সবজির দাম আকাশছোঁয়া। কলকাতা থেকে জেলা, সর্বত্রই সবজির আগুনে হাত পুড়ছে সাধারণ মানুষের। পাল্লা দিয়ে দাম বেড়েছে মাছ-মাংসের। মুরগির ডিম এবং হাঁসের ডিমের দামও হাতের বাইরে বলতে গেলে। কলকাতার বাজারে চন্দ্রমুখী আলু ৪০-৪৫ টাকা, পেঁয়াজ ৫০-৫৫ টাকা কেজি দরে বিকোচ্ছে। জ্যোতি আলুর দাম অবশ্য কিছুটা কম। বেগুন ১০০ টাকা কেজি, টম্যাটো ৮০, লঙ্কা ১৫০, আদা ২২০ টাকা, রসুন ৩০০ টাকা, উচ্ছে ৮০-১০০ টাকা, সজনে ডাঁটা ২৫০ থেকে ৩০০, ঢ্যাঁড়শ ৮০, পটল ৫০, পেঁপে ৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। মাছের দাম শুনলেও আপনার চোখ কপালে উঠবে। রুই কেজিতে ৩০০-৩৫০ টাকা, কাতলা কেজিতে ৪০০-৪৫০ টাকা, ট্যাংরা ৭০০, পাবদা ৬০০-৭০০, পমফ্রেট ৮০০ টাকা কেজি, ভেটকি ৮০০, বাগদা চিংড়ি ৮০০, গলদা চিংড়ি ৭০০-৮০০ টাকাতে বিক্রি করা হচ্ছে। ইলিশের দাম ওজন অনুযায়ী, দেড় কেজির বেশি হলে দাম প্রায় ২০০০ টাকা

কেজি। বাজারের এই আগুন দর দেখেই তড়িঘড়ি ময়দানে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ বিকেল সাড়ে ৪টেয় বাজার কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেনতিনি। সোমবার উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি জানান, মঙ্গলবার বৈঠকে বসতে চলেছেন দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য। সেই মত বৈঠক হয়। রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দফতর নবান্নে এই বৈঠক হয়। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির কর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সরকারের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরাও ছিলেন। একই সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত টাস্ক ফোর্সের সদস্যরাও যোগ দেন বৈঠকে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

অগ্নিমূল্য বাজার। মূল্যবৃদ্ধিতে রাশ টানতে কড়া দাওয়াই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাফ জানালেন, ১০ দিনের মধ্যে দাম কমাতে হবে। কীভাবে কমবে দাম? সেই গাইডলাইনসও তৈরি করে দিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, কোল্ড স্টোরেজে অতিরিক্ত আলু মজুত রাখা চলবে না। নাসিকের বদলে রাজ্যের চাষিদের কাছ থেকে কিনতে হবে পিঁয়াজ। রাজ্যের চাহিদা না মিটিয়ে ভিনদেশে পাঠানো যাবে না সবজি। এর পাশাপাশি বেশি দামে সবজি বিক্রি আটকাতে টাস্কফোর্সকে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি। যত দিন না দাম কমছে ততদিন বাজারে নিয়মিত নজরদারি চালাবে টাস্কফোর্সের সদস্যরা। নজর রাখবে পুলিশও। একইসঙ্গে নিয়মিত বৈঠকে বসতে হবে তাঁদের। থাকবেন মুখ্য সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি। প্রতি সপ্তাহে সেই রিপোর্ট দিতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে।

কুণালকে 'ঘুষের' প্রস্তাব কল্যাণ চৌবের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাই ঃ মানিকতলায় জিততে কুণাল ঘোষকে ' প্রস্তাব কল্যাণ চৌবের! উপনির্বাচনের ২৪ ঘণ্টা আগে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন মানিকতলা উপনির্বাচনের জন্য তৈরি তৃণমূলের কমিটির আহ্বায়ক কুণাল ঘোষ। সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন কুণাল। তাঁর কথায়, ফোনে দলের সঙ্গে অন্তর্ঘাতের প্রস্তাব দেন কল্যাণ। বিনিময়ে খেলার জগতে তাঁকে জাতীয় বা রাজ্যস্তরে বড় পদে বসানোর টোপ দেন এআইএফএফ সভাপতি। যদিও এ নিয়ে বিজেপির তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। রাত পোহালেই মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। তৃণমূল প্রার্থী প্রয়াত মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের স্ত্রী সুপ্তি পাণ্ডে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির কল্যাণ চৌবে। তিনি আবার এআইএফএফ সভাপতি। তৃণমূল প্রার্থীকে জেতাতে কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কমিটির আহ্বায়ক পদে রয়েছেন কুণাল ঘোষ। প্রচারে মারাত্মক সক্রিয় তিনি। এবার তাঁকেই 'দলে টানতে' ঘুষের প্রস্তাব দিয়ে বসলেন বিজেপি প্রার্থী! এমনই অভিযোগ কুণালের। অন্যদিকে

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে কুণাল ঘোষ বিজেপিতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি ওনাকে নিতে চায়নি। সপ্তাহ খানেক আগেও উনি বিজেপিতে আসার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন'। অডিয়ো ফাঁস কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মন্তব্য মানিকতলার বিজেপি প্রার্থী তথা এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। কল্যাণের কথায়, অডিয়ো ক্লিপ এডিট করা হিয়েছে, আমি অনেক কিছুই বলিনি। বেশ কিছু জায়গায় অডিয়ো ডক্টরড করা হয়েছে। কোনও প্রস্তাব বা ঘুষ দিতে চাইনি। আমার ভয়েস এডিট করা হয়েছে। অসংখ্য লোককে ফোন করেছি। কোন দলের তা না দেখেই ফোন করেছি। ব্যক্তিগত স্তরের পরিচয় থেকে ফোন করে সমর্থন চেয়েছি। এদিন দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করারা পরেই তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। মানিকতলা উপনির্বাচনে কুণাল ঘোষকে আহ্বায়ক হিসেবে নিয়োগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কুণালের প্রশ্ন, এটা কী ধরনের রাজনীতি? নির্লজ্জ-বেহায়া কল্যাণ চৌবে ভোটে হারছেন বুঝতে পেরে সংকীর্ণ-নীচ রাজনীতি করছেন। সাধন পাণ্ডের মৃত্যুর কারণে মানিকতলা আসনটি খালি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আদালতে মামলার কারণে এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি আদালত উপনির্বাচনে নির্দেশ দিলে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্বাচন কমিশন। চব্বিশের লোকসভা ভোটের নিরিখে মানিকতলা বিধানসভায় বিজেপির প্রাপ্ত ভোট-৬২৩৮৯। তৃণমূলের ঝুলিতে গিয়েছে ৬৬৯৬৪ ভোট। আর বাম-কংগ্রেস জোটের দখলে গিয়েছে ৯৪২১ ভোট। অর্থাৎ, এই কেন্দ্রে তৃণমূলের লিড মাত্র ৩ হাজার।

ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে রাজ্যের ৫ জেলায়, জারি লাল সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাই ঃ তীব্র গরমে নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গ। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে ঝোড়ো ইনিংস খেলছে বর্ষা। আগামী কয়েক দিনও উত্তরের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে। আজ, মঙ্গলবার উত্তরের ওপরের পাঁচ জেলায় (দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার) বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় (জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার) বৃষ্টির জারি করেছে লাল সতর্কতা জারি করেছে। এই তিন জেলায় ৭ থেকে ১১ সেন্টি মিটার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং উত্তর দিনাজপুরে। বজ্রপাত ও সঙ্গে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা। বুধবার উত্তরের ওপরের সব জেলাতেই (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং এবং কোচবিহারে) বৃষ্টি বাড়বে। এই পাঁচ জেলার মধ্যে আলিপুরদুয়ারে লাল সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। ওই জেলায় ২০ সেন্টি মিটারের বেশি বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও। বৃহস্পতিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুরে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া বিভাগ। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.১ ডিগ্রি বেশি। এদিকে উত্তরবঙ্গ তীব্র বৃষ্টির কারণে পার্বত্য এলাকায .ধস নামতে পারে। সড়ক বন্ধ হয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

রাশিয়ায় মোদি-পুতিন সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে কড়া বার্তা আমেরিকার

৯ জুলাই ঃ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পরে প্রথমবার 'বন্ধু' রাশিয়ায় পা রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার পরেই 'কূটনৈতিক সহযোগী' ভারতকে কড়া বার্তা দিল আমেরিকা। সেদেশের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হল, ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার বন্ধুত্ব নিয়ে তারা 'উদ্বিগ্ন এছাড়াও আমেরিকার দাবি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মোদি যেন রাশিয়াকে মনে করিয়ে দেন, রাষ্ট্রসংঘের সনদ মেনেই ইউক্রেন যুদ্ধের সমাধান হওয়া উচিত। সোমবার রাশিয়ায় পৌঁছেছেন মোদি। তার পরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মার্কিন বিদেশদপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। তিনি বলেন, ভারতের কাছে আমাদের অনুরোধ, তারা যেন রাশিয়াকে স্পষ্ট করে বলে দেয় যে ইউক্রেন যুদ্ধের সমাধান রাষ্ট্রসংঘের সনদ মেনে হওয়া উচিত যাতে ইউক্রেনের অখণ্ডতা বজায় থাকে। রাশিয়ার সঙ্গে যেসমস্ত দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, প্রত্যেকের কাছেই আমরা একই

অনুরোধ করি। এই বৈঠকেই মোদির রাশিয়া সফর নিয়ে 'উদ্বেগ প্রকাশ করেন মিলার। তাঁর কথায়, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগী। দুই দেশের মধ্যে আলোচনার সম্পর্ক রয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্ক নিয়ে আমেরিকা উদ্বিগ্ন। এই কথা শুনে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, মোদির রুশ সফরের আগে কি নয়াদিল্লির কাছে এই উদ্বেগের কথা জানিয়েছিল ওয়াশিংটন? জবাবে মিলার জানিয়ে দেন, এমন কোনও বার্তা আমেরিকার তরফে দেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, দুদিনের রাশিয়া সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মস্কো পৌঁছতেই রাজকীয় অভ্যর্থনা পান তিনি। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী ডেনিস মনতুরভ। মোদিকে শুধু স্বাগত জানানোই নয়, হোটেল পর্যন্ত পৌঁছেও দেন তিনি। তার পরেই পুতিনের বাসভবনে নৈশভোজ সারেন মোদি। তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। রুশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ভারতীয়দের অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন। সূত্রের খবর, একান্ত নৈশভোজে এই বিষয়টি নিয়ে রুশ প্রেসিডেন্টে র সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

আজ রাজ্যের ৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৯ জুলাই ঃ লোকসভা নির্বাচন মিটতেই আবার ভোট। পশ্চিমবঙ্গের চারটি বিধানসভা কেন্দ্র-সহ বুধবার উপনির্বাচন হবে দেশের মোট সাতটি রাজ্যের ১৩টি বিধানসভা আসনে। বুধবার (১০ জুলাই) এই ১৩ কেন্দ্রেই উপনির্বাচন হবে। ভোটগণনা হবে ১৩ জুলাই (শনিবার)। আগামীকাল পশ্চিমবঙ্গের মানিকতলা, বাগদা, রানাঘাট দক্ষিণ এবং রায়গঞ্জে বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। মঙ্গলবার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দায়িত্ব বুঝে নেন মানিকতলার ভোটকর্মীরা। পাশাপাশি অন্যান্য কেন্দ্রের ভোটকর্মীরাও নিজেদের ভোট-সামগ্রী নিয়ে ভোটদান কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বুধবার উপনির্বাচন হবে বাংলার চারটি কেন্দ্র-নদিয়ার রানাঘাট দক্ষিণ, উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, কলকাতার মানিকতলা এবং উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে। এর মধ্যে মানিকতলায় বিধায়ক সাধন পাণ্ডের মৃত্যুর কারণে উপনির্বাচন হচ্ছে। রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ এবং বাগদায় ২০২১-এর নীলবাড়ির লড়াইয়ে জয়ী তিন বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, মুকুটমণি অধিকারী ও বিশ্বজি দাস পদত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিয়ে লোকসভায় প্রার্থী হওয়ায় আবার ভোট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। হিমাচল প্রদেশের দেহরা, হামিরপুর এবং নালাগড়ের তিন নির্দল বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে জনপ্রতিনিধিত্ব সংশোধনী আইন মেনে ইস্তফা দিয়েছিলেন। তাই সেখানেও ভোট হবে। দেহরায় কংগ্রেস প্রার্থী করেছে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখুর স্ত্রী কমলেশকে। বিহারের রুপৌলীর জেডিইউ বিধায়ক বিমা দেবী আরজেডিতে যোগ দেওয়ায় এবং মধ্যপ্রদেশের অমরওয়াড়ার কংগ্রেস বিধায়ক কমলেশ প্রতাপ শাহ বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় সেখানে আবার ভোট। উত্তরখণ্ডের বদ্রীনাথের কংগ্রেস বিধায়ক রাজেন্দ্র সিং ভান্ডারি ইস্তফা দিয়ে ওই আসনে উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন। ওই রাজ্যের মঙ্গলৌরে বিধায়কের মৃত্যুর কারণে উপনির্বাচন হচ্ছে। তামিলনাড়ুর বিক্রবন্দীতে ডিএমকে বিধায়কের মৃত্যু এবং পঞ্জাবের জলন্ধর পশ্চিমে এএপি বিধায়ক শীতল অঙ্গুরল রিঙ্কুর বিজেপিতে যোগদানের ফলে উপনির্বাচন হচ্ছে বুধবার। এ বার ভোটে রিঙ্কু লড়ছেন বিজেপির টিকিটে।

হিন্দুত্ব নিয়ে রাহুল গান্ধীর বক্তব্য 'সঠিক', সমর্থন শঙ্করাচার্যের!

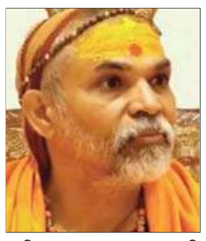

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই ঃ মোদী সহ বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ উড়িয়ে এবার রাহুল গান্ধীর পাশে দাঁড়ালেন উত্তরাখণ্ডের শঙ্করাচার্য অবিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী। অযোধ্যায় মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও মোদীর হাতে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন এই শঙ্করাচার্যই। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা হিসাবে প্রথম ভাষণেই বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অভিযোগে তোপ দেগেছিলেন রাহুল গান্ধী। বলেছিলেন, 'হিনন্দরা কখনওই হিংসা ছড়ায় না। ধর্মের নামে গোটা দেশে হিংসা এবং ঘৃণা ছড়িয়ে চলেছে বিজেপি।' রায়বেরেলির কংগ্রেসী সাংসদের এই বক্তব্যে নিন্দার ঝড় ওঠে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাহুল গান্ধীর ভাষণের মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর 'হিনন্দু সংক্রান্ত মন্তব্যের বিরোধিতা করেন। প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ ছিল যে, ' ন্দিু সমাজকে উদ্দেশ করে যে মন্তব্য করা হচ্ছে তা অত্যন্ত গুরুতর।' রাহুল গান্ধী হিন্দুবিদ্বেষীট মন্তব্য ছড়াচ্ছেন বলে প্রচার লশুরুব করে গেরুয়া নেতারা। রাহুল গান্ধীর ওই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এবার প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের শঙ্করাচার্য অবিমুক্তেশ্বরান্দ সরস্বতী। এক্ষেত্রে বিরোধী দলনেতার পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। বলেছেন, 'হিন্দু নিয় রাহুল গান্ধীর পুরো বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনেছি। হিন্দুধর্ম হিংসা প্রত্যাখ্যান করে, তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে এই বিষয়টিতে জোর দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণে হিন্দুধর্মের প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা নেই। বরং রাহুল যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক। ধর্মের অর্থ আসলে ধারণ করা। সেখানে ঘৃণার জায়গা নেই। স্রেফ হিন্দু নয়, যে কোনও ধর্মের ক্ষেত্রেই এ কথা সত্যি।' বিরোধী দলনেতার বক্তব্য 'মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন শঙ্করাচার্য। এবারের লোকসভা ভোটেও বিজেপির প্রচারের অন্যতম ইস্যু ছিল ' সেই হিন্দুত্ব নিয়ে শঙ্করাচার্য বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন। পাশে দাঁড়ালেন রাহুল গান্ধীর।

কাঠুয়া জঙ্গি হামলায় ব্যবহৃত হয়েছিল মার্কিন অস্ত্র, প্রকাশ্যে বিস্ফোরক তথ্য

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়াতে সেনা কনভয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনায় পাকিস্তান যোগের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। সেনা সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল বেশ কিছু জঙ্গি। শুধু তাই নয়, এই হামলায় আমেরিকার তৈরি অস্ত্র জঙ্গিরা ব্যবহার করেছিল বলে জানা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে এই ঘটনায় প্রকাশ্যে আসছে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য। সোমবার বিকেলে কাঠুয়া জেলার মাছেদি এলাকায় রুটিন টহলদারি চালাচ্ছিল সেনাবাহিনী। ঠিক সেই সময় সেনার কনভয় লক্ষ্য করে অতর্কিতে হামলা চালায় একদল জঙ্গি। গ্রেনেড ছোড়ার পাশাপাশি এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে পাশের জঙ্গলে পালায় জঙ্গিরা। এই হামলায় শহিদ হন ৫ সেনা জওয়ান। পাশাপাশি আহত হন ৬ জওয়ান। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হামলার ঘটনার পর সেনা সূত্রে জানা যাচ্ছে, পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে এই হামলা চালানো হয়েছে। ভারতে ঢুকে জঙ্গিরা স্থানীয়দের সাহায্য নিয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। তবে সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, যে অস্ত্রে এই হামলা চালানো হয়েছে তা আমেরিকার তৈরি অত্যাধুনিক এম৪ কার্বাইন রাইফেল। এহেন মার্কিন অস্ত্র দিয়ে সেনাবাহিনীর উপর হামলার ঘটনায় পাক সেনার যোগ যোগ দেখছে বিশেষজ্ঞ মহল। সেনা সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই হামলা চালানোর জন্য রীতিমতো ছক কষেছিল জঙ্গিরা। যে স্থানে হামলা চালানো হয়, সেখানকার রাস্তা ভাল ছিল না। ফলে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটারের গতিতে চলছিল কনভয়ের গাড়ি। ঠিক সেই সুযোগটাকে ব্যবহার করেই হামলা চালায় জঙ্গিরা। এদিকে মারণ হামলার পর ঘটনার দায় স্বীকার করেছে পাক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের ছত্রছায়ায় থাকা জঙ্গি সংগঠন কাশ্মীর টাইগার। এদিকে ন্যাক্কারজনক এই জঙ্গি হামলার পর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে কেন্দ্র।

মোদির রাশিয়া সফরকে তোপ জেলেনস্কির

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই ঃ প্রথমবার রাশিয়া সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সফরকে তোপ দাগলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তাঁর মতে, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের নেতা দুনিয়ার সবচেয়ে নৃশংস খুনিকে জড়িয়ে ধরেছেন-এমন দৃশ্য খুবই হতাশাজনক। উল্লেখ্য, গত মাসেই জি-৭ সম্মেলনে মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল জেলেনস্কির। ওই ছবি দেখেই ক্ষোভে ফেটে প।ছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। এক্স হ্যান্ডেলে জেলেনস্কি লেখেন, শান্তিস্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে, তার মধ্যেই বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের নেতা জড়িয়ে ধরেছেন বিশ্বের সবচেয়ে নৃশংস খুনিকে। এমন আচরণ বিশ্বশান্তির পক্ষে অত্যন্ত হতাশাজনক। উল্লেখ্য, মোদির সফর চলাকালীনই ইউক্রেনের একটি শিশু হাসপাতালে মিসাইল হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। অন্তত ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য, গত মাসেই জি-৭ সম্মেলন চলাকালীন দেখা হয়েছিল মোদি-জেলেনস্কির। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। আগামীদিনে দিল্লির সঙ্গে কিয়েভের সম্পর্ক আরও মজবুত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। কিন্তু রাশিয়ায় গিয়ে পুতিনের সঙ্গে মোদি বৈঠক করতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন জেলেনস্কি। প্রসঙ্গত, মোদির রাশিয়া সফর নিয়ে আলাদা করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমেরিকাও।

পাউরিতে ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা মুখ্যমন্ত্রী ধামির, খুদেকে দিলেন অটোগ্রাফ

দেহরাদূন, ৯ জুলাই ঃ প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে স্কুল ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বললেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। এক খুদেকে দিলেন অটোগ্রাফ, কথাও বললেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। প্রায়ই নানা ধরনের জনসংযোগ করতে দেখা যায় উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে। অন্যথা হল না মঙ্গলবারও। মঙ্গলবার সকালে পাউরি সার্কিট হাউস ক্যাম্পাসে চারাগাছ রোপণ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। পরে পাউরি গাড়ওয়ালে প্রাতঃভ্রমণের সময় স্কুলমুখী ছাত্রীদের সঙ্গে কথোপকথন করতে দেখা যায় উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে। মন দিয়ে শোনেন তাঁদের কথা। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানান। এদিন সকালে শিবম নামে এক খুদেকে নিজের অটোগ্রাফ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি।

বড় সাফল্য পেল দিল্লি পুলিশ অঙ্গ প্রতিস্থাপন র‍্যাকেটের পর্দাফাঁস, ধৃত ৭ অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই ঃবড়সড় সাফল্য পেল দিল্লির পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। অঙ্গ প্রতিস্থাপন র‍্যাকেটের পর্দাফাঁস করল দিল্লি পুলিশ। এই র‍্যাকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এক চিকিৎসক-সহ ৭ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মঙ্গলবার দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, এই র‍্যাকেটের সঙ্গে জড়িতদের বাংলাদেশ যোগ রয়েছে। প্রতি ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্য তারা ২৫-৩০ লক্ষ টাকা নিত। দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই বাংলাদেশের। তারা ২০১৯ সাল থেকে অঙ্গ প্রতিস্থাপন চালাচ্ছে।অপরাধ দমন শাখার ডিসিপি অমিত গোয়েল বলেছেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গ প্রতিস্থাপন র‍্যাকেটের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই র‍্যাকেটের মূল মাস্টারমাইন্ড একজন বাংলাদেশি। দাতা এবং গ্রহণকারী উভয়ই বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা রাসেল নামে একজনকে গ্রেফতার করেছি, যে রোগী ও দাতাদের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দিত, ট্রান্সপ্লান্টের সঙ্গে যুক্ত এক মহিলা ডাক্তারকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

হাথরাসের ঘটনায় রিপোর্ট জমা দিল সিট, পদপিষ্টের জন্য সৎসঙ্গই দায়ী

হাথরাস, ৯ জুলাই ঃ উত্তর প্রদেশের হাথরাসে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় রিপোর্ট জমা দিল বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। রিপোর্টে এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য সসঙ্গের উদ্যোক্তাদের দায়ী করা হয়েছে। হাথরাসের ঘটনায় মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশ সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিট।সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে 'সৎসঙ্গ' আয়োজক কমিটি অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষকে ডেকেছে, পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়নি এবং ঘটনাস্থল নিরীক্ষণ পর্যন্ত করেনি। এই রিপোর্টটি যোগী আদিত্যনাথ সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

সমুদ্র সৈকত সফরে রাষ্ট্রপতি মুর্মু

পুরী, ৯জুলাই ঃ রথযাত্রার মধ্যেই ৪ দিনের ওড়িশা সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। গত সোমবার সকালে সমুদ্র সৈকতে তাঁকে হাঁটতে দেখা যায়। শুধু হাঁটাহাঁটি নয়, বেশ কিছুক্ষণ সৈকতে বসে তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন। তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে সমাজমাধ্যম একটি পোস্টও করেছেন।লিখেছেন, এমন কিছু জায়গা রয়েছে যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা প্রকৃতির অংশ। পাহাড়-বন- নদী এবং সমুদ্রতীর আমাদের মধ্যে গভীর আকর্ষণ তৈরি করে। সমুদ্রতীরে হাঁটার সময় পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে একটি যোগাযোগ অনুভব করেছেন বলেও পোস্টে উল্লেখ করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, রবিবার রথের দিনই জগন্নাথদেবের দর্শন করেন তিনি।

গাড়ি ও অটোর সংঘর্ষে বেগুসরাইয়ে মৃত ৬

বেগুসরাই, ৯ জুলাই ঃ বিহারের বেগুসরাই জেলায় গাড়ি ও অটোর সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ৬ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ৩ জন। তাঁদের আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে চার-লেনের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর রতন চকের কাছে।পুলিশ জানিয়েছে, সিমারিয়া থেকে জেরোমিলের দিকে যাচ্ছিল অটোটি, রতন চকের কাছে একটি গাড়ির সঙ্গে ওই অটোর সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ এতটাই জোরালো ছিল যে গাড়িটি ও অটোটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়।

সরকার সাম্প্রতিক পেপার ফাঁসের সুষ্ঠু তদন্তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে ঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৯জুলাইঃ কেন্দ্রীয় সরকার সাম্প্রতিক পেপার ফাঁসের সুষ্ঠু তদন্তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে। গত বৃহস্পতিবার সংসদের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে এই বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি আশ্বস্ত করে বলেছেন, দেশের তরুণ প্রজন্ম যাতে নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শনের পর্যাপ্ত সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টারত।এরপরই রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, সাম্প্রতিক পেপার ফাঁসের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের পাশাপাশি দোষীদের কঠোর শাস্তির জন্য আমার সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর আগেও আমরা বিভিন্ন রাজ্যে পেপার ফাঁস দেখেছি। দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে দেশব্যাপী এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সমাধান প্রয়োজন। পরীক্ষায় অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর আইন করেছে সংসদ।

জ্যোতি বসুর ১১১ তম জন্মদিন উপলক্ষে বাঁকুড়ায় পালিত হল সম্প্রীতি দিবস

বাঁকুড়া, ৯ জুলাই ঃসিপিআই(এম) তথা সিআইটিইউ-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ১১১তম জন্মদিনটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দিবস হিসাবে পালন করা হয়।বাঁকুড়া রেলওয়ে গুডস সেড চত্বরে পতাকা উত্তোলন, জ্যোতি বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও সংক্ষিপ্ত সভার মাধ্যমে বাঁকুড়া জেলা মুটিয়া মজদুর ইউনিযনের আহ্বানে শপথ নিলেন মুটিয়া মজদুরেরা। একইভাবে বাঁকুড়া জেলা বাস শ্রমিক ইউনিয়ন ও বাঁকুড়া জেলা পৌর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিযনের পক্ষ থেকে দিনটি উদযাপন করা হল যথাক্রমে বাঁকুড়ার গোবিন্দনগর বাস স্ট্যান্ড ও বাঁকুড়া পৌরসভার গেটে।এই কর্মসূচীগুলিতে প্রতীপ মুখার্জী, উজ্জ্বল সরকার, অশোক ব্যানার্জী, তপন দাস ছাড়াও নেতৃত্ব প্রদান করেন সোহরাব মন্ডল, ছোটু দালাল, সরোজ ঘোষাল, বারিদ দাস, নরেশ রুইদাস, নিতাই দত্ত প্রমুখ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।অপরদিকে বড়জোড়ায় সারাদিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।প্রয়াত নেতার উদ্দ্যেশ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।প্রখ্যাত শিল্পী সমরেন্দ্র মিশ্র প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতায় প্রায় ১৫০জন অংশগ্রহণ করে।বিকালে শ্রেনী আন্দোলন বনাম ধর্ম জাতপাত শীর্ষক এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়।আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অমিয় পাত্র,জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য যদুনাথ রায়,মহাদেব সিংহ প্রমুখ।

বুধের মধ্যে নিট নিয়ে যাবতীয় তথ্য চাইল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই, ঃফের পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া শেষ অস্ত্র। সুপ্রিম কোর্ট সোমবার জানিয়েছে, আগে নিট-এ যে ব্যাপক অনিয়ম এবং গরমিলের অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে বুধবারের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে। আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি।স্নাতক স্তরে ডাক্তারির অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এ যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, তা মানল সুপ্রিম কোর্টও। তবে পুনরায় নিট চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে একাধিক মামলা হয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে সোমবার পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেয়নি প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চঃদ্রচূড়ের বেঞ্চ।সোমবার পরীক্ষার আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, তিনটি বিষয় প্রকাশ্যে আনতে হবে তাদের। এক, কী ভাবে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে? দুই, কোথায় প্রশ্নফাঁস হয়েছে? তিন, প্রশ্নফাঁস এবং পরীক্ষা হওয়ার মধ্যবর্তী সময় কত?শীর্ষ আদালত সোমবারই নতুন করে নিট করানোর নির্দেশ না দিলেও ইঙ্গিত দিয়েছে যে, অসদুপায় অবলম্বন করে যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাদের জন্য ফের পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হতে পারে। ইতিমধ্যেই নিট দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই।

আজাদি কা অমৃত মহোসবে দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি,৯জুলাইঃ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ চলছে।

অসমে সংরক্ষিত বনাঞ্চল বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি,৯ জুলাই ঃ অসমে প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনাঞ্চল বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে এক বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।জনতা ভবনে আয়োজিত বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা রাজ্যে সবুজ আচ্ছাদন বাড়ানো এবং স্থানীয় চাহিদার ভারসাম্যের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনাঞ্চল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বৈঠকে বিভাগীয় শীর্ষ আধিকারিকরা সবুজ আবরণ বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের কৌশলের ওপর ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছেন।আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থানীয় জনবসতি এবং ভূমি সহ প্রস্তাবিত বনাঞ্চল সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া তিনি সম্ভাব্য উদ্বেগগুলিকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে একটি ইতিবাচক এবং গঠনমূলক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।স্থানীয় জনতার চাহিদার সাথে পরিবেশ সংরক্ষণের ভারসাম্যের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সংরক্ষিত বন তৈরি করার লক্ষ্য রাজ্যের পরিবেশগত কল্যাণে অবদান রাখা। তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি বাসিন্দাদর জীবিকা ও স্বার্থ বিবেচনা করতে হবে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত মে মাসের শুরুতে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে রাজ্যের সংরক্ষিত বন এলাকায় একটি কমান্ডো ব্যাটালিয়ন ইউনিট নির্মাণের জন্য পোস্ট ফ্যাক্টো ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরামের বেদখল রোধ করার লক্ষ্যে অসমের জনৈক বন কর্মকর্তা কমান্ডো ব্যাটালিয়ন ইউনিট নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

কাঠুয়ায় তল্লাশি অভিযান জারি, পাঁচ সৈনিকের বলিদানে মর্মাহত রাজনাথ সিং

জম্মু, ৯ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ হয়েছেন পাঁচজন সৈনিক। নিহত পাঁচ জওয়ানের মধ্যে একজন জুনিয়র কমিশনড অফিসার রয়েছেন। কাঠুয়া জেলার মাচেদি এলাকায় মঙ্গলবার সকালেও নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, জঙ্গিরা ওই এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে।জঙ্গি হামলায় পাঁচ সৈনিকের বলিদানে মর্মাহত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, কাঠুয়ার বদনোটাতে সন্ত্রাসী হামলায়. পাঁচ সাহসী ভারতীয়. জওয়ানের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা, দেশ এই কঠিন সময়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে। কাউন্টার টেরোরিস্ট অপারেশন চলছে এবং আমাদের সৈন্যরা ওই অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর।উল্লেখ্য, সোমবার বিকেলে কাঠুয়া জেলার বদনোটা গ্রামের কাছে সেনাবাহিনীর কনভয়ে হামলা চালায় সশস্ত্র জঙ্গিরা। ৫-৬ জন জঙ্গি অতর্কিতে হামলা চালায়। ভয়াবহ এই জঙ্গি হামলায় শহিদ হয়েছেন ৫ জন জওয়ান, এছাড়াও আরও ৫ জন জওয়ান জখম হয়েছেন।

পুরাতন মালদা গ্রামবাসীদের দীর্ঘ লড়াইয়ের স্বপ্ন পূরণ

দুরন্ত বার্তা, পুরাতন মালদা,৯ জুলাই ঃ গ্রামবাসীদের দীর্ঘ লড়াইয়ের স্বপ্ন পূরণ। বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই নতুন রাস্তা পেতে চলেছেন গ্রামবাসীরা। অবসেধে প্রায় এক কিলোমিটার ঢালাই রাস্তার কাজের আনুষ্ঠানিক শিশান্যাস করা হল তড়িঘড়ি। উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা রাস্তা থাকায় সমস্যার মধ্যে পড়তে হত পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের কুতুবপুর গ্রামের বাসিন্দাদের। স্কুল কলেজ থেকে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম যেতে সমস্যায় পড়ত গ্রামবাসীরা। এদিকে বৃষ্টি হলে তো যাতায়াতি করা সম্ভব হয় না রাস্তা দিয়ে। অবশেষে ওই এলাকায় এক কিলোমিটার ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস করা হল। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য নাইকি হাসদা, তৃণমূল নেত্রী মৃণালিনী মন্ডল মাইতি সহ সহ অন্যান্যরা। এদিন উপস্থিত সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলা পরিষদের সদস্য নাইটি হাজরা তিনি বলেন প্রায় ৪৫ লক্ষ ১১ হাজার ২৩৯ টাকা ব্যয় এই রাস্তার কাজ হবে অন্যদিকে পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মৃণালিনী মন্ডল মাইতি তিনি বলেন এই রাস্তা হতে গেলে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষজনরা সমস্যা থেকে সমাধান পাবেন অন্যদিকে এলাকার এই রাস্তার কাজ হওয়ার ফলে এলাকাবাসীরা কাজকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

জটেশ্বর খগেনহাট প্রধান মন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তার উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৯ জুলাই ঃ অবশেষে রাস্তার কাজ শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবার জটেশ্বর খগেনহাট প্রধান মন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তার কাজের শুভ উদ্বোধন করা হলো। জানা গিয়েছে, ওই কাজের জন্য প্রায় আ।াই কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এদিন জটেশ্বর চৌপথি এলাকায় ফিতে কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে রাস্তার কাজের উদ্বোধন করেন ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ রায়, জটেশ্বর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মুস্তাফা আলি প্রমুখ। দীর্ঘ অপেক্ষার পর রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।

প্রবল বৃষ্টিতে ফের স্তব্ধ মুম্বই, সড়ক ও রেল পরিষেবা প্রভাবিত

মুম্বই, ৯ জুলাই ঃ প্রবল বৃষ্টিতে আবারও জলমগ্ন হয়ে পড়ল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। রাস্তায় ও রেললাইনে জল জমে যাওয়ায় সড়ক ও রেল পরিষেবা প্রভাবিত হয়েছে। বৃষ্টির জেরে সোমবারের পর মঙ্গলবারও ভোগান্তির শিকার হয়েছেন মুম্বইবাসী। প্রবল বৃষ্টির জেরে চুনা ভাট্টি রেল স্টেশনে জলের তলায় ডুবে যায় রেললাইন। অত্যধিক বৃষ্টির জেরে মুম্বইয়ের কুর্লা এলাকায়. রাস্তায় জল জমে গিয়েছে, জমা জলের মধ্যেই ঝুঁকি নিয়ে বাস, গাড়ি এবং অন্যান্য যানবাহন চলাচল করতে থাকে। মুম্বইয়ের কিং সার্কেল এলাকাতেও হাঁটু পর্যন্ত জল জমে গিয়েছে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) আগামী দু'দিন মুম্বই এবং মহারাষ্ট্রের কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে। রায়গড়, রত্নাগিরি, সিন্ধুদুর্গ, পুণে, সাতারা, কোলহাপুর এবং গুলদানা জেলায় বন্যার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে মুম্বই ও পুণে-তে মঙ্গলবার স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয় মঙ্গবারের সমস্ত পরীক্ষা স্থগিত রেখেছে।

প্রধানমন্ত্রীকে মণিপুর যাওয়ার আহ্বান সঞ্জয়ের, কটাক্ষও করলেন উদ্ধব ঘনিষ্ঠ এই নেতা

মুম্বই, ৯ জুলাই ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হিংসা-বিধ্বস্ত মণিপুর যাওয়ার আহ্বান জানালেন উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া সফর নিয়েও কটাক্ষ করেছেন সঞ্জয় রাউত। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী রাশিযা, ইতালি, লন্ডন যান, তিনি মহারাষ্ট্রেও বহুবার আসেন। কিন্তু, কেন তিনি মণিপুর যান না? মণিপুর কি আমাদের দেশের অংশ নয়?উল্লেখ্য, লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে হিংসা-বিধ্বস্ত মণিপুরে যাওয়ার আহ্বান জানানোর পরই এই মন্তব্য করলেন শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত। সোমবারই মণিপুরে গিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। সেখানে শান্তি ফেরানোর জন্য যে কোনও সরকারি পদক্ষেপে তাঁর দলের সমর্থনের বিষয়ে জোর দিয়ে জনগণকে সান্ত্বনা দেন রাহুল। বলেন, মণিপুরে আসা উচিত প্রধানমন্ত্রীর।

তামিলনাড়ুতে ফের বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, বিরুধুনগরে প্রাণ হারালেন দু'জন

বিরুধুনগর, ৯ জুলাই ঃ তামিলনাড়ুতে আবারও বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণহানি। মঙ্গলবার বিরুধুনগর জেলার শিবকাশির কাছে আতসবাজির কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন দু'জন। এই বিস্ফোরণে আহতও হয়েছেন দু'জন। দমকল দফতর জানিয়েছে, বিরুধুনগর জেলার শিবাকাশির কাছে একটি আতশবাজি তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণে দু'জন মারা গিয়েছেন এবং আরও দু'জন আহত হয়েছেন। আহতদের শিবকাশি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৪ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ৯ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ২৫ আষাঢ়, চান্দ্রঃ ৩ শ্রীধর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৫ আষাঢ় ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৮ আষাঢ় ১৯৪৬, মৈতৈঃ৩ ইঙেন, আসামঃ২৪ আহার, মুসলিমঃ২-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ০১ঃ২৭ এবং অস্ত.বিকাল ০৬ঃ২২ঃ০৫।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৭ঃ৪৮ঃ৩০(৯) এবং অস্তঃরাত্রি ০৯ঃ০৪ঃ২৩(৯)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃচতুর্থী (রিক্তা) সকাল ঘ ০৬ঃ২৫ঃ০৩ দং ৩২৭৪৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃমঘাকরণঃ বণিজ বিকাল ঘ ০৫ঃ৪০ঃ৪৬ দং ৩১৩৮২.৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃ সিদ্ধিঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ০১ঃ৩৩ থেকে - ০৭ঃ৪১ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ২৮ঃ২৫ থেকে - ১২ঃ০৮ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪২ঃ০৩ থেকে - ০৪ঃ৩৫ঃ২৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ২২ঃ১১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ১০ঃ১১ থেকে - ০২ঃ১১ঃ০৩ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ দিন ০২ঃ৪৮ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ০৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৩৫ঃ২৬ থেকে - ০৫ঃ২৮ঃ৪৮ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ৩০ঃ০৩ থেকে - ০৯ঃ৫৫ঃ১৮ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০১ঃ০১ঃ৫৬ থেকে - ০১ঃ৫৫ঃ১৮ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ০৩ঃ১১ থেকে - ১২ঃ৪৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৬ঃ৪১ঃ৩৭ থেকে - ০৮ঃ২১ঃ৪২ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০১ঃ২১ঃ৫৭ থেকে - ০৩ঃ০২ঃ০১ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৭ঃ৪২ঃ০৬ থেকে - ০৯ঃ০২ঃ০১ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ২২৩২৯১৬ (৭) ২ পদ চন্দ্রঃ ৪৯৩৭৩০ (১০) ৩ পদমঙ্গলঃ০২৫২৮১৬ (২) ৪ পদবুধঃ৩১৫৪৫৩৫ (৮) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৬৩২২১ (৪) ২ পদশুক্রঃ৩৩৩৬৯ (৮) ১ পদশনিঃ ১০২২২২৪৮ (২৫) ১ পদরাহুঃ ১১১৮৫১৩০ (২৭) ১ পদকেতুঃ ৫১৮৫১৩০ (১৩) ৩ পদ শনি বক্রি।লগ্নঃমিথুন রাশি সকাল ০৫ঃ২৯ঃ৫০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সকাল ০৭ঃ৪৫ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৬ঃ৫২ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১২ঃ০৭ঃ০৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি দুপুর ০২ঃ২১ঃ১৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি বিকাল ০৪ঃ৩৬ঃ৫৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৬ঃ৪২ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ২৯ঃ০৯ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি রাত্র ১০ঃ০২ঃ৩৪ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ১১ঃ৩৩ঃ৩৮ পর্যন্ত। মেষ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ১৪ঃ১২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১২ঃ৩৫ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

প্রবল বর্ষণে উত্তরবঙ্গ যখন নাজেহাল, তখন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি। আর এই ঘাটতি মিটছেই না, আগামী কিছু দিনের মধ্যেও না মেটারই সম্ভাবনা। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.১ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৭.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪শতকরা এবং ৬৯শতকরা। জোয়ার- সকাল ৯টায় এবং রাত৯টায়। ভাটা-দুপুর ২টায় এবং রাত ২টায়। সূর্যঃ উদয় ৪ টে ৫৬ মিনিটে এবং অস্ত ৬টা ২২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ নতুন ব্যবসা শুরু করার সুযোগ আসবে, তবে বুঝেশুনে ব্যবসা শুরু করবেন।

বৃষ রাশিঃ শিল্পসত্তার দক্ষতার কারণে প্রশংসিত হতে পারেন।

মিথুন ঃদ্বিমুখী আয়ে সম্ভবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। বাবামায়ো সন্তানের প্রতি সচেতন হোন।

কর্কট রাশি ঃ কর্মপ্রার্থীরা আয়ে নতুন উৎস পাবেন। পরিবারে শুভ অনুষ্ঠান হতে পারে। এই সময় সঞ্চিত অর্থ বৃদ্ধি পাবে।

সিংহ রাশিঃমানসিক চাপ কমবে। অত্যধিক লোভ সম্বরণ করুন। না হলে আগামিদিনে পস্তাতে হতে পারে। ব্যবসায় কর্মচারীর অসততার জন্য লোকসান বৃদ্ধি।

কন্যা রাশি ঃঋণ পরিশোধের ফলে সঞ্চয়ে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

তুলারাশি ঃ বড় ভাইয়েঅনৈতিক কাজকর্মের জন্য আপনার মর্যাদাহানি হতে পারে।।

বৃশ্চিক রাশি ঃঅতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য অর্থ খরচ হতে পারে।

ধনু রাশি ঃ নতুন কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন। শ্বশুরকুল থেকে হঠাৎ কোনও সম্পত্তি হাতে আসতে পারে।

মকর রাশিঃমহিলাদের এই সময় চাকরিতে উন্নতির যোগ লক্ষ্য করা যায়।

কুম্ভ রাশি ঃদীর্ঘদিনের কোনও বিশেষ স্বপ্ন সপ্তাহের অদ্যভাগে পূরণ হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা নতুন উদ্যম নিয়ে কর্মের চেষ্টা করুন।

মীন রাশিঃসন্তানদের কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়র সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের স্বামীস্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় ব্যবসায় উন্নতির যোগ।

জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় অস্ত্র সহ গ্রেফতার এক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৯ জুলাইঃ জয়নগর থানার পুলিশের আবার সাফল্য।জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় অস্ত্র সহ গ্রেফতার এক জনকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার এস আই সায়ন ভট্টাচার্য্য,এ এস আই সোমনাথ শিকদার সহ পুলিশের বিশেষ টিমের তৎপরতায় মঙ্গলবার জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের বিলপাড়া এলাকার বাড়ি থেকে অস্থ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম মোস্তাকিন অরফে ট্যাটু লস্কর, বয়স ২৭ বছর। ধৃতের কাছ থেকে ও ধৃতের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশী ওয়ান সাটার পিস্তল,তিন রাউন্ড কার্তুজ ও তিনটি ক্যাসেট বোমা। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি কি কারনে বেআইনি অস্ত্র নিজের কাছে রেখেছিল আর এগুলো নিয়ে কি কাজে ব্যবহার করতো তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

এর সাথে আর কেউ যুক্ত আছে কিনা তা ও জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা। ধৃতকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতকে চারদিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ।

অঙ্গনওয়াড়ী স্কুলের খিচুড়িতে সরীসৃপ ? চাঞ্চল্য, স্কুলে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ জুলাইঃ মিড-ডে মিলের খিচুড়িতে সরীসৃপ ? এই ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়াল হাওড়ার বাঁকড়ার মুন্সিডাঙ্গার একটি অঙ্গনওয়াড়ী স্কুলে। খবর চাউর হতেই স্কুল চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় অভিভাবকরা। ছুটে আসে বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ। অভিভাবকদের অভিযোগ, মিড-ডে মিলের খাবার এদিন পড়ুয়াদের দেওয়া হয়েছিল। পরিস্থিতি সরোজমিন করতে স্কুলে ছুটে আসে স্বাস্থ্য দফতরের মেডিকেল টিম। নিত্যদিনের মতো এদিনও অঙ্গনওয়াড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল রান্না হয়। যথারীতি খাবার দেওয়া হয়। বাড়িতে সেই খাবার নিয়ে গিয়ে একজন অভিভাবিকা দেখেন খিচুড়িতে সরীসৃপ জাতীয় কিছু পড়ে। তা নজরে আসতেই উত্তেজনা ছড়ায়। অভিভাবিকা সাবিনা বেগম বলেন, আমি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খিচুড়িটা ঢেলেছিলাম। তারপর কিছুটা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। গরম খিচুড়ি

বলে বাকিটা ঠান্ডা করার জন্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ছড়িয়ে দেবার সময়ই দেখতে পাওয়া যায় খিচুড়িতে সরীসৃপ। এই দেখেই খিচুড়িটা নিয়ে এসে দিদিকে দেখাই। অন্য দিনে ভালো খিচুড়ি দেওয়া হয়। আজকেই এরকম ঘটনা ঘটলো।

বউমাকে এভাবে কুপিয়ে হত্যা করলেন প্রবীণ, চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন হেমাংশু

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৯ জুলাই ঃ শনিবার হুগলির ভদ্রেশ্বরে এক প্রবীণের বিরুদ্ধে ঘুমন্ত বউমাকে কাটারি দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল। মিঠু মিত্র নামক ওই বধূর স্বামী বাজার করতে গেলে এই কাণ্ড ঘটান তাঁর বাবা হেমাংশু মিত্র, অভিযোগ এমনটাই। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত হিমাংশু মিত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু, কেন বউমাকে এভাবে কুপিয়ে হত্যা করলেন এই প্রবীণ? চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন হেমাংশু। তিনি বলেন, এই বয়সে আমাকে নিজের জামাকাপড় কাচা থেকে শুরু করে সব কাজ করতে হত। ছেলে একেবারে দেখভাল করত না। পাশাপাশি তাঁর মেয়ের থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন ছেলে। রেলে মোটা বেতনের চাকরি করলেও সেই টাকা ফেরত দেননি ছেলে নীলাংশু, দাবি এই প্রবীণের। ছেলে-বউমা তাঁকে দেখতেন না বলে দাবি করেছেন তিনি। পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের মুখে তিনি বলেন, 'বাড়িতে রাখা শাবল ব্যবহার করেছিলাম।' তাঁর সমস্ত টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ছেলে এবং বউমা, এমনটাও দাবি করেন তিনি। এদিকে বাবার তোলা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ছেলে নীলাংশু। তিনি বলেন, বাবার জন্য নিয়মিত ওষুধ কিনে আনতাম। একজন প্রবীণের এই বয়সে প্রয়োজন, খাবার, ওষুধ, যত্ন আর ভালোবাসা। পাড়ার প্রতিটা মানুষ জানেন আমি বাবাকে এই সমস্ত কিছু দিয়েছি। কোনওদিন অযত্ন করিনি। এখানেই শেষ নয়, তিনি আরও বলেন, 'আমার মনে হয়েছে বাবাকে কেউ প্ররোচিত করেছে। এই নিয়ে তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আপাতত তদন্তের কারণে ওই বাড়িতে আমি থাকতে পারছি না। বাইরে বাইরেই থাকতে হচ্ছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত করছে। আশা করি সত্যিটা প্রকাশ্যে আসবে।' এই প্রসঙ্গে চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন, তদন্ত হচ্ছে। এই নিয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, শনিবার মিঠু মিত্র সকাল আটটা নাগাদ ঘুমোচ্ছিলেন। পাশের রুমে ছিলেন বছর ১০-এর মেয়ে। এদিন ছেলে বাজারে যাওয়ার পরেই হেমাংশু বাড়ির সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেন। এরপর বউমাকে কাটারি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন বলে অভিযোগ।

তাঁর চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা দরজা ভেঙে মিঠুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। নীলাংশুর দাবি, তাঁর সহদোরা বাবাকে নানান সময় উসকানিমূলক কথাবার্তা শোনাত। স্ত্রীর মৃত্যুর দোষীর শাস্তি চেয়েছেন তিনি।

মীমাংসা করতে এসে বহিরাগতদের এনে শ্বশুরবাড়িতে হামলা, পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ

পারিবারিক অশান্তির মীমাংসা করতে এসে শ্বশুরবাড়িতে হামলার অভিযোগ গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। বহিরাগতদের এনে হামলার অভিযোগ। পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ। পারিবারিক অশান্তির মীমাংসা করতে এসে শ্বশুরবাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠলো গৃহবধূর বাপের বাড়ির পরিবারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ভাঙচুর করা হয় বাড়ি, একাধিক গাড়ি, বাইকে। এমনকি, শ্বশুরবাড়ির লোকেদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে। হাওড়ার সাঁকরাইলের শুলাটি সেপাইপাড়ার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্বামীর সাথে পারিবারিক অশান্তির পর বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন গৃহবধূ। এরপর সোমবার রাতে দুই পরিবার বসে মীমাংসার জন্য। সেখানেই দুই পরিবারের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। মাঝপথেই উঠে চলে যান মেয়ের বাড়ির লোকেরা। এর কিছুক্ষণ পরেই লোকজন নিয়ে এসে হামলার

অভিযোগ ওঠে গৃহবধূর বাপের বাড়ির পরিবার ও গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে। মারধরের অভিযোগ ওঠে জুজারসাহ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে আক্রান্ত সাহাবুদ্দিন বলেন, পরিবারের একটা বিবাদ নিয়ে তিনদিন আগে জুজারসাহার উপপ্রধান ফোন করে নিজেকে আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে জানতে চান কি সমস্যা হয়েছে। তখন আমি বিষয়টি ওনাকে জানাই। তখন উনি একদিন বসার প্রস্তাব দেন। সেই প্রস্তাবে আমি সম্মতি দিয়ে জানাই আমাদের বাড়িতে বসা হবে। সোমবার সন্ধ্যায় ফোন করে জানানো হয় তারা আসছেন। সেইমতো গাড়ি করে প্রায় ২২ জন আসেন। বাড়িতে আমি, আমার খুড়তুতো দাদা ছিলাম। কথা বলতে বলতেই ওনার ছোট ভাই এবং খলিল মারধরের হুমকি দেয়। আমার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে তারা। এর প্রতিবাদ করি আমি। তখনই আমাকে ধরে মারধোর শুরু করে। তাদের কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করলেও তারা ধরে ফেলে এবং মারে। আমার বুকে, পেটে লাথি মারে তারা। এরপর হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে লুকিয়ে পড়ি। এরপর দুটো চার চাকার গাড়ি এবং প্রায় ৫০টার মতো বাইকে খলিলের প্রায় দেড়শ থেকে ২০০ লোক এসে ভাঙচুর শুরু করে। ঘরের ৩টে বাইক, ১টা অটো গাড়ি এবং ১টা চারচাকা গাড়ি, ঘরের আলমারি সব ভেঙে দিয়ে গিয়েছে ওরা। আক্রান্ত সাহাবুদ্দিনের আত্মীয় আলিম শেখ বলেন, সকলে মিলে চ্যাঁচামেচি হচ্ছিল। এক সময় শান্ত হয়ে গিয়েছিল। পরে আবার লোক নিয়ে এলে গন্ডগোল শুরু হয়। আমি বলেছি এই সমস্যা যাতে সমাধান হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। সমস্যা সমাধান করার জন্য আমাকে ভাই ডেকেছিল। কিন্তু সেই সমস্যা সমাধান করতে এসে মারামারি হয়। আমি বারে বারে বারণ করেছিলাম যাতে মারপিট না করা হয়। তারপর সত্ত্বেও মারপিট হয়। শুধু তাই নয় প্রায় ২০০ লোক নিয়ে আমার কাকার ছেলের বাড়িতে এসে ঘর ভাঙচুরও করে।

ভবিষ্যতের রেল চালকদের জন্য বিরাট সুখবর

কলকাতা, ৯ জুলাই ঃ কিছুদিন যাবত সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে পূর্ব রেলে ট্রেন চালকের সংখ্যা যথাযথ নয় অর্থাৎ ট্রেন চালকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এই খবর সম্পূর্ণরূপে সত্য নয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক মাসে সমগ্র পূর্ব রেলওয়েতে অন্যান্য কর্মচারীদের মতোই ট্রেন চালকরাও অবসর গ্রহণ করেন, ফলে প্রত্যেক মাসেই নির্দিষ্ট সংখ্যক ট্রেন চালকের পদ খালি হয়ে যায়। তখন প্রয়োজন অনুযায়ী সেই সমস্ত খালি পদগুলিতে নতুন ট্রেন চালকদের নিয়োগ করা হয় বা জুনিয়র চালকদের পদোন্নতির মাধ্যমে খালি পদগুলি পূরণ করা হয় যেমন আগামী আগস্ট মাসে প্রায় ১২৬০ জন ট্রেন চালকের পদোন্নতির মাধ্যমে খালি পদ পূরণ হতে চলেছে। রেলের রিক্রুটমেন্ট এর পদ্ধতি এককালীন অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিত ব্যবধানে (রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড) -এর মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে ট্রেন চালকের পদে নিয়োগ করা হয়। খুব শীঘ্রই সর্বভারতীয় স্তরে প্রায় ১৫০০০ এর অধিক ট্রেন চালকের পদে রিক্রুটমেন্টের ব্যবস্থা হতে চলেছে। ভবিষ্যতের রেল চালকদের কাছে এটি একটি বিরাট সুখবর।

কেন্দ্রীয় ন্যায় সংহিতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৯ জুলাই ঃ জাতীয় চিকিৎসক দিবসের দিন কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন ন্যায় সংহিতার আইন জারির বিরুদ্ধে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ও ছাত্ররা একটি প্রতিবাদ র্যালি করে এবং পাশাপাশি বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক স্বরূপ সাহা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই ন্যায় সংহিতা আইন জারির মাধ্যমে রোগী এবং চিকিৎসকের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ করতে চাইছে। আগে ৩০৪ এ ধারা অনুযায়ী অপারেশনের সময় কোনো রোগী মারা গেলে এবং তার প্রেক্ষিতে অভিযোগ হলে স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিল হেডের তত্ত্বাবধানে তদন্ত হতো। সেক্ষেত্রে চিকিৎসক দোষী সাব্যস্ত হলে দুই বছরের জেল ও জরিমানা হতো। কিন্তু এই পুরাতন আইনকে বদলে কেন্দ্রীয় ন্যায় সংহিতা জারি করলো ১০৬১ আইন। এখন থেকে অপারেশনের সময় বা পরে রোগী মারা গেলে সেটাকে ক্রিমিন্যাল নেগলিজেন্স বিবেচনা করা হবে। পাশাপাশি, অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের আগে চিকিৎসক গ্রেফতার হবেন। তার জেল হবে। সত্যতা প্রমাণ হলে দুই বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর জেল হবে এবং জরিমানা হবে। তাহলে কোনো চিকিৎসক অপারেশন করতে যাবে। কোনো চিকিৎসক রোগী মারতে চান না। চাপের মধ্যে কে অপারেশন করতে যাবে। রামপুরহাটের মতো মফস্বল শহরে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল হয়েছে। এখানে বিনামুল্যে দূরারোগ্য রোগের অপারেশন হয়। এবার সাধারণ মানুষ বাধ্য হবে কর্পোরেট হাসপাতালে যেতে। সেখানে তারা বলবেন, রোগীর বাঁচবার অবস্থায় নেই বলে সরকারি হাসপাতাল অপারেশন করে নি। আগে পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে ফর্ম ভরো।

দোকানে তোলাবাজি, বাধা দিলে ব্যবসায়ীকে মার, ছিনতাই

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ জুলাইঃ দোকানে ঢুকে জোর করে তোলাবাজির অভিযোগ হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে। বাধা দিলে ব্যবসায়ীকে মারধর। আগ্নেয়াস্ত্রের বাঁট ও হাতুড়ি দিয়ে মারধরের অভিযোগ দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে। দোকান থেকেই রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার ব্যবসায়ী ভোলা দাসকে। এই ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় দুস্কৃতী রাজা মালাকারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অভিযুক্ত রাজা, জোর করে দোকানে ঢুকে নিজের ইচ্ছে মতো সামগ্রী নিতে থাকে। বাধা দিলে সে দাবি করে ব্যবসা করতে হলে তাকে বিনামূল্যে জিনিস দিতে হবে। সাঁতরাগাছি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনো পর্যন্ত রাজাকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাওড়ার বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ব্যবসায়ী ভোলা দাস। আক্রান্তের ছেলে গৌরব দাস বলেন, বাবার কাছে একজন এসে জল চায়। জল দিতে গেলে আগ্নেয়াস্ত্র দেখায়। বাবা বুঝতে

পেরে হাত সরিয়ে দেয়। তখনই হাতুড়ি দিয়ে মাথায় একাধিকবার আঘাত করে। আঘাতে গুরুতর জখম হয়। মাথায় আঘাত লাগে। আনুমানিক বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনা শুনে এসে পুলিশে অভিযোগ করে বাবাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দিনেদুপুরে ছিনতাই হল। এর আগে একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। এখানে পুলিশের নজরদারি থাকে তা সত্ত্বেও ঘটলো এমন ঘটনা। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে আছি। গলায় সোনার চেন, সোনার আংটি, ৩টে মোবাইল ফোন এদিন ছিনতাই হয়েছে।

পুলিশের হেফাজতে এক ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র ঢোলা হাট থানা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৯ জুলাইঃ এবার পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন বেধড়ক মারধরের জেরে মৃত্যুর অভিযোগে রণক্ষেত্র থানা চত্বর। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়লো মৃতের পরিবার ও প্রতিবেশীরা। আর স্থানীয়দের বিক্ষোভে রণক্ষেত্রের চেয়ারা নিলো সুন্দরবন পুলিশ জেলার ঢোলাহাট থানা এলাকা। ব্যারিকেড করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা পুলিশের। নামানো হয় র‍্যাফ। ঘটনার সূত্রপাত ৩০ জুন। ওইদিন মৃত আবু সিদ্দিক হালদারের কাকা মহসিন হালদারের বাড়ি থেকে সোনার গয়না চুরি হয়। তিনি পুলিশে অভিযোগ জানান। এর পর ১লা জুলাই ঢোলাহাট থানার পুলিশ মহসিন হালদার ও তাঁর ভাইপো আবু সিদ্দিককে থানায় তুলে নিয়ে যায়। অভিযোগ, মহসিনকে দিয়ে ভাইপোর নামে জোর করে চুরির অভিযোগ লিখিয়ে নেওয়া হয়। এর পর আবু সিদ্দিককে থানায় দফায় দফায় মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ৪ ঠা জুলাই কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় আবু সিদ্দিককে। ওইদিন জামিন পান তিনি। তবে তখন তিনি গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে।

মথুরাপুর গ্রামীন হাসপাতাল, ডায়মন্ড হারবার মহকুমা হাসপাতালের পর তাঁকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতলে ভর্তির চেষ্টা হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় সোমবার ঐ যুবককে পার্কসার্কাসের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। রাত দশটা নাগাদ আবু সিদ্দিক হালদারের মৃত্যু হয়। এর পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের

সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশের অত্যাচারের কারণেই মৃত্যু হয়েছে যুবকের। মঙ্গলবার সকাল থেকে ঢোলাহাট থানার সামনে প্রবল বিক্ষোভ দেখায় উত্তজিত জনতা। রীতিমতো পুলিশকে লক্ষ্য করে জুতো ছোড়েন মহিলারা। বাধা দিতে গিয়ে জনতার সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন পুলিশ আধিকারিকরা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নামানো হয় র‍্যাফ।এ বিষয়ে সুন্দরবন পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও জানিয়েছেন, আদালতে পেশ করার সময় শারীরিক কোনও সমস্যা ছিল না। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে সুন্দরবন জেলা পুলিশ।

চার কক্ষ ও সেমিনার হলের উদ্বোধন

বোলপুর, ৯ জুলাই ঃ তৃণমূল সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের টাকায়, কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের নব নির্মিত চার কক্ষের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী তথা কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি চন্দ্র নাথ সিনহা। পাশাপাশি, এদিন একটি একশো আসনের সেমিনার হলের উদ্বোধনও করা হয়। জানা গেছে, রাজ্য সভার সাংসদ থাকাকালীন শিল্পী যোগেন চৌধুরীর সাংসদ তহবিলের ৫০ লক্ষ টাকায় নবনির্মিত ৪ ক্লাসরুমের কাজ শুরু হয়। তার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর এদিন উদ্বোধন হলো। পাশাপাশি, স্টেট ব্যঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ৯ লক্ষ টাকার সহ যোগিতায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত একশো আসনের একটি ছোট শীততপ নিয়ন্ত্রিত সেমিনার হলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও হলো, বলে জানান কলেজের অধ্যক্ষ মহাদেব দেওয়াসী।

মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, স্কুল কলেজের উন্ননয়নের সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকা, অধ্যাপক, অধ্যপিকাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি কতব্য কঠোর হতে হবে। তবেই ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারায় সমাজের উন্নতি হবে। কলেজ রুম ও সেমিনার হলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে রাজ্যের ক্ষুদ্র মাঝারি ও বস্ত্র দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহর এমন বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ। কলেজের উন্নতি করতে হলে কলেজের অধ্যক্ষকে শক্ত হাতে হাল ধরার পরামর্শ দিলেন মন্ত্রী।

স্বপ্ন ছোঁয়ায় এক কদম এগিয়েও থমকে গেল মাওবাদী নেতার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৯ জুলাই ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের পিএইচডিতে ভর্তির জন্য কাউন্সেলিং এর দিন ছিল মঙ্গলবার। কিন্তু এদিন হঠাৎ অনিবার্য কারন দেখিয়ে ইতিহাস বিভাগে কাউন্সেলিং স্থগিত রাখার বিজ্ঞপ্তি জারি করলো বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ। ফলে অনেক কদম এগিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে থমকে গেল জেলবন্দী মাওবাদী নেতার ইতিহাসে পিএইচডি করার স্বপ্ন। সোমবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় অনির্দিষ্টকালের জন্য তা স্থগিত রাখা হল। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার ইতিহাসের পিএইচডির জন্য মেরিট-বেসড কাউন্সেলিং হচ্ছে না। কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আনঅ্যাভয়েডবল সারকামস্ট্যান্সেস'। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এমন কী ঘটল, যার জন্য ইতিহাসের এই কাউন্সেলিং বন্ধ রাখতে হল? প্রসঙ্গত, এই পিএইচডির প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন জেলবন্দি মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম। মেধার ভিত্তিতে তিনিই অগ্রাধিকার পাবেন এই পিএইচডিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০১০ সালে শিলদা ইএফআর ক্যাম্পে মাওবাদী হামলা হয়। সেই ঘটনায় মাও নেতা কিষেণজির স্নেহভাজন অর্ণব ওরফে বিক্রমের নাম জড়ায়। দোষী সাব্যস্ত হন তিনি, সাজাও পান। সেই অর্ণব জেল থেকেই পিএইচডি করতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন। এরপরই সম্প্রতি ২৫০ জনের সঙ্গে তিনিও পিএইচডি করার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারভিউ দেন। গত সপ্তাহেই রেজাল্ট বেরোয়, তালিকায় প্রথমেই অর্ণব দামের নাম। এদিন ভর্তি হওয়ার কথা ছিল তারও। তবে তার আগে জারি করা হলো এই বিজ্ঞপ্তি।

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের আলিপুরদুয়ারের শাখায় কলস যাত্রার মাধ্যমে আদ্যা মায়ের জল নোনাই নদী থেকে ভক্তমায়েরা আনছেন। কলস যাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন সংঘের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্ট্রী ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই। আগামী ১১ জুলাই বৃহস্পতিবার আদ্যামা সহ রাধাকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণদেবের প্রাণ প্রতিষ্ঠান হোম যজ্ঞও প্রসাদ বিতরণ হবে ভক্তদের মধ্যে।

শিশু চুরির চেষ্টার অভিযোগে গণপিটুনি ক্যানিংয়ে, আটক অভিযুক্ত

ক্যানিং, ৯ জুলাই ঃ পঞ্চম শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীকে রাস্তা থেকে বাইকে করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল সন্দেহভাজন এক যুবক। বিষয়টি সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয় যুবকরা অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে অপরিচিত ঐ যুবকের। এরপরেই অভিযুক্তকে গণপিটুনি দেন স্থানীয়রা। ঘটনায় গুরুতর জখম হলে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার করে অভিযুক্তকে। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের দীঘিরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঠপোল এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, অভিযুক্ত যুবকের বাড়ি নামখানা ব্লকের মন্মথনগর গ্রামে। নাম তাপস মাপা। ক্যানিং দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয়ের ঐ ছাত্রী স্কুল শেষে বাড়ি ফিরছিল একা একা। ফাঁকা রাস্তায় তাকে একা পেয়ে অভিযুক্ত ঐ

ছাত্রীকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে। নাবালিকা রাজি না হওয়ায় জোর করে তার হাত ধরে টানাটানি করতে থাকে অভিযুক্ত। তখন বিষয়টি স্থানীয়দের চোখে পড়ে। তাঁরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে সঠিক উত্তর দিতে পারেনি অভিযুক্ত। সেই কারণে স্থানীয়রা বেধড়ক মারধর করেন অভিযুক্তকে। যদিও অভিযুক্ত যুবকের দাবি নাবালিকাই তার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, বাইকে কিছুটা এগিয়ে দিতে বলেছিল।

সেটা করতে গিয়েই তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। ক্যানিং থানার পুলিশ আপাতত তাপসকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। এই ঘটনায় সোমবার রাতে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার বাবা।

ছাদ হারিয়ে অসহায় মাথায় ছাতির কারিগর শামীম আহমেদ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৯ জুলাইঃ ছাদ হারিয়ে অসহায় বর্ষার ছাতির কারিগর শামীম আহমেদ। বাড়ি রামপুরহাট পুরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের ওল্ড বিডিও অফিসের গলিতে। রামপুরহাট দেশবন্ধু রোডে জেলখানার গা লাগোয়া তিন পুরুষের সাবেকি ছাতার ব্যবসা শামীম আহমেদ পরিবারের। এক সন্ধ্যার মাইকিংয়ে শেষ হয়ে গেল তাদের জাত ব্যবসার ভবিষ্যৎ।

ছোটতে অনেকেই পড়েছে, 'বর্ষাসাথী আমার ছাতি আজকে তুমি নাই, যাচ্ছে ফাটি বুকের ছাতি তোমার শোকে ভাই'। সেই ছাতার সঙ্গে শামীমদের তিন পুরুষের সম্পর্ক সহজে যাবার নয়। নিস্পলক শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে সামীম বলেন, অনেক স্মৃতি এই ব্যবসার সঙ্গে! আমার দাদাজান মহম্মদ সিদ্দিক সেই কবে এই জায়গাই বসে ব্যবসা করতেন। তিনি জে এল ব্যানার্জীর মতো প্রখ্যাত মানুষ দেখেছেন, এই ছাতা সারাইয়ের কাজ করতে করতে। বাবা মহম্মদ মুর্তজার কাছে আসতেন বিদ্যাভবন, হাইস্কুলের সব বিখ্যাত মাস্টাররা। আমিও তখন একটু আধটু কাজ করছি। তাঁরা ছাতা সারাই করতে এসে কত গল্প করতেন। শুনতাম। তেরো বছর বয়েসে বিরানব্বই সাল থেকে এই ব্যবসা করছি। নিখিল স্যার, পার্থ প্রতিম গুহ, রাজেশ মিশ্র অনেকেই আসেন। ছিয়ানব্বই সালে বাবা মারা যান। তারপর পরিবারের বোঝা আমার উপর পড়ে। আমার বত্রিশ বছর কাজ হয়ে গেল। দুটো গ্রুপ লোন করে এই দোকানটা একটু সাজিয়েছিলাম। এখন লোনের প্রিমিয়াম। আবার দোকান নেই। আয় নেই। কী যে করবো! ছাতা সারাইয়ের পাশাপাশি কাপড়ও বিক্রি করছিলাম। শামীম আরও বলেন, আমার পরিবারের দশজন সদস্য। ভাইয়ের সেরকম আয় নেই। তার নিজস্ব পরিবার আছে। বোনকে বিয়ে দেওয়ার পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সেও বাড়িতে থাকে। আমার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ছোট ছেলে ক্লাস ফাইভে পড়ে। মেয়ে দশম শ্রেণিতে পড়ে। শামীমের কথা থামতেই চায় না। বাঁধভাঙা হতাশা নিয়ে বলেন, আমার জিহ্বায় ক্যান্সার। মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়ালে তিন মাস অন্তর চিকিৎসা করতে যায়। যখন যায়, পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার খরচ হয়। দুই একটি জায়গাই আবেদন করেছি। কিন্তু ক্যান্সার রোগী হিসেবে চিকিৎসার জন্য না কেন্দ্র না রাজ্য, কারো সাহায্য পাই নি। শেষ পর্যন্ত পেটের খাবারের জায়গাটাও কেড়ে নিল। পৌরসভা আমাদের ট্রেড লাইসেন্স দিয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগে অনুমতি দিয়েছে। আজ মাথার উপর বড়ো ছাতিটাই নেই। বর্ষার ছাতার মতো মাথার ছাদ হারিয়ে কারো মনের অবস্থা কেমন হয়, তা শামীমকে দেখলেই বোঝা যায়। এখন মাথায় ছাদ না থাকলেও, খোলা আকাশের নীচে ছাতা সারাইয়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসেন। পেটের ভাত যোগার করতে। বিশিষ্ট সমাজসেবী পার্থ প্রতিম গুহ বলেন, পৌরসভার কাছ থেকে ট্রেডিং লাইসেন্স নিয়ে, ট্যাক্স দিয়ে এরা ব্যবসা করছিল। আমরা কোন সভ্য দেশে বাস করছি, যেখানে একজন ক্যান্সার পেশেন্টের প্রতি কোনো দয়া দেখানো হয় না। পুনর্বাসন না করেই তার দোকান ঘর কেড়ে নেওয়া হয়। সবার কাছে আবেদন এই অসহায় মানুষটির পাশে দাঁড়ান। শামীম আহমেদের আরেকটি পরোপকারী গুণ দেখেছি। যখনই কোনো মানুষের রক্তের দরকার পড়েছে, নিজের দোকান বন্ধ করে হাসপাতাল ছুটেছে শামীম।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২২০ সংখ্যা, বুধবার, ২৫ আষাঢ়, ১৪৩১

ভারতীয় ডাক বিভাগ চালু

১৭৫৭ সাল। পলাশীর যুদ্ধ শেষ হল। কোম্পানি, অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিশান উড়ল তামাম বাংলা জুড়ে। ইংরেজ নায়ক ক্লাইভের আনন্দ আর ধরে না। এবার তিনি নজর দিলেন দখল করা দেশের উন্নতির দিকে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল করবার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত ডাক চলাচলের ব্যবস্থাও হল। ওই বছর কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, রাজমহল প্রভৃতি জায়গা পর্যন্ত চিঠি বিলির ব্যবস্থা হয়। ১৭৭৪ সালে ওয়াবেন হেস্টিংস ডাক ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি করেন। ১৭৯৫ সালের ১৩ মার্চ ডাক বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা থেকে বিভিন্ন জায়গায় আড়াইতোলা ওজনের চিঠিপত্র পাঠাবার মাশুল ছিল এই রকম; কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ, শান্তিপুর, ছ'আনা, ব্যারাকপুর, চন্দননগর, এক আনা, রাজমহল, কটক;তিন আনা, মুঙ্গের; চার আনা, চট্টগ্রাম;ছ' আনা, পাটনা,পাঁচ আনা, কাশী সাত আনা, হায়দরাবাদ-বার আনা, মাদ্রাজ; -একটাকা দশ পয়সা, পূনা;এক টাকা চার আনা। ১৭৮৪ সালে কলকাতার ডাকবিভাগ থেকে জানানো হয়;বর্ষার সময় রাস্তাঘাটের অবস্থা দারুন খারাপ থাকে বলে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চারমাস ডাক বিলি বন্ধ থাকবে। ১৭৮৪ সালে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল সি ককটেল জানিয়েছিলেন সাড়ে ন'ইঞ্চি লম্বা চার ইঞ্চি চওড়া বড় মাপের খাম ডাকে পাঠানো চলবে না। প্রত্যেক সোমবার আর বৃহস্পতিবার বড় ডাকঘরে ওই সব খামের চিঠিপত্র নেওয়া হবে। বর্ষার সময় কলকাতা তখন অন্যমূর্তি ধারণ করত। তাই বর্ষাকালে নৌকোয় ডাক বিলির ব্যবস্থা করা হয়। পোস্টমাষ্টার জেনারেল একটা নোটিশ দিয়ে জানান, ডাক পালকিতে যাত্রীও নেওয়া হবে। ১৭৮৪ সালের দোসরা ডিসেম্বর পোস্টমাষ্টার জেনারেল কলকাতা থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে চিঠিপপত্র পাঠানোর ডাকমাশুলের হার ঘোষণা করেন। তখনো ডাক টিকিটের প্রচলন হয়নি। যিনি চিঠি পাঠাতেন তাঁর চিঠি ডাকঘরে ওজন করার পর ডাক মাশুল ধার্য করা হত। ডাক বাহক চিঠির প্রাপকের কাছ থেকে মাশুল নিয়ে চিঠি বিলি করত। ১৭৮৯ সালে কলকাতা থেকে বোম্বাই পর্যন্ত ডাকে চিঠি বিলির ব্যবস্থা হয়। ১৭৯৫ সালে কলকাতা থেকে কোম্পানির কারেন্সি নোট ডাকে পাঠাবার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ব্যবস্থাটা ছিল এই রকম; কেউ টাকা পাঠাতে চাইলে খোলা খামে সেই টাকা ভরে ডাকঘরের কর্মচারীকে দিতেন। তিনি টাকা জমা করে নিয়ে প্রেরককে রসিদ লিখে দিতেন। ডাক মাশুল ধার্য করতেন ডাক বিভাগের কর্মী রিচার্ড অ্যামুটি। তাঁর অফিস ছিল কলকাতার কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে। উন্নত ধরণের ডাক টিকিট চালু হয় ১৮৩৭ সালে। কলকাতার টাঁকশালের কর্নেল ফরবেসের নক্সা অনুযায়ী তালগাছের ছবিওয়ালা 'দু'আনা দামের টিকিট প্রথমে ছাপা হয়। এরপর ইংলণ্ডের দেলারু কোম্পানির কাছ থেকে টিকিট তৈরি হয়ে আসত। ১৮৫৪ সালের মে মাস থেকে ১৮৫৫ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত কলকাতায় ডাকটিকিট ছাপা হয়েছিল ৪,৭৭, ৩২,৪৯৬ খানা।

বিখ্যাত ফরাসি লেখক

গুস্তাভ ফ্লবেয়ার, এমিল জোলা, আলফস দোঁদে-দের উত্তরসূরী বিখ্যাত ফরাসি কবি গল্পকার ও ঔপন্যাসিক গি দ্য মোপাসাঁ। যাকে আধুনিক ছোটগল্পের অন্যতম জনক মনে করা হয়। চাতুর্যপূর্ণ গল্পের প্লট তার লেখার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, যা ও হেনরি এবং সামারসেট মমের মতো লেখককে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। ১৮৮০ সালে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তাঁর সাহিত্যজগতে পদার্পণ। মাত্র এক দশকের সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি তিনশ' ছোট গল্প, ছয়টি উপন্যাস, বেশ কিছু কবিতা এবং তিনটি ভ্রমণকাহিনী লেখেন। তার বিখ্যাত গল্প 'লা পারুর' বা 'দ্য নেকলেস'। দুর্ভাগ্যবশত তারুণ্যের শুরুতেই তিনি সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হন, যা তাঁকে ধীরে ধীরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। ১৮৯৩ সালের আজকের দিনে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন গি দ্য মোপাসাঁ। তাঁর ১২১তম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৮৫০ সালের ৫ আগস্ট ফ্রান্সের নরম্যান্ডির এক মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেন গি দ্য মোপাসাঁ। মায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট অনেকখানিই প্রভাব ফেলেছিল তার উপর। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী লাজুক স্বভাবের। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান বলে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন কিছুটা। ১৮৬৯ সালে মোপাসঁ প্যারিসে আইন বিষয়ে লেখাপড়া শুরু করেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁকে ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধের কারণে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হয় । এরপর ১৮৭২ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত তিনি সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে ফ্রান্সের নৌ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন। ঔপন্যাসিক গি দ্য মোপাসাঁ সর্ম্পকে একটি মজার তথ্য। গি দ্য মোপাসাঁ আইফেল টাওয়ার অপছন্দ করতেন। তবুও তিনি প্রায় প্রতিদিন আইফেল টাওয়ারে অবস্থিত হোটেলে নাশতা করতে যেতেন এই কারণে যে, প্যারিসের একমাত্র এ জায়গা থেকেই আইফেল টাওয়ারটিকে দেখা যায় না। ১৮৮০ সালে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তাঁর সাহিত্যজগতে পদার্পণ। বইটি খুব বেশি জনপ্রিয়তা পাননি। এ সময় প্যারিসের তরুণ সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে 'লেস সভরেস দ্য মাদেন' নামে একটি সাহিত্যিক সঙ্কলন প্রকাশ হয়। সঙ্কলনে তার প্রথম বড় গল্প 'ব্যুল দ্য সুইফ' প্রকাশিত হয়। গল্পে ছিল ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের পটভূমিতে এক পতিতার কাহিনী। 'ব্যুল দ্য সুইফ'সহ তার বেশকিছু গল্প বাংলাদেশে অনুদিত হয়েছে। সাহিত্যের নানান ধারায় কাজ করলেও তিনি ছোটগল্পের জন্য বেশি পরিচিত। তার গল্পে অতিবাস্তবতা, কল্পনা, অতিপ্রাকৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক লক্ষ্যণীয়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

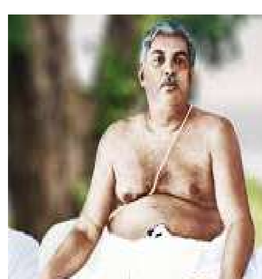

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলছেন, আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে প্রতিটি সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। সবাইকে সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি। সবাই আমার সেবার দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পারবে। সেই শক্তি তার রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আজকে সঙ্ঘের মঠ সারা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল মানব সেবা। সেটা করতে পেরেছিল বলেই আজকে সঞ্চ সঙ্ঘের জনপ্রিয়তা।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ।

পরাধীন যুগে ভারতের সম্মানকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিতে বাংলার চিকিৎসক, বিজ্ঞানী এবং সমাজ সংস্কারক

রবীন্দ্র কুমার শীল

পরাধীন যুগে ভারতের সম্মানকে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিতা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন বাংলার বেশ কয়েকজন বাঙালি বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকেরা। তারা ভারতের সম্মানকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। ভারতের যখন ব্রিটিশ শক্তি এসে প্রবেশ করলো তখন ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। সেখানে শুরু হয়েছে নতুন কলকারখানা থেকে শুরু করে শিক্ষা এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের উচ্চস্তরের অধ্যায়ন। তারই প্রভাব ভারতের ওপরে বিশেষ করে বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানি। তার ফলে কলকাতা থেকে শুরু হয়েছিল বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণ। এই নবজাগরণের ফলে একদিকে শিল্প কলকারখানা যেমন গড়ে উঠতে শুরু করেছিল পাশাপাশি আবার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি লাভ করে। ইংরেজরা আসার ফলে কলকাতা তথা ভারতের ওপরে ব্রিটিশ সভ্যতার প্রভাব পড়তে শুরু করে। আধুনিক ভারত গড়ে তোলার পিছনে ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব পরেক্ষাভাবে কেন প্রত্যক্ষভাবেও কাজ করেছিল। তখন বাংলার মেধাবী ছাত্ররা ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পড়াশুনার সুযোগ অনায়সে পেত। কলকাতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল আন্তর্জাতিক শিক্ষা মানের সম্মানে সম্মানিত। যার ফলে কলকাতা থেকে যেসব মেধাবী বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসরা বিশ্ব দরবারে নাম করেছিলেন তাঁদের শিক্ষার ভিত কিন্তু বাংলা থেকে শুরু হয়েছিল। পরে সেই সব মেধাবী বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকেরা বিলাতে গিয়ে আরও বেশি করে অধ্যায়ন এবং চর্চা করে তাদের অভিজ্ঞতার মান বৃদ্ধি করে। বাংলায় প্রথম বিজ্ঞান চর্চার রাস্তা তৈরি করার স্বপ্ন দেখেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি লিছেছিলেন বাংলায় বহু শাস্ত্র পুবাণ এবং সাহিত্য চর্চা হযেছে । এখন বিজ্ঞান চর্চার পথকে তৈরি করতে হবে। তাঁরই কথার পথ ধরে এগিয়ে এসেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশায়। অক্ষয় কুমার দত্ত প্রথম চেষ্টা করেছিলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পথকে তৈরি করে দেওয়ার। তার জন্য তাঁকে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে। ঠাকুর বাড়িরপ্রধান কর্তা মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সেই পত্রিকার নাম ছিল 'তত্তবোদিনী পত্রিকা'। সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচিত হতো। এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানে জয়যাত্রায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার অবদান কম নয়। আচার্য প্রফুল্ল কুমার রায় রসায়ন বিজ্ঞানের পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মতো রসায়ন বিজ্ঞানী তখন ভারতে বলতে গেলে দুর্লভ। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান গবেষণায় রত ছিলেন। সেখানেই তাঁর গবেষণা কেন্দ্র ছিল। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় আবার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করতেন। তিনি বিপ্লবীদের বোমা তৈরি করার ব্যাপারে তাঁর গবেষণাগারকে ব্যবহার করতে সম্মতি দান করেছিলেন। বাংলার

বিপ্লবী বোমা আন্দোলনের ব্যাপারে ভগিনী নিবেদিতার নাম অতি অবশ্যই করতে হবে। তিনি শুধু বাংলার বিপ্লবীদের সমর্থক ছিলেন শুধু নন, তিনি ভারতের বিজ্ঞান চর্চা যাতে প্রসারিত হতে পারে তার জন্য তিনি আচার্য জগদীশ বোসকে সহায়তা করে গিয়েছেন। বিশ্ব দরবারে আচার্য জগদীশ চন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি ছিলেন আচার্য জগদীশ বোসের উৎসাহীদাত্রী। যখন আটার্য জগদীশ বোস হতাশ হয়েছেন তখন ভগিনী নিবেদিতা এসে তাঁর কাঁধে হাত রেখে তাঁকে নিরাশ হওয়া থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলেন। সুতরাং বাংলার বিজ্ঞান চর্চার কথা বলতে গেলে ভগিনী নিবেদিতার অবদানকে অস্বীকার করা চলবে না। তিনি আবার কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করতে জগদীশ বোসকে আর্থিক সাহায্য থেকে শুরু করে মানসিক শক্তির যোগান দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বলেই জগদীশ চন্দ্র বোস 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজকে সেখান থেকে রয়েক বছর ধরে শয়ে শয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে বিশ্ব দরবারে গিয়ে উপস্থিত হতে পারছে ছাত্ররা। রাজা বাজার সায়েন্স কলেজ বাংলার বিজ্ঞান দরবারে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তারকনাথ পালিত বিজ্ঞান কলেজ কলকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এটা মনে প্রাণে চাইতেন। তাঁর চিন্তার ফসল আজকের রাজা বাজার অঞ্চলে বিজ্ঞান কলেজ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি হলেও তিনি কিন্তু বিজ্ঞান বা চিকিৎসা জগতের থেকে উদাসীন ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বই রচনা করেছিলেন সেই বইটির নাম হচ্ছে 'বিশ্ব পরিচয়'। বাংলা যে বিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব তার পথটাকে তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তিনি বহু বিজ্ঞানীদের নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করে গিয়েছেন। এমনকী তিনি নিজেই হোমিপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। কারমাটাড়ে তিনি সকলের কাছে বিদ্যাসাগর বলে পরিচিত ছিলেন না। সেখানে তিনি চিকিৎসক ঈশ্বর বলে পরিচিতি লাভ করেন। ভেজষ গাছ লাগিয়ে সেখান থেকে ওষুধ নির্মাণ করার পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সেই কারণে কারমাটাড়ে তিনি ভেষজ গাছগাছালি লাগিয়েছিলেন। বিজ্ঞান প্রিয় অক্ষয় কুমার দত্তও নিজের হাতে বহু গাছ লাগিয়েছিলেন। সেই সব গাছের গুনাগুণ তিনি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে প্রকাশ করতেন। তিনি ইংজেরি ভাষার বিজ্ঞানর প্রতিশব্দ বাংলায় তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞানের শব্দগুলিকে বাংলা. প্রতিশব্দ তৈরি করে বাংলার বিজ্ঞান চর্চাকে প্রসারিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও তিনি আবার সুচিকিৎসক ছিলেন। ভারতে স্প্যানিস ফ্লু দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথ একটি টোক্কা তৈরি করে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের খাওয়াতেন এক চামচ করে আর পাশে গ্রামগুলিতে বসবাসকারীদের ঘরে গিয়েও এক চামক টোক্কা দিতেন যাকে স্প্যানিস ফ্লু এসে তাদেরকে আক্রমণ না করতে পারে। ভারতে স্প্যানিস ফ্লুতে এক কোটি কোল মারা গিয়েছিল। করোনাতে মাত্র কয়েক লক্ষ লোক মারায় যায়। কলকাতা বিখ্যাত মানুষ আর জি কর স্প্যানিস ফ্লুতে মারা গিয়েছিলেন। বিজ্ঞান চর্চা এবং চিকিৎসা চর্চা পাশাপাশি চলতে শুরু করে দিয়েছে বাংলার নবজাগরণের সময় থেকে। এর জন্য অতি অবশ্য শিল্প বিপ্লবের প্রভাবকে স্বীকার করে নিতে হবে। বিলাতে শিল্প বিপ্লব না হলে ইংরেজরা ভারতে এসে উপস্থিত হতো না। তারা ভারত থেকে কাচামাল সংগ্রহ করে বিলাতে সরবরাহ করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। কারণ শিল্পগুলিকে চালাতে গেলে কাচা মালের প্রয়োজন। ভারত থেকে সেই কাচা মাল বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হতো জাহাজে করে। ইংরেজা দেখতে পেল যে ভারত থেকে কাচা মাল নিয়ে বিসাতে গেলে বহু সময় লেগে যাচ্ছে। তার ওপরে জাহাজের ওপরে ভরসা করা যায় না। বহু জাহাজ সমুদ্র পথে ভারতীয় পণ্য নিয়ে ডুবে গিয়েছে। তার ফলে সময় মতো কাচা মাল বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারছে না। উৎপাদন ব্যাহত হতে শুরু করেছে। সেই কারণে কলকাতার আশপাশে বিশেষ করে হুগলি, হাওড়া এবং ২৪ পরগনাকে শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো ইংরেজ সরকার। তারা এখানে শিল্প কলকারখানা তৈরি করে একেবারে তৈরি পণ্য নিয়ে ইউরোপের বাজারে গিয়ে উপস্থিত হতে থাকে। তার ফলে বিলাতে আয় বৃদ্ধি হয়। পাশাপাশি ভারতের বিজ্ঞান চর্চা প্রসারিত হতে থাকে। ভারতীয়রা বিজ্ঞান চর্চায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। শুধু বিজ্ঞান চর্চা নয়, পাশাপাশি চিকিৎসা চর্চা বৃদ্ধি লাভ করে। যেসব সাহেবরা কলকাতায় এসে উপস্থিত হতো তাদের এবং বংলার লোকেদের চিকিৎসা করার রাস্তাকে তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। লর্ড ইউলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৭৭৪-১৮৩৯) ১৮৩৫ সালে ২৮ জানুয়ারি তারিখে ৩৫ দফা নিয়মকানুন তৈরি করলেন। ১৮৩৬ সালে ১০ জানুয়ারি কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। কলকাতার ছেলে পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত (১৮০৬-১৮৩৫) মেডিকেল কলেজের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করলেন। তখন তিনি বেতন পেতেন মাত্র ৬০ টাকা। মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করে ভারতের চিৎিসা বিজ্ঞানে একটি বিরল নজির স্থাপন করে দিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ডাক্তার মাউন্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলি। কলকাতা মেডিকেল কলেজ এশিয়ার প্রথম মেডিকেল কলে বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। ১৯৩৫ সালে ২৮ জুনয়ারি ভারতের প্রথম মেডিকেল কলেড 'মেডিকেল কজে বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায়। তামিজ খান নামে একজন মেধাবী ছাত্র মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৬৭ সালে শিয়ালদহে মিউনিসিপ্যালিটিতে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৭৩ সালে এই হাসপাতকালে একটি মেডিকেল স্কুল তৈরি হয়। তৎকালী গর্ভনর জেনারেল ক্যাম্পবেল এর নামানুসারে এই হাসপাতালের নাম হয়েছিল 'ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল' ১৮৭৪ সালে। ১৯৫০ সালে এই হাসপাতালের নামকরণ করা হয় 'নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ'। ডাক্রার মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৫৪-৫৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ১৮৭০ সালে কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কলকাতার ২১০ নম্বর বহু বাজারে প্রতিষ্ঠা করা হল 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স' । এই সংস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি একটি মেকিডেক জার্নাল প্রকাশ করেছিলেন। সেই জার্নালের নাম ছিল 'দ্য ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন'। প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞনীদের ধ্যান ধারনা যাতে প্রকাশ লাভ করতে পারে তার জন্য এই জার্নাল প্রকাশ লাভ করেছিল। ডাক্তার গোপাল চন্দ্র রায় ১৮৬৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এলএমএস পাশ করে চিকিৎসক হলেন। ১৮৬৯ সালে বিলাতে গিয়েছিলেন মেডিকে পরীক্ষা দিতে। ১৮৭২ সালে কলকাতায় ফিরে এলেন। তিনি জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করিয়েছিলেন। ১৮৭২ সলে গোপাল চন্দ্র বর্ধমান জেলার চিকিৎসক পরিদর্শক হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছিলে সেই সময়ে বর্ধমান ফিভার বলে একটি ভাইরাস বর্ধমানের বাসিন্দাদের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি বাংলার অতি জনপ্রিয় পেঁপে ফলকে নিয়ে বগেষণা করে এর উপকারিতা সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করান। মেকিডেল কলেজের আর একজন খ্যাতনামা ছাত্র ছিলেন তাঁর নাম স্যার কেদারনাথ দাস। ১৮৯১ সালে প্রথম সারির চিকিৎসা পত্রিকা দি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল জার্নালে চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি 'মিসড লেবার' নামে নিবদ্ধ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ইডেন হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সর্বভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ১৮৯৪ সালের ২৪-২৯ ডিসেম্বর। এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন নীলতরনত সরকার, লালমাধব মুখার্জি, কানাইলাল দে, কৈলাসচন্দ্র বসু, মহেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, জগবন্ধু বসু, অমূল্যচরণ বসু, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, রাধাগোবিন্দ কর, জহিরুদ্দিন আহমদ, সূর্যকুমার সর্বাধিকারী, চুনীলাল বসু, মন্মথনাথ চ্যাট্টার্জি প্রমুখ বিখ্যাত চিকিৎসকেরা। ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নের ছাত্র আবার তিনি মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। একই সঙ্গে দুটো বিষয়ে পড়াশুনা করেন। ১৮৯৯ সালে তিনি মেডিকেল কলেজ থেকে এলএমএস পাশ করেন। কালাজ্বর সেই সময়ে একটি আতঙ্কগ্রস্ত রোগে পরিণত। উপেন্দ্রনাথ ১৯২২ সালে কালজ্বর প্রতিষেধক 'ইউরিয়া স্টিবামাইন' আবিস্কার করে ফেললেন। তার ফলে কালাজ্বর থেকে মানুষ মুক্তি পেল। বাংলার নবজাগরণ কালে বহু বিশ্ব বিখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকের আবির্ভাব ঘটেছিল।

বারাণসী কড়চা ঃ বারাণসী শাড়ির অবস্থা করুণ

জয়দেব দাস, কাশী

রথের রাশে টান পড়া মাত্রই আমাদের দেশের নানান উৎসবের তোড়-জোড় আরম্ভ হয়ে যায়। বঙ্গ প্রদেশে দুর্গা পূজার খুঁটি পূজার সাথে সাথেই প্রতিমা নির্মাণের জন্য যে কাঠামো প্রয়োজন তাঁর ও নিয়ম মাফিক পূজা বিহিত। এত উৎসব এত আয়জন কিন্তু কথাও যেন বিষাদে সুর বেজেই চলেছে। সেই বিষাদ নিজের সংস্কৃতির প্রতি বাঙালি ক্রমশ বিমুখ হচ্ছে। তাঁদের আচার আচরণ পালটাচ্ছে, সাজ পোষাকেও তাই পরিবর্তন ঘটছে। এক সময় বাড়ির মহিলাদের মধ্যে বেনারসি শাড়ির এক আলাদা মর্যাদা ছিল। এখন আর নেই। ক্রেতার একটা বিরাট অংশের এই শিল্পের প্রতি বিমুখ হয়ে যাওয়ায় তাই বেনারসি শিল্পের অবক্ষয় মনে করা হচ্ছে।

বেনারসি শিল্পের অবক্ষয় তাঁত পরিবারের জন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আগে তাঁতিদের একটানা কাজ থাকত এবং তাঁতি পরিবারের মহিলারা ঝালর, দোপাট্টা, আয়না ইত্যাদি তৈরির কাজ করে প্রতিদিন ষাট-সত্তর টাকা মজুরি পেতেন, এখন এটি অতীতের ঘটনা। এখন তারা যে কাজটি করে তা খুব কম দামে টুকরো টুকরো করে করতে হয় এবং তারা মজুরি হিসাবে প্রতিদিন পাঁচ-দশ টাকা পায়। দারিদ্র্য, মন্দা এবং বেকারত্বের মুখে তাদের পরিবার চালানোর জন্য সংগ্রামরত মহিলাদের উপর নজর দেওয়া প্রয়োজন।

মুনাফা ব্যবস্থা এবং এর নিষ্ঠুর কার্যকারিতা পরিশ্রমের মূল্য এতটাই কমিয়ে দিয়েছে যে তা জানার পর হতবাক হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বারাণসী জেলার কোতোয়া ও ছিতাউনি এলাকায় জুলাহা সম্প্রদায়ের মহিলাদের শ্রমের মূল্য এতটাই কম যে তারা একবেলা নুন-রুটিও খেতে পায় না।

এই নারীদের স্বামীরা তাঁত বা পাওয়ার লুম চালায়। তাঁতের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে এবং মন্দা শাড়ি ব্যবসায় এমন মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে যে তাঁতের মাধ্যমে সংসার চালানো খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। দামি বিদ্যুৎসহ অন্যান্য সমস্যার কারণে বিদ্যুৎচালিত কারিগররাও আর্থিক সংকটে পড়েছেন।

তাঁতি পরিবার থেকে আসা আলিয়া বিবি নকল মুক্তার মালা বানায়। তাদের মতো ছিতাউনি গ্রামের

অনেক তাঁতি পরিবারের মহিলারা এই কাজ করে। সংসার চালাতে যাতে কিছুটা সুবিধা হয় তাই তারা এই কাজ করে। কিন্তু এখান থেকে প্রতি মাসে ১৫০-২০০ টাকার বেশি আয় করতে পারে না। তার মানে তাদের দৈনিক আয় মাত্র পাঁচ থেকে সাত টাকা।

এই বিষয় নিয়ে সমাজ সেবিকা ও সাংবাদিক শ্রীমতী অপর্ণা দিদির সঙ্গে কথা বলি আর তাঁদের দিন জাপনের কথা সুনে হাড় হিম হওয়ার উপক্রম। দিদি বলেন যে ছয় সন্তানের জননী আলিয়া বিবির সাথে তার বাড়িতে দেখা করি, তখন তার কোলে একটি ২ মাসের বাচ্চা, ঘরে বসে সে তার মেয়ে ফাতিমাকে নিয়ে। হাতে তাঁদের তিনটি করে সূঁচ। সেই সূঁচ একটি পাত্রে রাখা লাল পুঁতির মাঝে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল যেন সে তাদের মধ্যে কিছু খুঁজছে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর যখন বের করে আনা হয়, তখন তাতে ছয়-সাতটি পুঁতি আটকে, যেগুলো সুতোয় ঢোকানো হয়। কাজটি অনেকবার করা হয়ে, কিছুক্ষণ পর সুতোয় পুঁতি ভরে গেল। অনায়াসে তার হাত খুব দ্রুত চল ছিল; কাজ যত দ্রুত হবে তত বেশি লাভ। তিনি তিনটি স্ট্র্যান্ডের একটি মালা বানাচ্ছিলেন, যার মাঝখানে একটি পিতলের লকেট রাখছিলেন। এটি কৃত্রিম মঙ্গলসূত্র। সে অন্য কারো মাধ্যমে মালা গাঁথার এই কাজটি বাড়িতে নিয়ে আসে, কিছু আয়ের আশায়। আলেয়া বিবিকে জিজ্ঞেস করলাম, এই কাজ থেকে কত বেতন পান? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এক ডজন মালা তৈরি করে মাত্র পাঁচ টাকা আয় হয়। তার দুই মেয়ের পাশাপাশি তিনি দিনে তিন-চার ডজন মালা বানাতে সক্ষম। এর মানে হল সারাদিন কাজ করে মাত্র ২০ টাকা আয়। তিনজন মিলে এই কাজ করে। এভাবে গড় হিসাব করলে একজন ব্যক্তির আয় প্রায় ৬ টাকা ৬৬ পয়সা।

ছিতাউনি সংলগ্ন কোতোয়ান গ্রামে বসবাসকারী সোনি বানো এক মাসে ১১০ টাকা আয় করেছেন, যা তিনি কাজ পেয়েছেন। শুনতে অবাক লাগে যে কারো মাসিক আয় মাত্র ১১০ টাকা। এটি এমন একটি দেশে যেখানে ডাল ১৭৫ টাকা/কেজি, আটা ৩০ টাকা/কেজি, দুধ ৫০ টাকা/লিটার, তেল ১৮০ টাকা/ লিটার এবং গ্যাস সিলিন্ডার প্রায় ন'শো টাকা। এমন পরিস্থিতিতে, সোনি বানো, যিনি প্রতি মাসে ১১০ টাকা উপার্জন করেন, নিজের জন্য কতটা সামগ্রী কিনতে পারেন তা কল্পনা করুন। সোনি বলেছেন যে তার স্বামী একজন তাঁতি এবং তিনি বাড়িতে থেকে এই কাজ করতে পারেন, অন্য একজনের মাধ্যমে তিনি এই কাজ পান। গ্রামের অনেক নারীকে তিনি কাজ দেন। সনি বানো বলেন, কখনো দুই ডজন আবার কখনো তিন ডজন মালা বানায়। তার মানে তারা দিনে ৪ বা ৬ টাকায় কাজ করে। মজুরি এত কম, তাহলে এত অল্প রোজগারের জন্য সারাদিন কষ্ট করেন কেন ? মুখে মৃদু হাসি এনে সোনি বানো বলেন, পরিবারের সদস্যরা তাঁতে শাড়ি বুনে, কিন্তু এখানে বেনারসি শাড়ির মন্দার পর তারা কয়েক সপ্তাহ কাজ পায় না। পাঁচ সন্তানকে লালন -পালনের দায়িত্ব। আমরা নারীরা ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারি না। এমতাবস্থায় আমরা ঘরে বসেই এই কাজটি করি।

করোনার আগে বেনারসি শাড়ি ও দোপাট্টা ইত্যাদির কাজ খুব ভালো অবস্থায় ছিল এবং আজকের তুলনায় ভালো আয় হতো, কিন্তু করোনার সময় লকডাউনের সময় অনেক তাঁতি খাবারের ব্যবস্থা করতে তাদের তাঁত ইত্যাদি বিক্রি করে দেয়। পরিবারের জন্য। নারীরা যে কাজ পেতেন যেমন দোপাট্টা বানানো ইত্যাদি এখন আর পাওয়া যায় না। এ কারণে নারীরা এত কম মজুরিতে এ কাজ করছেন।

জাইদুন্নিশা বলেন, 'গত ২ বছর ধরে কোনো কাজ বাকি নেই। এতটাই সমস্যা যে একজন ৩ টাকার পান খেতেও চায়। হাতে টাকাও অবশিষ্ট নেই। আগে শাড়ির পল্লুতে (পাড়) ঝালর বানাতো। একটা শাড়ি ও দোপাট্টার জন্য ৫ টাকা পাওয়া যেত। একদিনে বাড়ির সবাই মিলে ৫০টি শাড়ির ঝালর জুড়ে দিত। তিনি বলেন, 'কিন্তু বেনারসি শাড়ির কাজ কমে যাওয়ায় আমরাও কাজ পাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। তারা ঋণ নিয়েছে এবং তা পরিশোধ করতে পারছে না। সুস্থ হওয়া ব্যক্তি এলে সে চিৎকার করে। কয়েকদিন আগে গয়না বিক্রি করে টাকা পরিশোধ করা হলেও তা এখনও শেষ হয়নি। (ক্রমশ)

সম্পাদকীয় সমীপেষু

'ভারত মাতার জয়' ধ্বনি বাংলায়

সাল ১৮৮৮। সুদূর বিলেতে বসে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল। 'দ্য লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প'-এর নাম তখন কিংবদন্তিসম গোটা বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নিজের কাজের জায়গায় বসেই ফ্লোরেন্স শুনলেন এর ভারতীয় বাঙালি তরুণীর কাণ্ডকারখানার কথা; রীতিমতো তাজ্জব হয়ে গেলেন। ভারত সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ নন তিনি; জানেন সেখানকার মেয়েদের কীভাবে জীবন কাটাতে হয়। তাই অবাক হয়ে গেলেন শুনে যে, এই মেয়ে বিয়ে করে, সন্তান ধারণ করেও ডাক্তারি পড়া চালিয়ে যাচ্ছে! শুধু তাই নয়, একটা লেকচারও মিস করেনি। আজ বাদে কাল এই মেয়েটি ডাক্তারি লাইসেন্সও পেয়ে যাবে! তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন নাইটিংগেল। এক ভারতীয় বন্ধুকে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি পাঠিয়ে এর সম্পর্কে জানতে চান। ভারতের তো বটেই, বাংলার ইতিহাসেও এই চিঠিটি একটি দলিল হয়ে থাকবে চিরকাল।

আর জানেন এর পেছনের মানুষটি কে ? তিনি আর কেউ নন, ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর পরিচয় অনেকভাবে দেওয়া যায়। যে সালে জন্মেছিলেন, তখন আরও অনেক কৃতী মানুষ জন্মেছিলেন। ১৮৬১ সালকে মানুষ মনে রেখেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকারের জন্ম সাল হিসেবে। সেই একই বছরেই জন্মেছিলেন কাদম্বিনী। ডাক্তার হিসেবে একের পর এক শিখর অতিক্রম তো করেছেনই; নারীশিক্ষা ও নারী অগ্রগতির অন্যতম পুরোধাও ছিলেন তিনি। বিপদ কি ছিল না তাঁর? কথায় আছে সমস্ত সফল পুরুষের পেছনে একজন নারী আছে। এখানে ব্যাপারটা একটু বিপরীত। কাদম্বিনীর এমন দুর্দম সাহসের পেছনে মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনজন পুরুষ। বাড়ি এবং সমাজে পরিস্থিতি যতই ঘোরালো থাক; পাশে থেকেছেন বাবা এবং পিসতুতো দাদা। আর পরবর্তীতে শিক্ষক তথা স্বামী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তো ছিলেন সহযোদ্ধা। সমাজের বহু তিরস্কার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচার সহ্য করেছেন; কিন্তু দিনের শেষে জয়ী হয়েছেন তারাই। কলকাতা মেডিকেল কলেজের দরজাটা মেয়েদের জন্য খুলে দিয়েছিলেন তিনি। শুধু মেডিকেল কলেজ কেন; দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রেই এটা একটা বড়ো পদক্ষেপ।

ডাক্তারির আগেও একটা বড়ো মুহূর্ত ঘটে গিয়েছিল। ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়'-তে পড়াশোনা শুরু হয় কাদম্বিনীর। তিন বছর পর অবশ্য বিদ্যালয়ের নাম বদলে হয়ে যায় বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়'। তারও বছর দুয়েক পর বেথুন স্কুলের সঙ্গে এটি জুড়ে যায়। এই স্কুল থেকেই কাদম্বিনী এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন। তাঁর এমন কৃতিত্বের খবর পৌঁছে গিয়েছিল খোদ লর্ড লিটনের কাছে। লেডি লিটনের কাছ থেকে পুরস্কারও নেন তিনি। অন্যদিকে এন্ট্রান্সে সফল হয়ে বসেছিলেন চন্দ্রমুখী বসুও। মূলত এই দুজনের জন্যই বেথুন স্কুল পরিবর্তিত হল বেথুন কলেজে। এর আগে এমন ঘটনা বাংলায় ঘটেনি। সমাজে শোরগোল পড়ে যায়। ১৮৮৩ সালে যখন চন্দ্রমুখী পলিটিকাল ইকনোমিক আর কাদম্বিনী অঙ্কে স্নাতক পাস করলেন। বাংলা তো বটেই, গোটা দেশে আলোড়ন পড়ে গেল। ভারতের প্রথম দুই মহিলা গ্র্যাজুয়েট বলে কথা! কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাদম্বিনী-চন্দ্রমুখীকে নিয়ে লিখে ফেললেন আস্ত একটি কবিতাও। সেদিন বেথুন কলেজের ক্যাম্পাস চত্বরে তাঁদের দেখতে এত ভিড় হয়েছিল যে, পুলিশকে লাঠিপেটা করতে হয়েছিল। নিষ্ঠাবান চিকিৎসক ছিলেন কাদম্বিনী।

জরাজীর্ণ ৮১/২ এ ১ এবং ১২ এ ১ ক্রসিং বড়ির রিকণ্ডিশ্বনিং

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৭০-ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৬-০৭-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার নং. ৩২-এপি-I-২০২৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** আলিপুরদুয়ার মণ্ডল অধিক্ষেত্রের অধিনে রোবোটিক ট্রান্সল্যামাটিক টেকনিক ব্যবহার করে জরাজীর্ণ ৮১/২ এ ১ এবং ১২ এ ১ ক্রসিং বড়ির রিকণ্ডিশ্বনিং। **টেণ্ডার রাশিঃ ৪৪,৯৯,১৭৭.৬৮** টাকা। **বায়না রাশিঃ ৯০,০০০/-** টাকা। **ই-টেণ্ডার বন্ধ হবে ২৯-০৭-২০২৪** তারিখের **১৩.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা হবে ২৯-০৭-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সহিত সম্পূর্ণ সবিশেষ **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

OFFICE OF THE
LOCHANPUR GRAM PANCHAYAT
Lochanpur, Islampur, Murshidabad

NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT No.- 01/15th FC(UnTied)/Lochanpur gp/2024-25, 02/15th FC(Tied)/Lochanpur gp/2024-25. E-tender are hereby invited by the, Prodhan, Lochanpur Gram Panchayat,Raninagar-1 Block, Islampur , Msd For the Bonafied and Resourceful Contractors . Last date of Tender Submission 15/07/2024. For Other details Please seen the website http://wbtenders.gov.in

Sd/-Prodhan
Lochanpur GP
Lochanpur
Islampur,Murshidabad.

NOTICE INVITING TENDER

Memo No-78/Maji/15th CFC

E-tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhaman. The last date of tender dropping 16/07/2024. For more details, Please visit the Panchayat office or go to **www.wbtenders.gov.in**

Office of The Matgoda Gram Panchayat
(Under Raipur P.S)
Matgoda, Bankura
eNit Memo-516, 8/7/2024, 517, 8/7/2024 and 518, 8/7/2024,

Pradhan, Matgoda G.P. invites E-tenders from experienced bidders for execution of 12 nos. of works under 15 th CFC (24-25). Last date of application 16/07/2024 up to 12 pm. For more details visit https://wbtenders.gov.in and the office of the Matgoda GP, Block-Raipur, Dist-Bankura.

Sd/- Pradhan
Matgoda Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল মহঃ ইনাম খান, পিতা-মৃত মহঃ কালাম খান, সাকিন-এ ই ১৫৭ কামার ডাঙ্গা বাদামতলা, কোল-২৪ এলাকাস্থিত। প্রকাশ থাকে যে, ১) জয়ন্ত কুমার পাল, ২) দীপক কুমার পাল, ৩) শ্যামসুন্দর পাল, ৪) প্রতিমা পাল, সকলের পিতা-মৃত গোপাল চন্দ্র পাল তাহারা একত্রে ২০.৪.২০২২ তারিখে ডি.এস.আর-২ আলিপুর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪নং বহির ৫১৭৫/২০২২ নং আমমোক্তার দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার সেখ কলিমুদ্দিন, পিতা-মৃত সেখ আমিন হোসেন ওরফে আমিনা হোসেন সেখ মহাশয়ের নিকট হইতে ৬.২.২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর-২ আলিপুর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১ নং বহির ১৬৮০/২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে রামদাসহাটি মৌজাস্থিত আর.এস. ও এল.আর, ১০৯ নং দাগে, এল.আর. ১৪২৬, ১৭০১, ৪০০১, ২২৩১ নং খতিয়ানে আমার উক্ত মক্কেল ১ কাঠা ৩ ছটাক ১০ বর্গফুট জমি খরিদ করিয়া ভোগদখল করিতেছে। উক্ত জমি মিউটেশন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর. ও বেহালা টি.এম ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছে তাহা সকলকে অবগত করাইলাম।

সহিদুল হক
আইনজীবী
আলিপুর পুলিশ কোর্ট,
কালকাতা-২৭

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল যথা ১) সেখ সাবির উদ্দিন, পিতা-মৃত সেখ লোকমান, সাকিন মধ্য মালীপাড়া, কোলকাতা-৬৬, ২) সুলতানা বেগম, স্বামী মহঃ সাহাজাদা, সাকিন ভি-১৮০/১, রেললাইন, কোলকাতা-১৮, ৩) সাবানা বিবি, স্বামী গোলাম মোস্তাফা, সাকিন লক্ষ্যা, পিন-৭২১৬৩২, ৪) তৌফিক আলি কাজী, পিতা-সাজেদ কাজী, সাকিন মধ্য মালীপাড়া, কোলকাতা-৬৬। প্রকাশ থাকে যে, কানখুলি ঘোষপাড়া নিবাসী উদয় শঙ্কর পাল, পিতা-মৃত জলধর পাল বিগত ইংরাজী ৫.১০.২০২৩ তারিখে বেহালা সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ১১৯৯৯ নং আমমোক্তার দলিল বলে নিযুক্তীয় অর্জুন চন্দ্র ঘোষ ও রঘুনাথ ঘোষ, উভয়ের পিতা-মৃত ফকির চন্দ্র ঘোষ, সাকিন-পি-৩৬, আর্কেডিয়া, কোলকাতা-৩৪ আমমোক্তার মহাশয়দ্বয়ের নিকট হইতে বিগত ইংরাজী ২৫.০১.২০২৪ তারিখে বেহালা সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত পাঁচুড় মৌজাস্থিত এল.আর. ১০১৬০ নং খতিয়ানে আর.এস. ও এল.আর, ৩২৩/৯৯৮ নং দাগে আমার ১ নং মক্কেল সাবির উদ্দিন ৭৪১/২০২৪ নং দলিল বলে ১১ ছটাক জমি খরিদ করেন, ২ নং মক্কেল সুলতানা বেগম ৭৪৫/২০২৪ নং দলিল বলে ১ কাঠা জমি খরিদ করেন, ৩ নং মক্কেল সাবানা বিবি ৭৪৬/২০২৪ নং দলিল বলে ১ কাঠা জমি খরিদ করেন, ৪ নং মক্কেল তৌফিক আলি কাজী আর.এস. ও এল.আর, ৩২৩/৯৯৭ নং দাগে ৭৪২/২০২৪ নং দলিল বলে ১/৪ অংশে প্রাপ্ত কমবেশী ১০ ছটাক জমি খরিদ করিয়া সকলে ভোগদখল করিতেছে। উক্ত জমি মিউটেশন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর ও বেহালা টি. এম. ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছে তাহা সকলকে অবগত করাইলাম।

সহিদুল হক
আইনজীবী
আলিপুর পুলিশ কোর্ট,
কালকাতা-২৭

চলন্ত গাড়িতে আগুন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৯ জুলাইঃ যাত্রী বোঝাই চলন্ত গাড়িতে আগুন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে জটেশ্বরে। যদিও ঘটনায় কোন হতাহতের খবর নেই। মঙ্গলবার বিকালে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর চৌপথি সংলগ্ন বীরকিটি সেতু কাছে ঘটনাটি ঘটে। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই গাড়ির চালক।

NAITY GRAM PANCHAYAT

Chanditala Block-II, Dist-Hooghly

Notice inviting Tender no: NIT NO: 338/NGP/2024, dated: 08/07/2024 for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application: FROM 08/07/2024. Last date of submission of Tender: 15/07/2024. Date of Opening of Tender: 17/07/2024. Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.

Sd/- Pradhan, Naity Gram Panchayat

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 517/EO/JLD-II, Dated: 09/07/2024

Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-2(e)/EO/JLD-II/2024-25 dt.09.07.2024,** for 9 nos. scheme (**Tender ID : 2024_ZPHD_709771_1 to 2024_ZPHD_709771_9**), within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **16.07.2024 up to 05-00 am** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

Raghunathpur Gram Panchayat
(Under Serampore- Uttarpara Dev. Block.)
Raghunathpur, Hooghly.
Email-Raghunathpur_srp@rediffmail.com

NIT NO:-001/RGP/2024-2025 (2nd call) Date:- 8/07/2024
Tender ID :- 2024_ZPHD_695773_2
Bid submission end date:-15/07/2024 1:00PM
Bid opening date:-08/07/2024 6:45PM
NIT NO:- 004/RGP/2024-2025 (2nd call) Date:- 8/07/2024
Tender ID :- 2024_ZPHD_702782_3
Bid submission end date:-15/07/2024 1:00PM
Bid opening date:-08/07/2024 6:00PM

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible bidder for online submission for e-tender reference no 495/EO, Singur, Dated:- 05.07.2024 for total 28 nos. Construction & Installation of works within Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly. Last date for the online bid submission is 16/07/2024 up to 06:55 pm & 17/07/2024 up to 09:00 am. Detail will be available at the website: www.wbtenders.gov.in (Tender ID-2024_ZPHD_708505_1 to 28).

Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly

E-TENDER INVITING NOTICE

Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/CGP/54/NIT-04/24-25 Electronic Tenders are hereby invited by the Pradhan,Chamrail Gram Panchayat, Bally Jagacha Block for implementation of Three (03) no. work within Chamrail Gram Panchayat, Howrah. Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in) and Office Notice Board.

Sd/-
Pradhan
Chamrail Gram Panchayat

AUCKLAND JUTE CO LIMITED
(Formerly M/s. Abhisek Jute & Industries Limited)
CIN- U17125WB1991PLC052401
P.O. JAGATDAL, DIST: 24 PARGANAS (N), WEST BENGAL -743125
Phone/Fax: (033) 2581-2757/2581-3795
Email: ail@aucklandjute.com

NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS/REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **33rd Annual General Meeting ("AGM") of Auckland Jute Co. Limited ("the Company")** will be held on **Wednesday, the 31st day of July, 2024 at 12.00 P.M.** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary/Special Business as set out in the Notice of the Thirty third AGM, in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") circular number 14/2020, 17/2020 and 03/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2022 respectively (collectively referred as Applicable Circulars), without the physical presence of the members at the venue.

Electronic Copies of Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24:

In compliance with the applicable Circulars, the Notice of the 33rd AGM and the Annual Report of the Company including financial statements for the financial year 2023-24 along with Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent through electronic mode to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company /Depository Participant(s) on 05th July, 2024. The requirements of sending physical copies of the Notice of 33rd AGM and Annual Report to the Members have been dispensed vide Applicable Circulars.

The Notice of the 33rd AGM and the Annual Report of the Company are also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evotingindia.com.

Participation in AGM through VC / OAVM:

Shareholders can attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only which is being availed by the Company from Central Depository Services (India) Ltd (CDSL), the details of which has been provided by the Company in the Notice of the AGM. Shareholders attending through VC / OVAM shall be counted for the purpose of the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Secretarial Standard No. 2 on General Meetings and the Applicable Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting/e-voting to its Members to cast their votes electronically in respect of the business to be transacted at the AGM as set forth in the notice of 33rd AGM provided by Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 24th July, 2024, may cast their vote electronically. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 24th July, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

The remote e-voting period commences on Sunday, 28th July, 2024 at 09:00 A.M. and ends on Tuesday, 30th July, 2024 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall not be allowed beyond 30th July, 2024 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has been provided in the Notice. Login details for remote e-voting/ e-voting at AGM has been made available to the members on their registered email address. A facility of joining the AGM through VC/OAVM is available through CDSL e-voting portal at www.evotingindia.com. Members are requested to refer to the 33rd AGM Notice for details and procedure for login during the AGM.

Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. the 24th July, 2024, he/she may obtain login id and password by sending a request over at helpdesk.evoting@cdslindia.com mentioning demat account number/ folio number, PAN, name and registered address. Such Members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of 33rd AGM. However, members who are already registered with CDSL for e-voting can use their existing User id and Password for casting their vote through remote e-voting/ e-voting at the AGM.

The facility of e-voting shall be made available at the AGM and members attending the AGM, who have not already cast their vote, may cast their vote electronically on business(es) set forth in Notice. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

Book Closure:

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 25th July, 2024 to Wednesday, 31st July, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice for AGM with respect to instructions for joining the AGM, manner of casting vote etc.

Contact Details:

In case of queries or issues regarding e-voting or attending meeting through VC, the Members may refer to the 'frequently asked questions' and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under 'help' section. The Members may also contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33

For AUCKLAND JUTE CO LIMITED
Sd/-
P K Bothra
[Director]

Date : 09.07.2024
Place: Kolkata

সরকারি জমির উপর তৃণমূলের ব্লক অফিস!

বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ৯ জুলাইঃ সরকারি জমির উপর গড়ে তোলা হয়েছিল তৃণমূল ব্লক অফিস। দখল জমি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। তাই ওই ব্লক অফিস ভেঙে ফেলার জন্য সরকারিভাবে নোটিশ জারি করা হয়েছিল। এবার বুলডোজার দিয়ে গুঁড়ি দেওয়া হল তৃণমূলের সেই পার্টি অফিস। দুর্গাপুরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত সিটি সেন্টারে কাছেই ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের দু'নম্বর ব্লক অফিস। অভিযোগ, সরকারি জমির দখল করে অবৈধভাবে কার্যালয়টি গড়ে তোলা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী সরকারি জমি দখল নিয়ে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলার পরে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ কয়েকদিন আগে এবিষয়ে একটি নোটিশ পাঠায়। এরপর তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা নিজেরাই অফিস থেকে জিনিসপত্র বের করে নেন। মঙ্গলবার অবশেষে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল তৃণমূলের সেই ব্লক অফিস। বিষয়টি নিয়ে দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বলেন, ''নোটিশ পাওয়ার পরেই আমরা নিজেরাই টিনের শেড খুলে দিয়েছিলাম। লোকসভা সহ একাধিক নির্বাচন এই কার্যালয় থেকে পরিচালনা করা হয়েছে।'' এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, কয়েকমাস আগেই আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের জমিতে অবৈধভাবে গড়ে উঠে একটি ক্লাব। আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ সেটিকে ভেঙে ফেলে। কিন্তু ওই সময় তৃণমূলের এই ব্লক অফিস ভাঙেনি তারা। এখন নিজেদের মুখ বাঁচানোর চেষ্ট করছে তৃণমূল।

স্কুলে স্কুলে গিয়ে ক্লাস নিচ্ছে পুলিশ! কারণ জানালেন পূর্ব মেদিনীপুরের এসপি

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৯ জুলাইঃ এবার স্কুলে স্কুলে গিয়ে ক্লাস নিতে শুরু করল পুলিশ। নন্দকুমার থানা এলাকার স্কুলগুলিতে ইতিমধ্যে ক্লাস নিতে শুরু করেছে তারা। কিন্তু কেন? গত কয়েকদিন

ধরে মেদিনীপুর জেলা জুড়ে পথ দুর্ঘটনা, নাবালিকা নিখোঁজ, বাল্যবিবাহ সহ একাধিক অপরাধের ঘটনা বেড়েই চলেছে। ফলে উদ্বিগ্ন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সহ জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কের ট্রাফিক বিভাগ। তাই এমন উদ্যোগ নিয়েছে তারা। মঙ্গলবার দুপুরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার থানা এলাকায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগের উদ্যাগে নন্দকুমার হাইরোড মোড়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে প্রশাসন। এদিন নন্দকুমার মোড়ে সুদৃশ্য ট্যাবলো, ব্যান্ড পার্টি নিয়ে পদযাত্রা করা হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশ সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের সিভিক ভলেন্টিয়াররা এই বর্ণাঢ্য পদযাত্রা অংশ নেন। এই পদযাত্রায় পা মেলাতে দেখা যায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্যকে। জেলার সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ছাতা হেলমেট জ্যাকেট পুলিশ লাইট সহ একাধিক সরঞ্জাম তুলে দেন পুলিশ সুপার। পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য জানান, এক সপ্তাহ ধরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে স্কুলে স্কুলে ট্রাফিক সচেতনতা নিয়ে ক্লাসে পড়াবেন পুলিশ কর্মীরা। নন্দকুমারের বিভিন্ন স্কুলে বাল্যবিবাহরোধে 'স্বয়ংসিদ্ধা' প্রোগ্রাম শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন।

স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড
সিআইএন-এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪২৫২
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১
ওয়েবসাইটঃ www.spotlightvanijya.com, **ই-মেলঃ** kkothari@gmail.com
ফোনঃ (০৩৩) ২২৫৪৩১০০, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৫৪৩১৩০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ৫ই আগস্ট ২০২৪ বিকাল ৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা ৭০০০০১-এ তার নিবন্ধিত অফিসে প্রক্সি ফর্ম, ব্যালট ফর্ম, অ্যাটেনডেন্স স্লিপ এবং বার্ষিক রিপোর্ট সহ, ১২ই জুলাই ২০২৪ শুক্রবার বা তার আগে প্রেরিত হচ্ছে নোটিশে বর্ণিত ব্যবসাগুলি লেনদেন করার জন্য আর্থিক বছর ২০২৩-২৪ শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় ই-মেইল / কুরিয়ারের মাধ্যমে। পূর্বোক্ত এনক্লোজার (সংযুক্তি) সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় অর্থাৎ www.spotlightvanijya.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) হ-ভোটিং ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ১৫, ২০১৪-এর সংশোধিত এবং প্রবিধান ৪৪, ৩০শে জুলাই ২০২৪ মঙ্গলবার পর্যন্ত শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যদেরকে এনএসডিএল দ্বারা প্রদত্ত ইলেকট্রনিক উপায়ে (রিমোট ই-ভোটিং) তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়েছে এজিএমের বিজ্ঞপ্তি। যে কোনো সদস্য, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পর এবং কাটঅফ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি www.evoting.nsdl.com-এ অথবা mdpldc@yahoo.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ২রা আগস্ট, ২০২৪ সকাল ৯:০০ এ শুরু হবে। এবং শেষ হবে রবিবার, ৪ই আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ৫:০০ মিনিটে। ই-ভোটিং মডিউলটি এনএসডিএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সদস্যের দ্বারা একটি রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়া হলে, তাকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। শেয়ারহোল্ডারদের ভোটের অধিকার উল্লিখিত কাট-অফ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে।

ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও সভায় উপলব্ধ করা হবে এবং সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে যদি ই-ভোটিং দ্বারা ভোট দেওয়া হয়, তাহলে শেয়ারহোল্ডাররা এজিএম-এ পোলে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না কিন্তু এজিএম-এ অংশগ্রহণের অধিকারী হবেন। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 'এফএকিউ' এবং www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬-৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯-৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন। অথবা evoting@nsdl.co.in-এ একটি ইমেল পাঠান।

আরও, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১-এর অধীনে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, এতে প্রণীত নিয়মগুলি এবং এসইবিআই-এর রেগুলেশন ৪২ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর সাথে পড়ুন যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই থাকবে। মঙ্গলবার, ৩০শে জুলাই, ২০২৪ থেকে সোমবার, ৫ই আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত বন্ধ (উভয় দিনই)। উল্লিখিত এজিএমের উদ্দেশ্যে।

স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/- (ভিকাশ রজক)
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১০ই জুলাই, ২০২৪

৪০ বছরের সেতুর দাবি পূরণ হয়নি

বর্ষাকালে ক্যানেল জলে পরিপূর্ণ হতেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ জুলাইঃ বছরের অন্য সময় ক্যানেলে তেমন জল না থাকায় ক্যানেলের উপর অস্থায়ী মাটির রাস্তা তৈরি করে সেখান দিয়েই যাতায়াত করে এলাকাবাসী। কিন্তু বর্ষাকালে ক্যানেল জলে পরিপূর্ণ হতেই এলাকা জুড়ে বন্যা পরিস্থিতি। সেতু না থাকায় কার্যত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকা। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা অস্থায়ী একটি বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে জলে পড়ে গিয়ে ঘটছে বিপদ। এদিকে গ্রামে অ্যাম্বুলেন্স না ঢুকতে পারার জন্য বিপাকে পড়ছে প্রসূতি থেকে শুরু করে রোগীরা। ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন প্রায় হাজার হাজার মানুষ। প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে। সেতুর দাবিতে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। ওই পঞ্চায়েত বিরোধীদের দখলে থাকায় প্রশাসন বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে অভিযোগ বিজেপির। পাল্টা সাফাই তৃণমূলের। মঙ্গলবার মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ছোটপারো গ্রামের ঘটনা। ছোট পারো থেকে ভাগ বড়োল পর্যন্ত রয়েছে একটি ক্যানেল। ওই গ্রাম-সহ আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষকে যাতায়াত করতে গেলে ক্যানেলের উপর দিয়েই যেতে হয়। কিন্তু দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে সেতুর দাবি থাকলেও সেই দাবি পূরণ হয়নি। বিধায়ক থেকে সাংসদ প্রত্যেকেই ভোট প্রচারে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু প্রতিশ্রুতিই সার। এদিকে বর্ষা শুরু হতেই কার্যত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে গ্রামগুলি। বছরের অন্য সময় ক্যানেলে জল কম থাকার ফলে অস্থায়ী মাটির রাস্তা তৈরি করে যাতায়াত করে মানুষজন। তবে বর্তমানে ওই ক্যানেল ফুলে ফেঁপে উঠেছে। নেই কোন কালভার্ট। যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। স্থানীয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে একটি অস্থায়ী বাঁশের সেতু তৈরি করা হয়েছে। যদিও সেই সেতুতে রয়েছে একটিমাত্র বাঁশ। যেখান দিয়ে বিপদজনক ভাবে পায়ে হেঁটে চলাচল করছে মানুষজন। অনেকেই ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে ক্যানেলে। ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল যাওয়া কার্যত শিকেই উঠে গেছে। দুইদিন আগেই এক কিশোরী বাঁশের সাঁকো দিয়ে যেতে গিয়ে ক্যানেলে পড়ে যায়। স্থানীয়দের তৎপরতায় রক্ষা পায় তার প্রাণ। এদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে গ্রামে ঢুকতে পারছে না কোন গাড়ি। ঢুকতে পারছে না অ্যাম্বুলেন্স। প্রসূতিদের নিয়ে যেতে পারছে না হাসপাতালে। গ্রামেই হচ্ছে প্রসব। সমস্যায় পড়ছেন অন্যান্য রোগীরাও। তাই এদিন সেতুর দাবিতে তুমুল বিক্ষোভ দেখান লোকেদের, সেই দিকেই তাকিয়ে এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা বাসারাত আলি বলেন, ''এখানে সেতুর দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। প্রচন্ড সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। যাতায়াত করা যাচ্ছে না। ওই সংকীর্ণ সাঁকো দিয়ে যেতে গিয়ে বিপদ হচ্ছে।'' আরেক বিক্ষোভকারী আব্দুল কালাম জানান, ''ভোটের সময় নেতারা গ্রামে আসে। প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। তাই আমরা সেতুর দাবীতে বিক্ষোভ করছি।'' বিক্ষোভকারী গৃহবধূ অলকা দাসের বক্তব্য, ''কোন গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স গ্রামে আসতে

এলাকাবাসী। তাদের দাবি দ্রুত সেতু নির্মাণের কাজ শুরু না হলে আন্দোলন আরো বৃহত্তর হবে। অন্যদিকে সিপিএমের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের অভিযোগ তিনি একাধিকবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু কেউ কোন কাজ করেননি। তুলসিহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এই মুহূর্তে রয়েছে বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম জোটের দখলে। বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের ভোট না থাকার কারণে তৃণমূল এই এলাকায় কোন উন্নয়নমূলক কাজ করছে না। যদিও রাজ্যের মন্ত্রী তথা হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার বিধায়ক তাজমুল হোসেনের দাবি, ''বিক্ষোভের কথা আমার জানা নেই। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি কি ব্যাপার আছে।'' যদিও রাজনীতির এই তরজায় কবে সমস্যার সমাধান হবে ছোট পারোর পারছেনা। প্রসূতিদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামে প্রসব হয়ে যাচ্ছে।'' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আনসারুল হক বলেন, ''এলাকাবাসীর দাবি সম্পূর্ণ সঠিক। কিন্তু আমার পক্ষে তো সেতু করা সম্ভব না। আমি ব্লক প্রশাসনকে এর আগেও জানিয়েছি। বিধায়ক হোক বা সংসদ কেউ কোন কাজ করেনি।'' বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কিষাণ কেডিয়ার অভিযোগ, ওই পঞ্চায়েত বিরোধী জোটের দখলে। তৃণমূল এলাকাগুলোতে ভোট পায়নি। তাই প্রশাসন সেখানে উন্নয়ন করছে না। মানুষকে অসুবিধার মধ্যে রাখছে। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তথা হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার বিধায়ক তাজমুল হোসেন জানান, ''বিষয়টি আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।''

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-IV, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/026/E114/24-25/BUSTEE
Name of the Work: **Repairing of bustee latrine at Ramesh Dutta Street, W.C. Banerjee Street and other places in bustee area in ward no. 26 under BR-IV;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.3,45,981.66;** Earnest Money: **Rs.7,000.00;**

2. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/026/E115/24-25/BUSTEE
Name of the Work: **Repairing of I.P. concrete passage and footpath at Pyari Das Lane, Ramesh Dutta Street and other places in bustee area in ward no. 26 under BR-IV;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.2,98,866.32;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Period of Completion: **40 Days** (for Sl. No. 1 & 2); Last Date & Time of submission of Bid: **16.07.2024 at 11 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2); The Tender wil opened on: **18.07.2024 at 11 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from: **09.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1& 2);

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/048/03/2024-2025
Name of the Work: **Restoration of I.P.S. passage at 100/B P.C. Boral Street, 202/C B.B. Ganguly Street etc. and other different places in ward no. 048;** Estimated Cost: **Rs.2,97,740.78** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Period of Completion: **45 Days;**

2. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/048/02/2024-2025
Name of the Work: **Restoration of paver block footpath at 15 College Street, 172 B.B. Ganguly Street etc. as and where required in ward no. 048;** Estimated Cost: **Rs.2,98,375.00** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Period of Completion: **45 Days;**

3. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/048/01/2024-2025
Name of the Work: **Restoration of footpath and passage at 195 B.B. Ganguly Street, Madangopal Lane etc. in ward no. 048;** Estimated Cost: **Rs.2,98,845.60** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Period of Completion: **45 Days;**

4. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/049/04/2024-2025
Name of the Work: **Restoration of I.P.S. passage and footpath at 17/1, Baithakkhana Road, 7/1, Baithakkhana 1st Lane etc. in ward no. 49, BR-V;** Estimated Cost: **Rs.3,82,154.69** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.8,000.00;** Period of Completion: **60 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **22.07.2024 at 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 4); Date and Time of opening of Tender: **24.07.2024 at 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from: **10.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4);

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EEC/VII/66/53/23-24/B (2nd Call)
Name of the Work: **Repairing of bustee passage near 20, 45, 88 Topsia Road, 3, 4 No. Topsia 1st Lane and surroundings in ward no. 66;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.2,83,335.44;** Earnest Money: **Rs.5,700.00;** Period of Completion: **45 Days;**

2. NIT No.: KMC/EEC/VII/66/4/24-25/D
Name of the Work: **Restoration of road at C N Roy Road, Topsia Road, Kustia Road, P G Road and surrounding areas disturbed by W/S Department in ward no. 66;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.2,90,533.37;** Earnest Money: **Rs.5,900.00;** Period of Completion: **60 Days;**

3. NIT No.: KMC/EEC/VII/56/5/24-25/D
Name of the Work: **Restoration of concrete passages near 9/B Hazra Bagan Lane, 51/E, 20/H/10 Pottery Road, 3, 7/H/38, 7/H/61 Kamardanga Road, 4/2J Convent Lane, 4M, 16 R.N.C Road and its surroundings disturbed by CESC in ward no. 56;** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs.4,88,739.76;** Earnest Money: **Rs.9,800.00;** Period of Completion: **120 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **16.07.2024 up to 12 noon** (for Sl. No. 1 to 3); Tender will be opened on: **19.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from: **05.07.2024 at 6.55 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3);

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/069/08/2024-2025/R
Name of the Work: **Removal of chokage at 40/1, 39 B Beltala Road, 8/1, 8/3 Ahiripukur 1st Lane etc. in ward no. 069;** Estimated Cost: **Rs.2,49,842.53** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.5,000.00;**

2. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/069/09/2024-2025/R
Name of the Work: **Maintenance of sewer line at 39B Beltala Road, 7H/14, 7H/15 Ahiripukur 2nd Lane etc. in ward no. 069;** Estimated Cost: **Rs.2,99,434.71** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.6,000.00;**

3. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/069/07/2024-2025/R
Name of the Work: **Repairs to bustee privies at 39B Beltala Road, 28 Ahiripukur Road etc. in ward no. 069;** Estimated Cost: **Rs.2,99,515.23** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Period of Completion: **120 Days** (for Sl. No. 1 to 3); Last Date & Time of submission of Bid: **22.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 to 3); Date and Time of opening of tender: **24.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from: **12.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3);

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE(C)/XVI/143/056/23-24/BUSTEE
Name of the Work: **Construction of sanitary latrine at 22 Bigha, Kalyannagar and Dhalipara slum area in ward no. 143, under BR-XVI;** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs.4,99,792.51;** Earnest Money: **Rs.10,000.00;** Period of Completion: **30 Days;**

2. NIT No.: KMC/EE(C)/XVI/143/011/24-25/PARK
Name of the Work: **Regular maintenance of KMC Park at Diamond Park, Kalyannagar Park, Friend Society Park and Netaji Park in ward no. 143;** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs.4,57,287.60;** Earnest Money: **Rs.9,200.00;** Period of Completion: **210 Days;**

3. NIT No.: KMC/EE(C)/XVI/125/060/23-24/PARK
Name of the Work: **Maintenance of KMC Park at Satyanarayan Pally Park in ward no. 125, under BR-XVI;** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs.4,34,014.46;** Earnest Money: **Rs.9,000.00;** Period of Completion: **30 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **20.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 to 3); Tender will be opened on: **22.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from: **11.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3);

198/24-25

ভ্রমণ

যুক্তরাজ্যের সর্ববৃহৎ মিঠাজলের হ্রদ টিকিট কেটে যেতে পারেন আপনিও

রেললাইনের দুই পাশে উঁচুনিচু সবুজ তৃণভূমি আর রংবেরঙের গাছপালা। মাঝেমধ্যে ছোট ছোট লোকালয়। দেশের ট্রেনের দুলুনিতে আলাদা একটা রোমাঞ্চ আছে, বিদেশের মসৃণ রেলপথে সেটা বেশ মিস করছি। স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে ছোট ভাই ড. সায়েম আহমেদের সঙ্গে বালেকগামী ট্রেনে চড়ে বসেছি। আমাদের গন্তব্য অবশ্য লক লোমন্ড। লক লোমন্ড শব্দটি স্কটল্যান্ডের গ্যালিক ভাষা থেকে এসেছে। এই ভাষায় লক অর্থ লেক বা হ্রদ আর লোমন্ড অর্থ সুউচ্চ পাহাড়। আয়তনের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের সর্ববৃহৎ মিঠাজলের হ্রদ এই লক লোমন্ড। স্কটল্যান্ডের প্রথম জাতীয় উদ্যান ট্রোসাকসের মধ্যে অবস্থিত লক লোমন্ড তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। আলোকচিত্রী ও ট্র্যাকারদের কাছে রীতিমতো স্বর্গ। ঘণ্টাখানেক চলার পর এ পথের শেষ স্টেশন বালেকে এসে থামল ট্রেন। ছিমছাম ছোট্ট রেলস্টেশন। ঠিক যেন ওয়েস্টার্ন সিনেমায় দেখা কোনো রেলস্টেশন। ছোট্ট প্ল্যাটফর্ম, স্টেশন বিল্ডিং বলতে একতলা ছোট একটি ভবন। স্কটল্যান্ডের যত রেলস্টেশনে গিয়েছি, সবগুলোতেই বেশ বড় ও পুরোনো বিল্ডিং দেখেছি। ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লেগেছে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে হাতের ডানে কয়েক মিনিট হেঁটে বালেক রোডে সুইনিজ ক্রুজ কোম্পানির কাউন্টার। সেখান থেকে ৯০ মিনিটের ক্রুজ ভ্রমণের জন্য ১৫ পাউন্ডের দুটি টিকিট কাটলাম। আধুনিক একটি ক্রুজ। আকারের কারণে ক্রুজ না বলে ফেরি বলাই যুক্তিযুক্ত হবে। নিচতলায় রেস্তোরাঁ ও বসার জায়গা। কুশলাদি বিনিময়ের পর ওপরের তলায় উন্মুক্ত ডেকে চলে গেলাম। সেখানে আগে থেকেই কয়েকজন বসে ছিলেন। তবে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, একেবারে সামনের সিট ফাঁকা পড়ে আছে! সেই সিটে গিয়েই বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্রুজ ছাড়ার ঘোষণা করলেন ক্যাপ্টেন। ছোট নালার মতো লেভেন নদী ধরে ক্রুজ চলতে শুরু করল। দুই পাশে ইয়ট আর স্পিডবোট নোঙর করে রাখা। গ্রীষ্মকালে পর্যটক গমগম করে। এখন কিছুটা ঠান্ডা হওয়ায় পর্যটক কম। লোমন্ড যেখানে শুরু হয়েছে, সেখানেই মনের আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে কিছু হাঁস। তাদের পাশ ঘেঁষে মনের আনন্দে কায়াকিং করছেন কয়েকজন পর্যটক। উত্তরে উঁচু ভূমি আর দক্ষিণে নিচু ভূমির মধ্যে লক লোমন্ডের অবস্থান। লম্বাটে সাইজের লক লোমন্ড লম্বায় প্রায় ৩৬ কিলোমিটার আর প্রস্থে ৮ কিলোমিটার। টলটলে জলের গভীর লেকের ওপর দিয়ে আমাদের ক্রুজ এগিয়ে যাচ্ছে, বিস্তীর্ণ জলভূমির ওপর দিয়ে বয়ে আসা বাতাসের চোটে ঠান্ডাও খানিক বেশি লাগছে। ক্রুজের মাইকে লেকের ইতিহাস আর আশপাশের এলাকা নিয়ে বিস্তারিত জানানো হচ্ছে। স্কটিশ ইংলিশ উচ্চারণ খানিকটা আলাদা, তারপরও ইতিহাস জেনে খুব ভালো লাগছিল। হাতের ডান দিকে কিছুটা উঁচুতে সবুজ তৃণভূমির ঢালে বালেক ক্যাসেল, যাকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে একটি পার্ক। যেখানে শিশুদের সময় কাটানোর অনেক সরঞ্জাম আছে। মাইকে বলল, সেখানে এখন কনসার্টেরও আয়োজন করা হয়।

হালকা ঢেউ কেটে লেকের মাঝ বরাবর চলছিল ক্রুজ, দুই ধারে গাছপালাঘেরা উঁচু পাহাড়িভূমি। পাদদেশে একেবারে লেকের কাছাকাছি হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট আর সুন্দর স্কটিশ গ্রাম। এই লেকের উজানে লাস নামের একটি গ্রাম আছে, গ্রীষ্মকালে সেই গ্রামে পর্যটকদের ভিড় লেগে যায়। লেকের পার হয়ে যায় পুরোদস্তুর 'সমুদ্রসৈকত'। লক লোমন্ড আউটডোর অ্যাকটিভিটির স্বর্গরাজ্য। এখানে অনেক ক্যাম্পিং সাইট রয়েছে, পারমিট নিয়ে সেখানে রাত্রিযাপন করা যায়। ক্যারাভ্যান পার্কিংয়ের জন্যও রয়েছে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে অনেকটা পথ পেরিয়েছে ক্রুজ। ক্রুজের নাক বরাবর অত্যাশ্চর্য সুউচ্চ পাহাড়-পর্বত। স্কটল্যান্ডে তিন হাজার ফুটের বড় পাহাড়কে বলে মুনরো। ট্র্যাকার বা হাইকারদের কাছে এখানকার ৩ হাজার ১৯৬ ফুট উচ্চতার বেন লোমন্ড মুনরো বেশ জনপ্রিয় গন্তব্য। ক্রুজের মাইকে এ রকম আরও অনেক তথ্য জানানো হচ্ছে। অনেকটা সময় ধরে চলার পর ক্রুজটা একটি দ্বীপের কাছে এসে গতি কমাল।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ-এর হাতে ৩ দালাল ও যাত্রীদের সামগ্রী চুরিতে জড়িত ১৭ জন ব্যক্তি আটক

মালিগাঁও, ৯ জুলাই ঃ দালালদের উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে অভিযান চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি ১৬ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই জোনের মধ্যে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আরপিএফ ০৩ জন দালালকে আটক করে এবং তাদের কাছ থেকে ৯৫ হাজার টাকা মূল্যের রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার করে। এই সময়ের মধ্যে যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে সতেরো জন ব্যক্তিকেও আটক করা হয়। এই সময়সীমার মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ-এর দ্বারা ৩ জন দালালকে আটক করা হয়। যখন যেখানে প্রয়োজন হয়েছে তখন সেখানে গভর্মেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) ও স্থানীয় থানার পুলিশ কর্মীদের সাথে নিয়ে অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযানগুলির সময় ৯৫,২১৯.৫৫ টাকা (আনুমানিক) মূল্যের ৩৪টি টিকিট উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে ১৭ জন ব্যক্তিকেও আটক করা হয়। ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রেলওয়ে আইনের প্রাসঙ্গিক ধারার অধীনে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ২৭ জুন, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় রঙিয়ার আরপিএফ টিম অসমের খারুপেটিয়া শহরে অবস্থিত 'এন. এইচ. এন্টারপ্রাইজ'-এ অভিযান চালায়। এই অভিযানের সময় আরপিএফ টিম প্রায় ৫৯,১৯২.১০ টাকা মূল্যের ১৮টি ই-টিকিট উদ্ধার করে এবং এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে একজন দালালকে আটক করে। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য রাঙাপাড়া নর্থে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১৬ জুন, ২০২৪ তারিখে কাটিহারের আরপিএফ টিম কাটিহারের সিপিডিএস টিমের সাথে যৌথভাবে কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে ১৫৯০৯ নং. ট্রেনে অভিযান চালিয়ে তিন জন ব্যক্তিকে আটক করে এবং তাদের কাছ থেকে ৪৫,০০০ টাকা (আনুমানিক) মূল্যের তিনটি চুরির মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। পরে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোন সহ ধৃত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট জিআরপি ইন-চার্জের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রেলওয়ে টিকিটের অকর্তৃত্বশীল ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতি কঠোর নজরদারি রাখার পাশাপাশি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ রেলযাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজের পাশাপাশি রেল ব্যবহারকারীদের পরিষেবা ও সাহায্য প্রদানের জন্য সবসময় প্রস্তুত। ট্রেন যাত্রার সময় যাতে কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় তার জন্য যাত্রীদের উপযুক্ত টিকিটের সাথে ভ্রমণ করার অনুরোধ জানিয়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। রেলের যাত্রীরা ট্রেন যাত্রার সময় কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে ১৩৯ (টোল ফ্রি) নাম্বারে ডায়াল করতে পারেন।

ঝড় হারিকেনে ২৭ লাখের বেশি মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন

ওয়াশিংটন, ৯ জুলাইঃ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় বেরিলের প্রভাবে গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব টেক্সাসে ঝোড়ো হাওয়া ও ভারী বর্ষণ হয়। এতে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। প্লাবিত হয়েছে বিভিন্ন মহাসড়ক। বন্ধ হয়ে গেছে জ্বালানি তেল পরিবহনে ব্যবহৃত বন্দরগুলো। বাতিল হয়েছে ১ হাজার ৩০০টির বেশি ফ্লাইট। বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ২৭ লাখের বেশি মানুষ বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ইউএস ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার জানায়, হারিকেন বেরিলকে আটলান্টিক মহাসাগরে চলতি মৌসুমের প্রথম পাঁচ মাত্রার (অতি বিপজ্জনক) হারিকেন হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। টেক্সাসের উপকূলীয় শহর মাতাগার্দায় আঘাত আনার পর এটি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলে আছড়ে পড়ে বিশালাকৃতির ঢেউ। এরপর হুস্টনে আঘাত করে বেরিল। এ পরিস্থিতি টেক্সাস, লুইজিয়ানা ও আরকান্সে টর্নেডোয় রূপ নিতে পারে। টেক্সাসের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ড্যান প্যাট্রিক বলেন, গতকাল হুস্টনে পৃথক ঘটনায় ঘরের ওপর গাছ ভেঙে পড়ে ৫৩ বছরের এক বৃদ্ধ ও ৭৪ বছরের এক বৃদ্ধা চাপা পড়ে মারা যান। এ ছাড়া পাতালপথ দিয়ে কাজে যাওয়ার সময় জলেতে ডুবে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

দক্ষিন পূর্ব রেলওয়ের রানিং রুমগুলিতে রানিং স্টাফদের জন্য বিশ্বমানের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা

হাওড়া, ৯ জুলাইঃ ট্রেনের সুগম ও সুরক্ষিত চলাচলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত প্রধান দুটি ক্যাটাগরি তথা লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট সহ রানিং রুম স্টাফদের জন্য রানিং রুমগুলিতে সর্বোত্তম সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য দক্ষিন পূর্ব রেলওয়ে সর্বদা একনিষ্ঠ ও আন্তিরকভাবে নিয়োজিত থাকে। দক্ষিন পূর্ব রেলওয়েতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ রানিং রুম রয়েছে। প্রত্যেকটি রানিং রুমে পর্যাপ্ত আয়তনের ২টি করে বেডের সুবিধা রয়েছে। মহিলাদের জন্য ও একই রকম ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ডাইনিং হল যেখানেও পাওয়া যায় ভেজ ও ননভেজ খাওয়ার, পিউরিফায়েড পানীয় জল, ওয়াশিং মেশিন।

প্রত্যেকটি লোক পাইলট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট পাইলটের জন্য শারিরীর সক্ষমতা পরীক্ষার অত্যাধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে। এই সুবিধাগুলি লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটের মতো রানিং স্টাফদের প্রদান করা হয়। যাতে কর্তব্য শেষ হওয়ার পর তাঁরা শারীরিক ও মানসিকভাবে পর্যাপ্ত বিশ্রাম লাভ করেন এবং সতেজ ভাব নিয়ে পুনরায় তাঁদের কর্তব্য শুরু করতে পারেন। এই রানিং রুমগুলি হলো লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটদের জন্য বাড়ি থেকে দূরের বাড়ির মতো। যাত্রীদের জন্য এবং আমাদের দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী নিরাপদে, সময় অনুযায়ী এবং দক্ষভাবে পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটরা প্রায়ই গভীর রাতে এমনকি মধ্য রাতেও নিজেদের কর্তব্য শেষ করেন। তাঁরা যেন উপযুক্ত বিশ্রাম এবং আহার লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যাতে তাঁরা নিজেদের পরবর্তী কাজের সময় সতর্ক ও সতেজ থাকতে পারেন এবং কোনোরূপ বাধা ছাড়া ট্রেনের চলাচল নিশ্চিত করতে পারেন।

দক্ষিন পূর্ব রেলওয়ের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সময়ে সময়ে লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটদের পরিবারবর্গের সাথে বার্তালাপের ব্যবস্থা করা হয়। ট্রেনে তাঁদের কর্তব্য পালনের সময় তাঁদের কাজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা তাঁদের পরিবারের সদস্যারাও যাতে বুঝতে পারেন তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এছাড়া নিয়ম অনুযায়ী লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটরা যাতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম লাভ করতে পারেন তা দক্ষিন পূর্ব রেলওয়ের পক্ষ থেকে সবসময় নিশ্চিত করা হয়।

নাম পরিবর্তন
আমি, Anuj Samir Kothari & Anuj Kothari (পুরাতন নাম) পিতা Samir Kothari, ঠিকানা- 182A, N.S.C. Bose Road, Regent Park S.O. Kolkata, 700040, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 09.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Anuj S Kothari (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Anuj S Kothari (নতুন নাম) এবং Anuj Samir Kothari & Anuj Kothari (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Bishwjeet Ray (পুরাতন নাম) পিতা Late Jay Ram Ray , ঠিকানা- 2/5/1, CHOWBHAGA ROAD, P.S.- TILJALA, KOLKATA- 700039, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 05.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Biswajit Ray (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Biswajit Ray (নতুন নাম) এবং Bishwjeet Ray (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, সেখ জাহেরুল ইসলাম (Sekh Jaherul Islam, and Sk Jaherul Islam) পিতা সেখ নুরুল ইসলাম (Sekh Nurul Islam) ঠিকানা গ্রাম- মেটেখোল মোল্লার চক পোলধার, পোস্ট- ভগবতীপুর, থানা- চন্ডীতলা, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-712701, গত 23/08/2023 তারিখে শ্রীরামপুর কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের 9023 নাম্বার এফিডেভিট দ্বারা জাহেরুল ইসলাম সেখ (Jaherul Islam Sekh) নামে পরিচিত হইল। জাহেরুল ইসলাম সেখ এবং সেখ জাহেরুল ইসলাম সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Shekh Mehedin (পুরাতন নাম) পিতা Iyadur Shekh, ঠিকানা-Vill.- Itinda, P.O.- Itinda, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743292, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 09.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mehedin Rahaman Shekh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mehedin Rahaman Shekh (নতুন নাম) এবং Shekh Mehedin (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Pradeep Pathak (পুরাতন নাম) পিতা Surendra Nath Pathak , ঠিকানা- G 16/7, Rabindra Pally, Baguiati, Rajarhat Gopalpur (m), Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700059, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 09.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Pradeep Kumar Pathak (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Pradeep Kumar Pathak (নতুন নাম) এবং Pradeep Pathak (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Dinesh Mandal পিতা Dilip Kumar Mandal , ঘোষণা করছি যে আমার ছেলে নাম Ritu Dinesh Mandal (পুরাতন নাম), ঠিকানা- T-33, Flat-2A, Genexx Valley, Joka, Kolkata- 700104, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 09.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার ছেলে নাম এখন থেকে Ritu Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ritu Mandal (নতুন নাম) এবং Ritu Dinesh Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন
আমি, Abul Qais Khan (পুরাতন নাম) পিতা Abdul Quddus Khan , ঠিকানা- F61/A, Ata Bagh Lane, Garden Reach, Kolkata- 700024, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 09.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Abul Qais (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Abul Qais (নতুন নাম) এবং Abul Qais Khan (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Pankhuri Paul (পুরাতন নাম) স্বামী Prodyut Paul, ঠিকানা- 50, Sonali Park, Bordi Apartment, P.O.- Garia, P.S.- Bansdroni, Kolkata- 700084, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 09.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Pankhuri Jain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Pankhuri Jain (নতুন নাম) এবং Pankhuri Paul (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Abdur Rajjak Sekh (পুরাতন নাম) পিতা Late Sk Lal Ahammed , ঠিকানা- VILL-HARIHARPUR,PO-SOLADANA,PS-BASIRHAT,NORTH 24 PARGANAS,PIN-743429, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 05.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sk Abdur Rajjak (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sk Abdur Rajjak (নতুন নাম) এবং Abdur Rajjak Sekh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Alamin Sekh (পুরাতন নাম) পিতা Sk Abdur Rajjak , ঠিকানা- VILL-HARIHARPUR,PO-SOLADANA,PS-BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS,PIN-743429, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 05.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sk Al Amin (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sk Al Amin (নতুন নাম) এবং Alamin Sekh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I NITYA SARKAR, S/O NIRAD SARKAR, R/O SHANKARPUR UTTAR DHANTALA, NADIA-741202, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOPAL SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024, THAT NITYA SARKAR AND GOPAL SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD SAHAJAN ALI, S/O SHARIFUL ISLAM, R/O NUNEATI PARA, SOHAI DEGANGA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743423, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHAJAN MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024, THAT MD SAHAJAN ALI AND SAHAJAN MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MANOJ DAGA, S/O MAHAL CHAND DAGA, R/O ANAND BHAVAN, 66/1, ARIVANDA ROAD, 5TH FLOOR, FLAT NO 9, SALKIA, HOWRAH -711106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANOJ KUMAR DAGA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/08/2024, THAT MANOJ KUMAR DAGA AND MANOJ DAGA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RAKESH KUMAR DALMIA, S/O BISHAN DAYAL DALMIA, R/O 247, G T ROAD, LILUAH, BALLY, HOWRAH - 711204, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAKESH DALMIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/07/2024, THAT RAKESH KUMAR DALMIA AND RAKESH DALMIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I K AMBALIKA BISWAS, & AMBALIKA BISWAS K , D/O JAYANTA KUMAR BISWAS, R/O 27, M M GHOSH LANE, PATRA MARKET, PO KRISHNAGAR, NADIA-741101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMBALIKA BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/07/2024, THAT K AMBALIKA BISWAS & AMBALIKA BISWAS K AND AMBALIKA BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I AMIT AGARWAL, S/O RAMANAND AGARWAL, R/O 309, DUMDUM PARK, BANGUR, SOUTH DUMDUM, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700055, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMIT KUMAR AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/07/2024, THAT AMIT AGARWAL AND AMIT KUMAR AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,LAXMI SHAW, DAUGHTER OF LATE SUKUMAR SHAW@SUKUMAR JAISWAL, RESIDING AT BLOCK-21,FLAT-8,17 BAGMARI LANE,BRS-10,MANICKTALA FIRE STATION, KOLKATA -700054,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LAXMI JAISWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD METROPOLITAN MAGISTRATE 1ST CLASS AT KOLKATA ON 05/07/2024.THAT LAXMI SHAW AND LAXMI JAISWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SUKLA PAUL, W/O BISWAJIT PAUL, R/O 1NO BIJOY NAGAR, PO NAIHATI, PS NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743165, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUKLA PAUL SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/07/2024, THAT SUKLA PAUL AND SUKLA PAUL SAHA, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANJITA SAHA, W/O NANTU SAHA, R/O 48, J N SARKAR STREET, BIDHANNAGAR, PS LAKE TOWN, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700048, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANCHITA SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/07/2024, THAT SANJITA SAHA AND SANCHITA SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I BARUN PAUL, S/O ASHOKE KUMAR PAUL, R/O 58/1, DR JIBAN RATAN DHAR ROAD, PS DUMDUM, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700028, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BARUN KUMAR PAUL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/07/2024, THAT BARUN PAUL AND BARUN KUMAR PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Akbal Mahahad Khan (old name) S/O Md Nijamuddin, residing at Mallickpur Ganima Road, P.O.- Mallickpore, Baruipur, 700145, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ekbal Ahmed (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/07/2024. Ekbal Ahmed (new name) and Akbal Mahahad Khan (old name) both are same identical person.

Name Change
I ARVIND KUMAR JHA S/O BHARAT JHA,R/O 89/109, VIVEKANANDA ROAD,BANGUR PARK,PENGUIN PLAZA, RISHRA, HOOGHLY-712248, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARVIND JHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/07/2024,THAT ARVIND KUMAR JHA AND ARVIND JHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I , Rogina Mallick W/O- Sohel Samad Mallick resident of Vill- Bandutia, P.O.- Irkona, P.S.- Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713428, have changed my name and shall henceforth be known as 'ROJINA MALLICK' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 04/07/2024. That Rogina Mallick and Rojina Mallick both are same and one identical person.

Name Change
I AJAYA NAYAK, S/O LATE PRAHLAD NAYAK, R/O 2/37/C, VIDYASAGAR COLONY, NAKTALA, KOLKATA - 700047, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJAY KUMAR NAYAK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 26/06/2024, THAT AJAY KUMAR NAYAK AND AJAYA NAYAK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANKAR BOSE & SANKAR PRASAD BOSE, S/O LATE ABANI RANJAN BOSE, R/O MALIKAPUR, RAJPUR SONARPUR (M), SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700149, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANKAR PROSAD BOSE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/07/2024, THAT SANKAR BOSE & SANKAR PRASAD BOSE AND SANKAR PROSAD BOSE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RAJIBUDDIN AHAMED, S/O MD ACHIR AHAMED, R/O VILL-TEGHORIA,PO-GOLABARI BAZAR, PS-SHASAN, NORTH 24 PARGANAS, 743423, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJIBUDDIN AHAMED,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/07/2024,THAT MD RAJIBUDDIN AHAMED AND RAJIBUDDIN AHAMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD MANSOOR ALAM , S/O LATE NAZIR HUSSAIN, RESIDING AT 19,MOFIDUL ISLAM LANE,KOLKATA-700014, WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED MANSOOR ALAM AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/07/2024. THAT MD MANSOOR ALAM,MOHAMMED MANSOOR ALAM AND MOHAMMED MANSOOR ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change
I AMRITA CHAKRABARTI, W/O SAIBAL CHAKRABORTY, R/O DA-26, DA-BLOCK, SALT LAKE, PS BIDHANNAGAR NORTH, BIDHANNAGAR, PIN-700064, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMRITA CHAKRABORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/07/2024, THAT AMRITA CHAKRABARTI AND AMRITA CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD MANSOOR ALAM , S/O LATE NAZIR HUSSAIN, RESIDING AT 19, MAFIDUL ISLAM LANE, KOLKATA-700014, WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED MANSOOR ALAM AS DECLARED BEFORE THE KOLKATA VIDE AFFIDAVIT NO 24 THAT MD MANSOOR ALAM,MOHAMMED MANSOOR ALAM AND MOHAMMED MANSOOR ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change
I AKCHIR AHAMED, S/O LATE HAZI ANWAR ALI, R/O VILL-TEGHORIA, PO-GOLABARI BAZAR, PS-SHASAN, NORTH 24 PARGANAS, 743423, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ACHIR AHAMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/07/2024, THAT AKCHIR AHAMED AND MD ACHIR AHAMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, SABAD ALI SK, SON OF LATE MAHIRUDDIN SEIKH, RESIDING AT VILL-JALAHATI, PO-SAMUDRAGARH, PS-NADANGHAT, PURBA BARDHAMAN -713519, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAPAD ALI SK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/07/2024.THAT SABAD ALI SK AND SAPAD ALI SK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I DALI MALLICK, W/O SANTOSH MALLICK, R/O RABINDRA PALLY MAIN ROAD, TITAGARH, NONACHANDAN PUKUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700122, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DALIM MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/07/2024, THAT DALI MALLICK AND DALIM MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি Shib Shankar Jaiswal (পুরাতন নাম) পিতা Ram Nihor Jaiswal ঠিকানা 84C, Satin Sen Sarani, Maniktala Main Road, Kolkata-700054 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 09-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shiva Shankar Jaiswal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shiva Shankar Jaiswal (নতুন নাম) ও Shib Shankar Jaiswal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন
আমি Parikshit Meur (পুরাতন নাম) পিতা Biswajit Meur ঠিকানা 12/12, Fern Road, Jagadbandhu Institution, P.S.-Gariahat, Kolkata-700019 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 09-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Parikshit Mayur (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Parikshit Mayur (নতুন নাম) ও Parikshit Meur (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Sudhir Kumar Bagchi (পুরাতন নাম) পিতা Satish Bagchi ঠিকানা .Vill. & P.O.-Salua, P.S.-Baduria, North 24 Parganas-743247 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 09-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sudhir Bagchi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sudhir Bagchi (নতুন নাম) ও Sudhir Kumar Bagchi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Pankaj Biswas পিতা Late Jitendra Nath Biswas (Date of Death: 18-01-2017) ঠিকানা Hari Tala, VTC- Paschim Harindanga, P.O.- Haritala, Dist.- Nadia, W.B- 741502, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 05-07-2024 এর Affidavit দ্বারা যে আমার মৃত বাবা আগে পরিচিত ছিল Jitendra Nath Bala (Old Name) এখন থেকে Jitendra Nath Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হবে । আমার মৃত বাবা Jitendra Nath Biswas (নতুন নাম) ও Jitendra Nath Bala (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

NAME CHANGE
I, Amit Kumar Roy, S/o Late Harendra Nath Roy, **R/o 4/2A, Satish Mukherjee Road, P.S.: Tollygunge, Kolkata- 700026,WB,** shall henceforth be known as **Amit Roy** as declared before 1st Class Judicial Magistrate, Alipore vide affidavit no.: 27121 Dated 29.04.2024. **Amit Kumar Roy & Amit Roy** are same and identical person.

Name Change
I, MD. NASIM ANSARI Residing of 56, Cowies Ghat Road, P.O & P.S - Shibpur, Dist - Howrah, Pin- 711102 West Bengal, India do hereby Solemnly affirm & declaring my actual name MD. NASIM ANSARI instead of NASIM ANSARI which is wrongly recorded in my Son's School Certificate of WBBSE, vide an Affidavit sworn before the Notary Public at Howrah Court on 08/07/2024 . MD.NASIM ANSARI and NASIM ANSARI both are Same and one Identical person.

Name Change
I, KALLOL MUKHOPADHYAY F/o KANDARPA KANTI MUKHERJEE resident of Vill-Purba Narayanpur, PO-Bhastara, P.S.-Gurap, Dist.-Hooghly, Pin-712303 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name KALLOL MUKHOPADHYAY instead of KALLOL MUKHERJEE, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Kolkata on 02/07/2024. KALLOL MUKHOPADHYAY and KALLOL MUKHERJEE both are same and one identical person.

Name Change
I, PARAMITA MUKHOPADHYAY W/o KALLOL MUKHOPADHYAY resident of Vill-Purba Narayanpur, PO-Bhastara, P.S.-Gurap, Dist.-Hooghly, Pin-712303 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name PARAMITA MUKHOPADHYAY instead of PARAMITA MUKHERJEE, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Kolkata on 02/07/2024. PARAMITA MUKHOPADHYAY and PARAMITA MUKHERJEE both are same and one identical person.

Name Change
I, Mofijul Islam S/o. Kachimoddin Molla R/o. Vill. – Uttarbhag, P.O.- Ramnagar, P.S.- Baruipur, Dist. – 24 Pgs. (S), Pin-743387 shall henceforth be known as Hasem Ali Molla. I declare that Hasem Ali Molla and Mofijul Islam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-07-2024.

Name Change
I, Manjila Bagum W/o. Salim Sk R/o. Khiristola, Subhas Gram, P.O. - Subhas Gram, P.S. - Baruipur, Dist. - 24 Pgs. (S), Pin-700147 shall henceforth be known as Monjila Begum. I declare that Monjila Begum and Manjila Bagum is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-07-2024.

Name Change
I, Hannanaa Ali Selh S/o. Channat Sekh R/o. Vill- Mahatpur, P.O.- Mahatpur, P.S.- Chapra, Dist. – Nadia, Pin- 741164 shall henceforth be known as Hannan Ali Sekh. I declare that Hannan Ali Sekh and Hannanaa Ali Selh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-07-2024.

Name Change
I, Chiranjit Mondol S/o. Hira Mondal R/o. Vill- Arangsarisha, P.O.- Dompukur, P.S.- Chapra, Dist.- Nadia, Pin- 741123 shall henceforth be known as Chiranjit Mondol Mondal. I declare that Chiranjit Mondol Mondal and Chiranjit Mondol is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 09-07-2024.

কোচবিহারে পাইলট প্রোজেক্ট, হেপাটাইটিস-বি পরীক্ষায় জোর

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৯ জুলাই ঃ কোচবিহারকে পাইলট জেলা করে হেপাটাইটিস-বি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের চারটি জেলাকে পাইলট হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের একমাত্র কোচবিহার জেলা রয়েছে। জেলার হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে যে কোনও রোগের রক্ত পরীক্ষার জন্য গেলেই সেখানে হেপাটাইটিস-বি'র পরীক্ষা করে নেওয়া হচ্ছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুকান্ত বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'রোগ চিহ্নিত করে রোগ নিয়ন্ত্রণ করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সেজন্য পরীক্ষার সংখ্যা অনেক বা।ানো হয়েছে। সাধারণ মানুষকে এই রোগ নিয়ে সচেতনও করা হচ্ছে।' চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হেপাটাইটিস-বি রোগ হলে প্রথম অবস্থায় তা খুব একটা

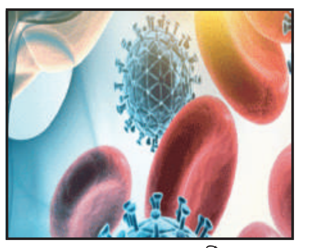

বোঝা যায় না। পরবর্তীতে যকৃ সম্পর্কিত সমস্যা, ক্লান্তি, পেটব্যথা, জন্ডিস নানা উপসর্গ দেখা যেতে পারে। মায়ের এই রোগ থাকলে শিশুরও এই রোগ হতে পারে। প্রথম অবস্থায় এই রোগ চিহ্নিতকরণের উপরেই জোর দিচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ২০২২-'২৩ সালে জেলায় মোট ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৭০৪ জনের হেপাটাইসিস-বি রোগের পরীক্ষা করা হয়েছিল। তার মধ্যে ০.৫৬ শতাংশ রোগীর পজিটিভ ধরা পড়ে। ২০২৩-'২৪ সালে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৮৫৬ জনের পরীক্ষা করা হলে দেখা যায় তার মধ্যে ০.৪১ শতাংশ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। অসংরক্ষিত যৌন মিলন, সেলুনে অন্যের ব্যবহার করা ব্লেড, অন্যের ব্যবহৃত সুচ দিয়ে ট্যাটু করার কারণে এই রোগ ছড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার কথা বলেছেন চিকিৎসকরা। স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, কোচবিহারকে পাইলট প্রোজেক্ট করায় এখানে কীভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে তা রাজ্য স্তরে তুলে ধরা হবে। পরীক্ষার সংখ্যা বা।ানোর জন্য যৌনপল্লি, সংশোধনাগারগুলিতে মাঝেমধ্যেই হেপাটাইসিস-বি'র পরীক্ষা করা হয়। প্রাথমিকভাবে পজিটিভ ধরা প।লে সংশ্লিষ্ট রোগীর আরও কিছু পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রোগীদের নিয়মিত পরীক্ষা চলে বলে কর্তৃপক্ষের দাবি। রোগ চিহ্নিত হলে নিয়ম মেনে চিকিৎসা করা হয়।

উপার্জনের দিশা দেখাচ্ছে কর্মশ্রী, কাজ পেলেন উত্তরবঙ্গের আট লক্ষ জব কার্ডধারী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৯ জুলাই ঃ কর্মশ্রী প্রকল্পে উত্তরবঙ্গের মানুষকে কাজ দিল রাজ্য সরকার। জানা গিয়েছে, প্রায় আট জেলার এক লক্ষেরও বেশি মানুষকে সরকার এ৷ কাজ দিয়েছে। মূলত একশো দিনের কাজের যাঁদের জব কার্ড রয়েছে, তাঁরা এই কাজ পাচ্ছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। ইতিমধ্যে ১৩০ কোটি টাকার উপর মজুরি হিসেবে দেওয়া হয়েছে। কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা জানান, '১০০ দিনের জব কার্ড যাঁদের রয়েছে, রাজ্য সরকারের নির্দেশমতো তাঁদের বিভিন্ন দপ্তর থেকে কাজ দেওয়া হয়েছে।'একশো দিনের কাজ এই রাজ্যে দুই বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকার একশো দিনের কাজের শ্রমিকদের বকেয়া টাকা দিয়েছেন। এখন তাঁদের কাজ দিচ্ছে রাজ্য। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর তার নির্দেশে বলেছে, পূর্ত থেকে জেলা পরিষদ, সংখ্যালঘু, সেচ, বিভিন্ন উন্নয়ন দপ্তর, সব জায়গাতেই সরকারি প্রকল্পে জব কার্ডধারীদের কাজে নিতে হবে। তাঁরা বছরে পঞ্চাশদিন করে কাজ করবেন। টানা ১৪ দিন করে একজন কাজ পাবেন। যে এজেন্সি কাজের বরাত পাবে, তাদের ওয়ার্ক অর্ডারে জব কার্ডধারীদের নেওয়ার বিষয়টি বাধ্যতামূলক লেখা থাকবে। কাজ শুরুর আগে কোন এলাকায় কাজ, কতজন, কতদিন কাজ করবেন ইত্যাদি জানিয়ে একশো দিনের নোডালের কাছে নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটে আবেদন করতে হচ্ছে। এরপর বিডিওর কাছে সেই তথ্য যাচ্ছে। বিডিও তাঁর ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনকে তথ্যগুলো পাঠাচ্ছেন। অন্যদিকে, জব কার্ডধারীরাও কর্মশ্রীর আবেদনপত্রে আবেদন করছে গ্রাম পঞ্চায়েতে। সেখান থেকে তাঁদের কাজ দেওয়া হচ্ছে। আবার যে এজেন্সি কাজ করাচ্ছে, তাঁরা মাস্টার রোলে শ্রমিকদের মজুরি দিচ্ছেন। কোচবিহারে ১৮টি দপ্তর থেকে ১৪,৭৬০ জন জব কার্ডধারীকে কাজ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা গড়ে ৫২ দিন করে কাজ করেছেন। মজুরি পেয়েছেন ১৮ কোটি ৯৯ লক্ষ ৫ হাজার ৬৭৩ টাকা। আলিপুরদুয়ারে ২০টি দপ্তর ৫,২৭২ জনকে কাজ দিয়েছেন। এখানেও গ।ে ৫২ দিন করে কাজ পেয়েছেন। মোট মজুরি ৬ কোটি ৯০ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৫১ টাকা। জলপাইগু।িতে ২১টি দপ্তর ১১,৮৭১ জনকে গড়ে ৭৪

দিন করে কাজ দিয়েছে। মজুরি বরাদ্দ ১৬ কোটি ৫৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮০৫ টাকা পেয়েছেন। দার্জিলিংয়ের ১৪টি দপ্তর থেকে ২০,১৮৮ জন ৩৬ দিন করে গড়ে কাজ পেয়েছেন। ১৬ কোটি ৭১ লক্ষ ৪৫ হাজার ১৮৩ টাকা মজুরি পেয়েছেন তাঁরা। মালদায় ১৮টি দপ্তর ২০,০৭৭ জনকে গ।ে ৫৫ দিন করে কাজ দিয়েছেন। মজুরি মিলেছে ২৮ কোটি ৪৭ লক্ষ ২২ হাজার ৮৫৫ টাকা। দক্ষিণ দিনাজপুরের ১৭টি দপ্তর থেকে ১২,১৮৬ জন ৪৯ দিন করে কাজ পেয়েছেন। মজুরি পেয়েছেন ১৪ কোটি ৬১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯১৯ টাকা। উত্তর দিনাজপুরের ১৯টি দপ্তর থেকে ৯,৭৫৫ জন ৬৫ দিন করে গড়ে কাজ পেয়েছেন। মজুরি পেয়েছেন ১৪ কোটি ৬৭ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৭১ টাকা। কালিম্পংয়ে ১৫টি দপ্তর থেকে ১১০০৫ জনকে ৪৭ দিন করে গড়ে কাজ দেওয়া হয়েছে। মজুরি পেয়েছেন ১০ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭১ হাজার ২৯২ টাকা।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন এলাকায় বন্যার ভ্রুকুটি

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৯ জুলাই ঃ পুনর্ভাবা নদীর জলস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে তপন ব্লকের দুই নম্বর আজমাতপুর গ্রাম পঞ্চাযেতের বাসুরিয়া,সুতইল, জিগাতলি, বাজরাপুকুর ,মনোহোলি,শিব তোলা সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিগত কয়েকদিন যাবত জেলাজুড়ে ভারী বর্ষণ হলেও সোমবার সকাল থেকে বৃষ্টি থামলেও বিপত্তি তপন ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায়। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ সমস্ত জেলা জুড়েই বৃষ্টি হবার ফলে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য নদীগুলির পাশাপাশি পুনরভা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে এর ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ইতিমধ্যেই জলমগ্ন হওয়ার ফলে এলাকার চাষ চাষবাসের ক্ষেত্রে ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি গ্রামের সাধারণ মানুষরা ব্যাপক সমস্যায় পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে জানা যায়. নদীর জল স্তর যেভাবে বাড়ছে এভাবে যদি বাড়তে থাকে আগামী কালের মধ্যে আরও বহু এলাকা প্লাবিত হয়ে যাওয়া সম্ভাবনা রয়েছে।

রেলওয়ে হল ভারতের লাইফলাইন এবং লোকো পাইলট হল ভারতীয় রেলের অক্ষ

গোরখপুর, ৯ জুলাই ঃ রেলওয়ে হল ভারতের লাইফলাইন এবং লোকো পাইলট হল ভারতীয় রেলের অক্ষ। ভারতীয় রেলওয়েতে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেন পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব লোকো পাইলটের কাঁধে। প্রতি ঋতুতে, লোকো পাইলটরা অবিচ্ছিন্নভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে এবং সম্পূর্ণ সতর্কতার সাথে রেলের কার্যক্রমে অবদান রাখে। লোকো পাইলটদের গুরুত্ব অনুধাবন করে, রেল প্রশাসনও তাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে বদ্ধপরিকর। উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে রেল পরিষেবার নিরাপদ পরিচালনার জন্য, লোকো পাইলট, সহকারী লোকো পাইলট এবং রানিং স্টাফের ৪১৫৫টি পদ অনুমোদিত এবং বর্তমানে ৩৬৩২ জন কর্মী নিযুক্ত আছেন। বাকি ৫২৩টি পদের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে বিভিন্ন পর্যায়ে (রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এবং বিভাগীয় পরীক্ষার মাধ্যমে)। মহাব্যবস্থাপক, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, শ্রীমতি সৌম্য মাথুরের দক্ষ নির্দেশনায়, চলমান কর্মীদের জন্য উত্তর পূর্ব রেলওয়েতে মোট ২৫টি লোকো লবি এবং ১৮টি রানিং রুম তৈরি করা হয়েছে। গোরখপুর, গোন্ডা, লক্ষ্ণৌ, সীতাপুর, মাইলানি, নানপাড়া, নওতানওয়া, গোরখপুর পূর্ব, মৌ, বারাণসী, ছাপরা, বালিয়া, ভাটনি, প্রয়াগরাজ রামবাগ, সিওয়ান, থাওয়ে, কাঠগোদাম, লালকুয়া, কাশিপুর, বেরেলি সিটি, কাসগঞ্জ, ফারুখপুর, তানপুর, তানপুর এবং রামনগরে লোকো লবি এবং গোরখপুর, গোন্ডা, লখনউ, ময়লানি, সীতাপুর, থাওয়ে, প্রয়াগরাজ রামবাগ, ভাটনি, সিওয়ান, চাপরা, বালিয়া, বারাণসী, মথুরা জংশন, লালকুয়া, শাহজাহানপুর, কাসগঞ্জ, কাঠগোদাম এবং টানাকপুরে তৈরি করা হয়েছে। যেখানে স্থানীয় সদর দফতর ছাড়াও অন্যান্য সদর দফতর থেকে আগত কর্মীদের বিশ্রামের জন্য রানিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতীয় রেলে লোকো পাইলটদের ডিউটির সময় যাত্রী ট্রেনে সর্বোচ্চ ০৮ ঘন্টা এবং পণ্য ট্রেনে সর্বোচ্চ ১০ ঘন্টা নির্ধারণ করা হযেছে। এর পরে তাদের বিভিন্ন

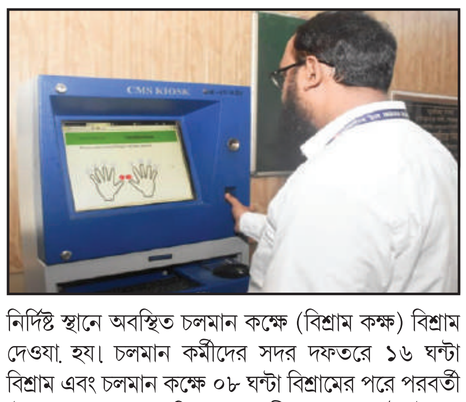

নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত চলমান কক্ষে (বিশ্রাম কক্ষ) বিশ্রাম দেওয়া হয়। চলমান কর্মীদের সদর দফতরে ১৬ ঘন্টা বিশ্রাম এবং চলমান কক্ষে ০৮ ঘন্টা বিশ্রামের পরে পরবর্তী ট্রেনে বুক করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী, লোকো পাইলটদের বিশ্রামের সময় শেষ করার পরেই ডিউটির জন্য ডাকা হয়। চলমান কর্মীদের ডিউটির জন্য কল করার জন্য, কর্মচারীকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের আগে রেলওয়ের দেওয়া ফোনে বার্তা এবং কলের মাধ্যমে জানানো হয়। দায়িত্বে যোগদানের আগে, সমস্ত চলমান কর্মীদের কম্পিউটারাইজড লবিতে সাইন ইন করতে হবে, যেখানে তারা রেলওয়ে বিভাগের ডিউটি এবং গতির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য পাবেন। সাইন ইন করার আগে, সমস্ত চলমান কর্মীদের অ্যালকোহল সনাক্ত করার জন্য একটি ব্রেথলাইজার পরীক্ষাও দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পরে এবং সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরে, লোকো পাইলটসহকারী লোকো পাইলট সাইন ইন করে এবং ট্রেনের লোকোমোটিভে পৌঁছায় এবং লোকোমোটিভের প্রয়োজনীয় চেক করার পরে, নিয়ম অনুযায়ী ট্রেন চালানো শুরু করে। চলমান কর্মীদের জন্য সুবিধা প্রদান করা হয় লবিতে উপলব্ধ সুবিধা ১. ট্রেন বিলম্বের সময় চলমান কর্মীদের বিশ্রাম নেওয়ার জন্য লবির সাথে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা (আর্মচেয়ার এবং সোফা সহ)।

উপনির্বাচনের আগে রায়গঞ্জে বৈঠক বিজেপির, জয় নিয়ে আশাবাদী মানস

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৯ জুলাই ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ বিধানসভা আসনে আগামীকাল উপনির্বাচন। ভোটের ঠিক একদিন আগে মঙ্গলবার বৈঠকে বসল বিজেপি। রায়গঞ্জ আসনে বিধানসভা উপ-নির্বাচনের আগে বিজেপি নেতারা এদিন বৈঠক করেছেন। পরে বিজেপি প্রার্থী মানস কুমার ঘোষ বলেছেন, রায়গঞ্জের

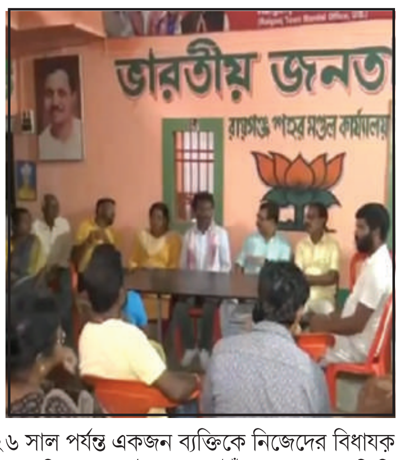

জনগণ ২০২১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত একজন ব্যক্তিকে নিজেদের বিধাযক হওয়ার জন্য জনাদেশ দিয়েছে, কিন্তু নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর জন্য, তিনি লোকসভা নির্বাচনে লড়েছেন, রাযগঞ্জের মানুষ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। রাযগঞ্জের মানুষ যে ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছে, টিএমসি চায় 'মেযাদ উত্তীর্ণ ওষুধ' মানুষকে খাওযাতে। রাযগঞ্জের মানুষ এটা আর মেনে নেবে না।উল্লেখ্য, বুধবার উপনির্বাচন হবে বাংলার চারটি কেঃদ্র- নদিয়ার রানাঘাট দক্ষিণ, উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, কলকাতার মানিকতলা এবং উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে। এর মধ্যে মানিকতলায় বিধায়ক সাধন পাণ্ডের মৃত্যুর কারণে উপনির্বাচন হচ্ছে। রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ এবং বাগদায় ২০২১-এর লড়াইয়ে জয়ী তিন বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, মুকুটমণি অধিকারী ও বিশ্বজি দাস পদত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিয়ে লোকসভায় প্রার্থী হওয়ায় আবার ভোট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।

ঘরে ঘরে গিয়ে পরিষেবা দিচ্ছেন স্বাস্থ্য কর্মীরা

জলপাইগুড়িতে উত্তরে একটানা বৃষ্টি। জলপাইগুড়িতে বৃষ্টিতে জলমগ্ন বেশ কিছু এলাকা। ঘরে ঘরে গিয়ে দিচ্ছেন পরিষেবা স্বাস্থ্য কর্মীরা। যেসব মানুষ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছাতে অসুবিধা সম্মুখীন সেই সমস্ত প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় গিয়ে আশা কর্মীদের বাড়িতেই ক্যাম বসিয়ে পরিষেবা দিচ্ছেন স্বাস্থ্য কর্মীরা। সুগার পেশার সহ অন্যান্য বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কাজ তো কর্মীদের পরামর্শে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর দেওয়া হচ্ছে ঔষধও। মাসে তিন থেকে চারবার ব্যাকওয়ার্ড এলাকাগুলিতে চালানো হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এদিন এই হেলথ ক্যাম করা হয়। বেশ সারা মিলেছে। যারা হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে পারেন না তাদের জন্য এই হেল্থক ক্যাম্প। এই হেলথ ক্যাম্পে প্রথমে ব্লাড সুগার এবং ব্লাড প্রেসার চেক করা হয় এরপরেই অন্যান্য রোগ ব্যাধি আছে কিনা সেটা কেউ দেখা হয়। ব্যবস্থা করা হয় ডাক্তার দেখানোর। জটিল কারের সমস্যা থাকলে সেখান থেকে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করা হয. এমনটাই জানালেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাটকাটা কলোনী সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মী মৌসুমি কর।

ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেম অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়া পায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাই ঃ ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করা হয়েছে স্টেশনগুলিতে ইনস্টল করা সমস্ত স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিনে সেইসাথে ব্লু লাইন এবং গ্রীন লাইনের টিকিট কাউন্টারে। ফলস্বরূপ, যাত্রীদের এখন সঠিক ভাড়া টেন্ডার করতে হবে না। এসব স্টেশনে

কারেন্সি নোট এবং কয়েন। পরিবর্তে, তারা এখন তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করছে বা এই বিকল্প ব্যবস্থার সাহায্যে টোকেন ক্রয় করছে। কলকাতা মেট্রোতে এই ইউপিআই ভিত্তিক টিকিট ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরে, যাত্রীদের মধ্যে মুদ্রা নোটে ভাড়া টেন্ডার করার ঐতিহ্যগত পদ্ধতি বেছে নেওয়ার পরিবর্তে এই নতুন সিস্টেমের সাথে টোকেন বা স্মার্ট কার্ড কেনার জন্য ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। যাত্রীরা আনন্দিত কারণ ইউপিআই নির্বিঘ্ন লেনদেনের অনুমতি দেয় এবং এটি যাত্রীদের অনেক সময় বাঁচায় এবং তাদের একটি স্মার্ট টিকিট সিস্টেম উপভোগ করতে সক্ষম করে। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে (অর্থা ১লা থেকে ৮ই জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত), প্রায় ২৫ যাত্রী এই নতুন টিকিট সিস্টেমের জন্য বেছে নিয়েছে। দক্ষিণেশ্বর, বরানগর, এসপ্ল্যানেড, রবীন্দ্র সরোবর, গীতাঞ্জলি, শিয়ালদহ, হাওড়া এবং হাওড়া ময়দানের মতো স্টেশনগুলিতে টোকেন, স্মার্ট কার্ড এবং স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য সর্বাধিক সংখ্যক ইউপিআই লেনদেন নথিভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস এর সহাযতায় এই ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করেছে।

Singur-II Gram Panchayat
Ratanpur-II, Singur, Hooghly, 712409
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from bonafied resourceful contractor for execution of 12 nos. development works under **15th SFC (Tied) & 15th FC (Untied)** Fund vide **NIT No.: 211/SING II/2024 & 212/SING II/2024, Date: 09.07.2024.** Date of Publication on Online: **10.07.2024 at 10.00 AM.** Last Date of Dropping: **24.07.2024 up to 06.30 PM.** Date of Opening of Tender: **25.07.2024 at 02.00 PM.** For details Visit https://wbtenders.gov.in & undersigned GP office.
Sd/-,
Prodhan
Singur-II Gram Panchayat

কাঁকসা পানাগড়ে পাট্টা জমির নাম বদল করে প্রমোটারির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৯ জুলাই ঃ ভুমিহীনদের চাষ করতে দেওয়া হয়েছিল কৃষি জমির পাট্টা। আর ওই জমিকে সুকৌশলে হাতিয়ে নির্বিচারে চলছে প্রমোটারি কারবার। বদলে যাচ্ছে পাট্টা জমির মালিকানাও। তারপর ওই জমি প্লট করে মোটা টাকায় বিক্রির রমরমা কারবার শুরু হয়েছে। কয়েকদিন আগে খোদ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ভুমি রাজস্ব দফতরের ভুমিকায় প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছেন। এবার সেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে প্রমান করল কাঁকসা, পানাগড়। জমি খোয়ানোর আতঙ্কে পাট্টা প্রাপক জমির মালিকরা প্রশাসনের দ্বারস্থ। কাঁকসা ব্লকের প্রয়াগপুর মৌজা। ১৯৮১- ৮২ সালে তকালীন বামফ্রন্ট সরকার ভুমিহীনদের কৃষি কাজের জন্য জমির পাট্টা প্রদান করেছিল। কাউকে ২৪ শতক, আবার কাউকে ৩২ শতক। ওই সব জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করছিল পাট্টা পাওয়া মালিকরা। অভিযোগ, গত কয়েকবছর ধরে ওই সব পাট্টা জমি একশ্রেনীর অসাধু জমি কারবারি অস উপায়ে সুকৌশলে হাতিয়ে প্রমোটারি করছে। পাট্টা জমি অচিরে রেকর্ড করে নিচ্ছে ওইসব জমি কারবারিরা। পাট্টা পাওয়া জমির মালিকের ওপর কখনও ভুল বুঝিয়ে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে, আবার কখনও জুলুমবাজি করে দখল নিচ্ছে বলে অভিযোগ। তারপর ওই জমি মোটা টাকায় বিক্রি করছে।

এমনই জুলুমবাজির শিকার শচিনাথ মাঝি। কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের প্রয়াগ পুরের বাসিন্দা। গত ১৯৮১ - ৮২ সালে প্রয়াগপুর মৌজায় ৩২ শতক চাষ জমির পাট্টা পেয়েছিল। জমিটির জেএল নং ৮৮, দাগ নং ১১২৩। শচিনাথ মাঝি বলেন, জমিটি পাট্টা দিয়েছিল তকালীন রাজ্য সরকার। সেটা চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতাম। বছর কয়েক আগে আমার জমি নিজের বলে দাবি করে নস্কর বাঁধের অধীর কুমার মন্ডল। জমিটির নথি দেখার অছিলায় পাট্টা কাগজটিও হাতিয়ে নেয়। এবং তাঁর ছেলের নাম ওই জমি রেকর্ডও করিয়ে নেয়। কিভাবে আমার পাট্টা জমি রেকর্ড করিয়ে নিল, তা নিয়ে আমি সম্পুর্ন অন্ধকারে। চলতি বছর থেকে জোর পুর্বক জমিটি দখল করে নেয় অধীরবাবু। আমার জমি ফিরে পাওয়ার জন্য প্রশাসনিক সমস্ত দফতরে আবেদন করেছি। শুধু তাই নয়, এরকম ওই একই দাগ নম্বরে গনেশ মাঝির পাট্টা জমি অধীর কুমার মন্ডল নিজের ছেলের নামে রেকর্ড করিয়েছে বলে অভিযোগ। আরও এক পাট্টা পাওয়া জমির মালিক বাদল ঘোড়ুই। তাঁর ছেলে অমর ঘো।ুই বলেন, আমাদের পাট্টা জমি অধীর মন্ডল নিজের ছেলের নামে রেকর্ড করিয়ে নিয়েছিল। সেটা ফেরানোর জন্য জেলা প্রশাসন থেকে নবান্নে পর্যন্ত অভিযোগ করেছিলাম। অনেক টাকা খরচ করে পরে সেটা ফেরত পাই। দুঃখিরাম পারামানিকের নামে প্রয়াগপুর মৌজার ১২৬৭ দাগ নং ওপর ২৪ শতক জমি পাট্টা পেয়েছিলেন। বর্তমানে তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী ধর্ম্মদাসী পারামানিক ওই জমি ভোগদখল করছেন। ওই জমিটিও অধীর কুমার মন্ডল তাঁর ছেলে কৌমুদীরঞ্জন মন্ডলের নামে রেকর্ড করিয়েছেন বলে অভিযোগ। ধর্ম্মদাসী পারামানিক বলেন, আমার স্বামীর নামে পাট্টা। আমাদের অজ্ঞাতে সেটা অধীর কুমার মন্ডল নিজের ছেলের নামে রেকর্ড করিয়ে নিয়েছে। গত কয়েকবছর ধরে অধীর মন্ডল নানাভাবে হুমকি দিচ্ছেন জমিটি খালি করার জন্য। বা।িতে এসে আমার পাট্টা কাগজও হাতিয়ে নিয়েছিল। পরে সেটি পুলিশ প্রশাসনের মধ্যস্থতায় ফিরে পাই। এই জমিটুকু আমার সম্বল। তার ওপর বসত বা।ি করেছি। স্বামী ও এক সন্তান মারা গেছে। বা।িতে বিধবা বৌমা, নাতনিদের নিয়ে সংসার। পরিচারিকার কাজ করে কোনভাবে সংসার চালায়। সম্প্রতি, অধীরবাবু জমিটি নিজের দাবি করে উঠে যেতে বলছে। কখনও বলছে, কিছু টাকা নাও, আবার কখনও বলছে কাঠা দুয়েক জমি

নিয়ে বাকি জমি ছেড়ে দাও। আমরা চরম আতঙ্কে রয়েছি। জমি কেড়ে নিলে কোথায় থাকব, দু ঃশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছি। তাই সুবিচারের দাবি জানাচ্ছি। জানা গেছে, ১৯৫৫ সালের ভুমি রাজস্ব আইন অনুযায়ী চাষ করার জন্য ওই জমি দেওয়া হয়েছিল। পাট্টা পাওয়া জমি কোনভাবে হস্তান্তর যোগ্য নয়। এখন প্রশ্ন, কিভাবে প্রকৃত পাট্টা জমি মালিক ছা।া অন্য কোন ব্যাক্তির নামে রেকর্ড করিয়ে নেয়? তাহলে কি সর্ষের মধ্যে ভুত আছে? কয়েকদিন আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভুমি রাজস্ব দফতরের ভুমিকা নিয়ে জোরালো প্রশ্ন তুলেছেন। তাহলে কি, এই ভুমি রাজস্ব দফতরের কিছু কর্মী এসব জমি কারবারিদের সঙ্গে অশুভ আঁতাত করে পাট্টা জমি হস্তান্তর করছেন? যদিও সেসব তদন্ত সাপেক্ষ। স্থানীয় অবসর প্রাপ্ত সেনাকর্মী প্রদীপ কুমার দে বলেন, বিগত কয়েকবছর ধরে গরিব মানুষের পাট্টা জমি হাতিয়ে নেওয়ার অধসাধু চক্র চলছে। আমি তার প্রতিবাদ করে আসছি। এভাবে হস্তান্তর সংগঠিত অপরাধ। ভুমি রাজস্ব দফতরের কয়েকজন কর্মী অস পথে রেকর্ড করিয়ে দিয়েছেন। একশ্রেনীর শাসকদলের নেতাদের মদতে এই চক্র চলছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রমনের শিকার হয়েছি। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে জানিয়েছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মতো বছরদুয়েক আগে দুর্গাপুর মহকুমা ভুমি রাজস্ব দফতরে শুনানি হয়। সেখানে আমাকে ভর্সনা করা হয়। এমনকি পুলিশ দেখিয়ে নানা ভাবে হুমকি দেওয়া হয়। বিষয়টি ধমক দিয়ে অফিসের বাইরে মিটিয়ে নিতে বলে এসডিএলআরও। প্রদীপবাবু আরও বলেন, গরিব মানুষেরা পাট্টা জমি ফিরে পাক। এসব ঘটনার তদন্ত হোক। অপরাধীদের যেন শাস্তি হয়। রাজ্য কৃষকসভার সম্পাদক অমল হালদার বলেন, বামফ্রঃট সরকার সেই সময় ভুমিহীন দের চাষ করার জন্য পাট্টা দিয়েছিল। বর্তমান শাসকদলের মদতে ওই সব জমি থেকে গরিব মানুষদের উচ্ছেদ করার চক্রান্ত চলছে। টাকার বিনিময়ে রেকর্ড বদলে দেওয়া হচ্ছে। এটা গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে। গরিব মানুষদের এটা বড় বিপদ। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই অধীর কুমার মন্ডল অভিযোগ অস্বীকার করে সাফাই দিয়ে বলেন, ওইসব পাট্টা জমি নয়। বছর দশেক আগে জমিগুলো জমির মুল মালিকের কাছ থেকে সরসরি কিনেছি। পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ(কৃষি ও সেচ) সমীর বিশ্বাস বলেন, কোনভাবে পাট্টা জমি হস্তান্তর যোগ্য নয়। বিষয়টি শুনেছি। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ আছে, কোনভাবে এধরনের পাট্টা জমি জোর কেনাবেচা চলবে না। যারাই এই কারবারে যুক্ত কাউকে রেয়াত করা হবে না। আইন আইনের পথে চলবে। বিষয়টি জেলাশাসকের নিকট তদন্তের জন্য জানাবো। দুর্গাপুর মহকুমা শাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, এখনও কোন অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি মৃত যুবকের নাম,,সাহাজাত আলী ,বয়স মাত্র ২২ বছর তার বাড়ি ফুলবাড়ীর মমতা পাড়া এলাকায়। অসহায় পরিবারে একমাত্র উপার্জন কারী ছিলো সেড়বাড়ির বড় ছেলে হওয়ায় সংসারের দায়িত্ব ছিল তার কাঁধেই। বাড়িতে বাবা মা সহ ছোট ছোট ছয় ভাই বোন নিয়ে তাদের সংসার। পরিবারের মুখে দু বেলা দু মুঠো অন্ন তুলে দিতে পড়াশুনা ছেড়ে শ্রমিকের কাজ শুরু করেন ফুলবাড়ি দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মমতা পাড়া এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ মুসলিমের হকের ছেলে সাহাজাত ,,,,,। প্রতিদিনের মতো সোমবার সকালে ছাদ ঢালাইয়ের কাজে অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে সেও শিলিগুড়ি গেছিলেন। ভালোই কাজ করছিলেন। কিন্তু দুপুর নাগাদ হটাতেই ছাদ থেকে নিচে পরে যায় সে। অসংখ্যাজনক অবস্থায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।। শোকের ছায়া এলাকায়।

তিস্তা দোমনীতে হলুদ সতর্কতা

তিস্তার মেখলীগঞ্জ এবং এনএইচ ৩১ জলঢাকা নদী অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সর্তকতা। তিস্তা দোমনীতে হলুদ সতর্কতা ও অসংরক্ষিত এলাকায়। ফুঁসছে তিস্তা জলঢাকা করলা সহ জেলা অন্যান্য নদীগুলো। মঙ্গলবার সকাল ছটায় জলপাইগুড়ি জেলার গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ ২০১৩.০৬ কিউমেক। উত্তরবঙ্গে বন্যার আশঙ্কা করছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী উত্তরে ভারী বৃষ্টি। মঙ্গলবার ভোর রাত থেকেই জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত। একটানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জলপাইগুড়ি। জল বাড়ছে তিস্তা, করলা, জলঢাকা সহ জেলার বিভিন্ন নদীর।

Office of the
TURKA GRAM PANCHAYAT
Turka :: Turka Kasba :: Dantan
:: Paschim Medinipur :: 721435
NOTICE INVTING e-TENDER
NIT No- e-TENDER/TURKA GP/NIT-5/15TH/2024-25
Memo No- 156 Date- 08/07/2024
1. Concrete Drain -Rs. 240360.00(Two lakh three hundred sixty) only.
NIT No- e-TENDER/TURKA GP/NIT-6/15TH/2024-25
Memo No- 157 Date- 08/07/2024
1.Submercible Pump Rs. 155365.00(One lakh fifty five thousand three hundred sixty five) only. 2. Sinking Tubewell Rs. 53624.00(Fifty three thousand six hundred twenty four) only
Sd/- Pradhan,
Turka Gram Panchayat

NABASTHA-II GRAM PANCHAYAT
PALSIT: BARDHAMAN-II
P.S: PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender/NIT No. 140/NAB-II/2024, Dated-08/07/2024
"The Prodhan, NABASTHA-II Gram Panchayat." Invites e-tender for 2(Two) Nos. different works. Last date of submission of Bid on 16/07/2024 up to 12.00 Pm. Date of opening of tender (online): 19/07/2024 at 11.00 am. For details please visit website **https://wbtender.gov.in**
Sd/- Prodhan
Nabastha-II Gram Panchayat

3 No. RANICHAK GRAM PANCHAYAT
DASPUR-II PANCHAYAT SAMITY
Vill. + P.O.- Ranichak. Paschim Medinipur.
PIN- 721212
E- TENDER NOTICE
NIT No. 1)WBPMID/RANICHAK/PRADHAN/ NIT NO.- 03/SBM(G)/24-25,
Memo No- 942,Date:- 08.07.2024.
e-tender Invited by Pradhan, Ranichak Gram Panchayat, Daspur-11 Block, Paschim Medinipur. Tender No-T-32/24-25.Details on - **wbtenders.gov.in** or Contact to the G. P. Office.
Sd/- Pradhan,
Ranichak Gram Panchayat

Tender ID: 2024_ZPHD_708031_1. Bid submission starting from 09.07.2024. Bid submission end date: 17.07.2024. Date Opening of Bid: 20.07.2024. For details visit office of the undersigned.
Sd/- Prodhan
Simulpur Gram Panchayat

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Serampore Electrical Sub-Division, P.W.Dte. invites online e- Tender for the work of "Urgent arrangement of temporary installation of LED Flood Lights and engagement of manpower on the service road at Baidyabati ROB on Delhi Road (SH-13) for Srabani Mela 2024 in the district of Hooghly.'' NIT No.- WBPWD/AE/SESD/ SHORT/ NIQ-04 of 2024-25 Bid submission closing date: 12/07/2024 upto 02.30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte.
Serampore Electrical Sub-Division

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ (সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের জন্য) নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **এনআইটি নংঃ ৯৪_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর-হাওড়া ডিভিসনে শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর শাখায় ডিসি ওএইচই-র রূপান্তর। (ক্রস ওভার এবং টি/আউটস্ সহ ৪১.৮ টিকেএম)। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪,৫৬,১৪,৭৫৬.০৩ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,৭৮,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের তারিখে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-152/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S-Usthi Dist.: South 24 Parganas, Pin-743513
NOTICE INVITING e-TENDER No. WBS24PGS/MAG-I/SGP/173/NIT-5/2024-2025
The PRADHAN, Office of the Sherpur Gram Panchayat UNDER Magrahat-I Development Block invites e-tender for the work of Construction Of Concrete Covered Drain With Soakpit (1) From Adarsha Club To Sirajul Mistry House, ID- 2024_ZPHD_709683_1, (2) From Ruhul Amins House To Cannel, ID-2024_ZPHD_709778_1, (3) From Mostafa Molla House To Khalek Sipai House, ID-2024_ZPHD_709800_1, (4) From Sanjay Mondal House To Jadu Mondal House, ID-2024_ZPHD_709815_1, (5) From Akash Sardars House To Kabar, ID- 2024_ZPHD_709847_1, (6) From Nazirul Laskar House To Samsuddin Laskar House, ID- 2024_ZPHD_709864_1. Period of Completion(for all): 30 Days. Last date of submission of bid(online) 19/07/2024 at 04.00 p.m. Bid opening date for Technical Proposals (Online) 22/07/2024 at 12.00 P.M. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

দ্রাবিড়ের বদলি গম্ভীর, গম্ভীরের পরিবর্ত দ্রাবিড়! কেকেআর-এর ভাবনায় রাহুল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুলাইঃ ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে সদ্য প্রাক্তন হয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়। কেরিয়ারে তাঁর নানা সাফল্য ছিল। যদিও একটা আইসিসি বিশ্বকাপ ট্রফির আক্ষেপ ছিল রাহুল দ্রাবিড়ের। প্লেয়ার হিসেবে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছেন। কিন্তু ট্রফি জেতা হয়নি। কোচ হিসেবে ওয়ান ডে, টেস্ট বিশ্বকাপ ফাইনালে হার। অবশেষে তাঁর আক্ষেপ মিটেছে। ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে শেষ টুর্নামেন্টেই ট্রফি এসেছে। সদ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মতো। বিশ্বকাপ ফাইনালের আগেই তিনি জানিয়েছিলেন, আর আবেদন করবেন না। ফাইনালের পর মজার ছলে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ''এখন আমার কোনও চাকরি নেই, খোঁজ থাকলে জানাবেন।'' গৌতম গম্ভীর যেমন

দ্রাবিড়ের ছেড়ে যাওয়া জায়গায় ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে, তেমনই কলকাতা নাইট রাইডার্স গম্ভীরের পরিবর্ত হিসেবে মেন্টর হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে রাহুল দ্রাবিড়কে! ভারতের সিনিয়র ক্রিকেট দলের দায়িত্ব নেওয়ার আগে যুব দলের দায়িত্বে ছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যানও। যুব দলের খুব বেশি সফর থাকত না। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি তাঁর শহর বেঙ্গালুরুতেই। ফলে পরিবারকে অনেক অনেক বেশি সময় দিতে পারতেন রাহুল দ্রাবিড়। সে কারণেই প্রাথমিক ভাবে ভারতীয় দলের কোচ হতে রাজি হচ্ছিলেন না রাহুল দ্রাবিড়। তৎকালীন বোর্ড প্রেসিডেন্ট তথা সতীর্থ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায় দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছিলেন। সিনিয়র দলের কোচ হওয়ার পর সেই ভাবে পরিবারকে সময় দিতে পারছিলেন না। জাতীয় দলের দায়িত্ব ছাড়ার পরই চ্যাম্পিয়ন কোচকে পেতে ঝাঁপিয়েছে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিরা। এর মধ্যে রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্সও। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী রাহুল দ্রাবিড়কে মেন্টর হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে কেকেআর। দ্রাবিড়কে এই প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি আগ্রহ দেখাতেই পারেন। আইপিএলে তিন মাসের মতো সময় দিতে হবে। ফলে পরিবারকে অনেক বেশি সময় দিতে পারবেন। তবে যতক্ষণ না গৌতম গম্ভীরের বিষয়টি চূড়ান্ত হচ্ছে, কেউই যে মুখ খুলবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিত।

গম্ভীরই ভারতের হেড কোচ, ঘোষণা করে দিলেন বোর্ড সচিব

মুম্বই, ৯ জুলাইঃ জল্পনার অবসান। গৌতম গম্ভীরকেই ভারতীয় দলের প্রধান কোচ হিসাবে নিয়োগ করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। বেশ কিছু দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল রাহুল দ্রাবিড়ের পর গম্ভীরকেই কোচ হিসাবে পছন্দ জয় শাহ, রজার বিন্নীদের। ভারতীয় দলের প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনারও দায়িত্ব নিতে আগ্রহী ছিলেন। অবশেষে মঙ্গলবার সরকারি ভাবে গম্ভীরকে কোচ করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন বোর্ড সচিব জয়। গম্ভীরের সঙ্গে লড়াইয়ে ছিলেন আর এক প্রাক্তন ক্রিকেটার ডব্লিউভি রমন। ভারতীয় দলের কোচ এবং গম্ভীরের মধ্যে বাধা ছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম কর্ণধার শাহরুখ খান। দলকে সাফল্যের রাস্তায় ফেরাতে যে কোনও মূল্যে গম্ভীরকে মেন্টর হিসাবে রেখে দিতে চেয়েছিলেন শাহরুখ। গম্ভীর মেন্টর হয়ে আসায় ১০ বছর পর আবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কেকেআর। শোনা গিয়েছিল, ১০ বছরের জন্য গম্ভীরকে কেকেআরে নিয়ে এসেছেন বলিউড বাদশা। গম্ভীরকে রাখার জন্য যে কোনও অঙ্কের টাকা খরচ করতেও প্রস্তুত ছিলেন তিনি। দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর গম্ভীরকে ভারতীয় দলের জন্য ছাড়তে খুব একটা রাজি ছিলেন না শাহরুখ। শেষ পর্যন্ত দেশের স্বার্থে রাজি হন তিনি। সূত্রের খবর, আইপিএল ফাইনালের পর গম্ভীরের সঙ্গে একান্তে বৈঠক হয় শাহরুখের। দীর্ঘ বৈঠকের পর রাজি হন শাহরুখ। তাঁর সম্মতি পাওয়ার পর বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন গম্ভীর। তাঁকে পেতে আগ্রহী বিসিসিআই কর্তারাও নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। বিরাট কোহলিও নাকি গম্ভীরের নাম সুপারিশ করেছিলেন বোর্ড কর্তাদের কাছে। কেকেআর কর্ণধার রাজি হতেই প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ফেলা হয়। নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে গম্ভীর বোর্ডের ক্রিকেট অ্যাডভাইজরি কমিটি কাছে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, কমিটির সদস্যদের পাঁচটি শর্তের কথা জানিয়েছিলেন তিনি। গম্ভীরের শর্তগুলি মেনে নেন বিসিসিআই কর্তারা। উল্লেখ্য, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর দায়িত্বে না থাকার কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন দ্রাবিড়।

শ্রীলঙ্কায় খেলবেন না বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মা!

মুম্বই, ৯ জুলাইঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরই এই ফরম্যাটে দেশের জার্সিকে বিদায় জানিয়েছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা। একদিন পর একই ঘোষণা করেন রবীন্দ্র জাডেজাও। তবে বিরাট, রোহিতরা বাকি দুই ফরম্যাটে দেশের হয়ে খেলবেন, এমনটাই জানিয়েছিলেন খোদ বোর্ড সচিব জয় শাহ। জিম্বাবোয়ে সফরে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। দু ম্যাচ হয়ে গিয়েছে। সিরিজ এখন ১-১ অবস্থায়। বিশ্বকাপের পরই এই সিরিজ হওয়ায় সিনিয়র ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। এ মাসের শেষ দিকে শ্রীলঙ্কা সফরে যাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। তিনটি করে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ান ডে ম্যাচ রয়েছে সিরিজে। টি-টোয়েন্টি থেকে সরে দাঁড়ানোয় বিরাটদের খেলার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। এখন যা পরিস্থিতি, ওয়ান ডে-তেও হয়তো খেলবেন না বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ও জসপ্রীত বুমরা। সামনে ভারতের ঠাসা ক্রীড়াসূচি। ২৭ জুলাই থেকে শ্রীলঙ্কার মাটিতে সিরিজ। এরপর ভারতে আসবে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম। দুটি টেস্ট এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি রয়েছে। সব মিলিয়ে ভারতের পরবর্তী সূচিতে ১০টি টেস্ট রয়েছে। বোর্ড সচিব জয় শাহ সদ্য ঘোষণা করেছেন, তিনি আশাবাদী রোহিত শর্মার নেতৃত্বে এ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপও জিতবে ভারত। টি-টোয়েন্টিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এ বার প্রত্যাশাও বেড়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আগামী বছর। তবে সামনে এই ১০টি টেস্টের কারণেই বিরাট, রোহিত, বুমরাকে বেছে বেছে সাদা বলের সিরিজে খেলানো হতে পারে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ''সামনে ঠাসা ক্রিকেট। সে কারণেই রোহিত, বুমরা ও বিরাটকে বিশ্রাম নেওয়ার বিকল্প দেওয়া হয়েছে। যাতে টেস্টে বেশি ফোকাস করা যায়। আপাতত তাদের ফোকাস থাকবে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দু-ম্যাচের টেস্ট সিরিজ।'' মাল্টি ডে ম্যাচের জন্য এনার্জি বাঁচানোর জন্যই এই পরিকল্পনা বোর্ডের। গত দুবারই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছিল ভারত। যদিও ফাইনালে হার। এ বার মূল লক্ষ্য তাই অধরা টেস্ট বিশ্বকাপ জয়। শ্রীলঙ্কা সফর ভারতের কাছে খুব কঠিন হওয়ার কথা নয়। ভারতের তরুণ দল জিম্বাবোয়েতে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে যে ভাবে পারফর্ম করেছে তাতে আরও প্রত্যাশা বেড়েছে। তিন সিনিয়রকে বিশ্রাম দেওয়া হলেও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে থাকবেন হার্দিক পান্ডিয়া, সিরাজের মতো সিনিয়ররা। স্কোয়াডে জায়গা নিয়ে লড়াই জিম্বাবোয়ে সফরে থাকা তরুণদের মধ্যে।

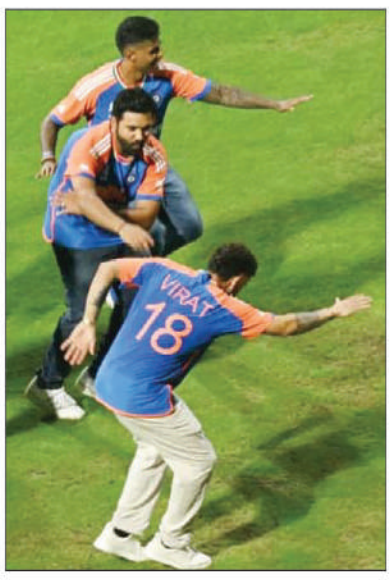

ক্যাপ্টেন শুভমন গিলকে দোলনায় দোলালেন রিঙ্কু সিং, খলিল

হারারে, ৯ জুলাইঃ দোলনায় বসে ক্যাপ্টেন শুভমন গিল। সঙ্গী দলের লেগ স্পিনার রবি বিষ্ণোই। পিছন থেকে ঠেলে তাঁদের দোল খাওয়াচ্ছেন রিঙ্কু সিং ও খলিল আহমেদ। জিম্বাবোয়ে সফরে খোশমেজাজে ভারতের তরুণ ক্রিকেট দল। শুভমন গিলের নেতৃত্বে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলতে জিম্বাবোয়েতে রয়েছে ভারতীয় দল। সকলেই বয়স এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনেকটাই তরুণ। সিরিজের শুরুটা হয়েছিল হার দিয়ে। যদিও হতাশার সুযোগই পায়নি ভারতীয় দল। পরদিনই ছিল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। নতুন ম্যাচ ধরে নেমেছিলেন। সাফল্যও মিলেছে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১০০ রানের বিশাল ব্যবধানে জিম্বাবোয়েকে হারিয়েছে ভারত। কাল তৃতীয় ম্যাচ। সিরিজে লিড নিয়েছিল জিম্বাবোয়ে। সমতা ফিরিয়েছে ভারত। কাল দু-দলের কাছেই সুযোগ সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার। মাঠে কড়া চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে হতে পারে ভারতীয় টিমকে। তবে মাঝের দু-দিন পাওয়ায় একটা ছোট্ট বিরতি নিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। সেখানে ওয়াইল্ড লাইফ টুর উপভোগ করেন। জিম্বাবোয়ে আফ্রিকান দেশ। বাঘ, সিংহ আরও নানা পশু রয়েছে। সেগুলোর মাঝেই অনেকটা সময় কাটল টিম ইন্ডিয়ার। ওয়াইল্ড লাইফ পার্কেই একটি দোলনা পেয়ে তাতে বসে পড়েন ক্যাপ্টেন শুভমন গিল, আবেশ খান, রবি বিষ্ণোই। রিঙ্কু সিং এবং খলিল আহমেদের দায়িত্ব তাঁদের ঠেলার! ইনস্টা স্টোরিতে সেই ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন রিঙ্কু সিং। ক্রিকেট সফরে এসে একটা দিন ক্রিকেট থেকে বিরতি পেলে যে ভালোই লাগে সকলের চোখ মুখেই তা পরিস্কার। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও এই সাফারির ছবি পোস্ট করেছে। আসলে এই টিম ইন্ডিয়ার যা গড় বয়স ও অভিজ্ঞতা, তাতে যদি বলা হয়, বেবিজ ডে আউট, খুব একটা ভুল হবে না। ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নজরে এ বার সিরিজ জয়।

অ্যান্ডারসন অবসর নিতে চাননি!

লন্ডন, ৯ জুলাইঃ আর কয়েকটা দিন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের পরই শেষ হয়ে যাবে জেমস অ্যান্ডারসনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটজীবন। বুধবার থেকে শুরু হবে দু'দলের প্রথম টেস্ট। তার আগের দিন ৪১ বছরের জোরে বোলার বলেই দিলেন, অবসর নেওয়ার কোনও ভাবনা তাঁর ছিল না। দেশের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে বিতর্ক তৈরি করে দিলেন অ্যান্ডারসন। তাঁর ইঙ্গিত, আরও কিছু দিন টেস্ট খেলার ইচ্ছা ছিল। অ্যান্ডারসনের দাবি, পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন।

বিশ্ব ফুটবলে রোনাল্ডোর নতুন নাম 'মিশ্চিয়ানো পেনাল্দো'!

তুরিন, ৯ জুলাইঃ চলতি ইউরো কাপে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিয়েছে পর্তুগাল। ফ্রান্সের বিপক্ষে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিয়েছে রোনাল্ডোর পর্তুগাল। শেষ ষোলোর ম্যাচেও টাইব্রেকারে গিয়েছিল পর্তুগালের ম্যাচ, সেখানে শেষ হাসি হেসেছিলেন পর্তুগিজ তারকারা। স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে পাওয়া পেনাল্টি মিস করেছিলেন রোনাল্ডো। তখনই বিবিসি-র টিভি চ্যানেলে ভেসে ওঠে 'মিশ্চিয়ানো পেনাল্দো' যেহেতু তিনি পেনাল্টি মিস করেছেন, সেই কারণেই এমন নাম দেওয়া হয় কিংবদন্তির। এই নিয়ে অবশ্য বিতর্কের ঝড় ওঠে। এত বড় তারকার ব্যর্থতা নিয়ে কী করে এমন ক্যাপশন দেওয়া যায়, সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। নিজেদের সেই লেখা নিয়ে মঙ্গলবার বিবৃতি দিল বিবিসি। তারা জানায়, ''ওই লেখাটি এমনিতেই চলে আসছে। এমন লেখা আমরা ম্যাচ ডে-তে অনেক গ্রাফিক্সে দেখিয়ে থাকি। ওই ক্যাপশনে রোনাল্ডোকে আমরা অপরাধী হিসেবে দেখায়নি, বরং, আমরা পুরো ম্যাচ জুড়ে রোনাল্ডোকে সমর্থন করে গিয়েছি।'' বিবিসির সেদিনের ম্যাচে কমেন্ট্রি বক্সে হাজির ছিলেন তারকার তারকা গ্যারি লিনেকার, অ্যালান শিয়ারার, হোসে ফন্তে। তাদের নিয়ে বিবিসি জানায়, ম্যাচ পূর্ববর্তী সময়ে রোনাল্ডোর সততা ও দেশের জন্য উজাড় করে দেওয়াটা কেন অনেকের থেকেও সেরা, সেটা নিয়ে হোসে ফন্তে আলোচনা করেছিলেন।

বিশ্বকাপ ফাইনাল নয়, সূর্যকুমার যাদবের সেরা ক্যাচ আট বছর আগে!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মনে হচ্ছিল, বিশ্বকাপ ট্রফিটাই বেরিয়ে যাচ্ছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালের ক্যাচ নিয়ে এমনটাই বলেছিলেন সূর্যকুমার যাদব। এখন কি মত পাল্টে গেল? দীর্ঘ ১৭ বছর পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে প্রথম। যদিও ফাইনালে খুবই কঠিন পরিস্থিতির সামনে পড়েছিল ভারতীয় দল। বার্বাডোজে প্রথমে ব্যাট করে ভারত। বিশ্বকাপ ফাইনালের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় টার্গেটের রেকর্ডও গড়ে। এরপরও মনে হচ্ছিল, ম্যাচটা বের করে নিতে পারে পারে দক্ষিণ আফ্রিকা। সূর্যকুমার যাদবের শেষ ওভারের ক্যাচটাই যেমন বিশ্বকাপ জয় একশো শতাংশ নিশ্চিত করে। সূর্য কিন্তু অন্য কথা বলছেন। তাঁর নজরে সেটি সেরা ক্যাচ নয়। বরং আট বছর আগেই নাকি সেরা ক্যাচ নিয়েছিলেন! টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই প্রবল চাপে পড়েছিল ভারত। মাত্র ৩৪ রানের মধ্যেই রোহিত শর্মা, ঋষভ পন্থ, সূর্যকুমার যাদব আউট। বিরাট কোহলি, অক্ষর প্যাটেল জুটি পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুরো টুর্নামেন্টে রান না পাওয়া বিরাট কোহলি ফাইনালে জ্বলে ওঠেন। অক্ষর প্যাটেলের দুর্দান্ত ইনিংস। শেষ অবধি দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৭৭ রানের টার্গেট দেয় ভারত। রান তাড়ায় শেষ দিকে ৩০ বলে ৩০ রান প্রয়োজন ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার। জসপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং ও হার্দিক পান্ডিয়ার স্লগ ওভার বোলিং প্রোটিয়াদের চাপে ফেলে। শেষ ওভারে মাত্র ১৬ রান প্রয়োজন ছিল। বোলিংয়ে আসেন হার্দিক পান্ডিয়া। ক্রিজে তখনও ডেভিড মিলার। দক্ষিণ আফ্রিকার দিকেই ঝুঁকে ম্যাচ। হার্দিকের বাউন্ডারিতে লং অফ বাউন্ডারিতে অবিশ্বাস্য ক্যাচ নেন ফাইনালে ব্যাট হাতে ব্যর্থ সূর্যকুমার যাদব। মিলার ফিরতেই ম্যাচ ভারতের পকেটে। এই ক্যাচ নিয়ে সারা বিশ্বজুড়েই সূর্যকুমার যাদবের বন্দনা। তিনি বলছেন অন্য কথা! বিশ্বকাপ জয়, সেলিব্রেশন পর্ব শেষে এখন ছুটির মেজাজে সূর্যকুমার যাদব। ইনস্টাগ্রামে স্ত্রীর সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'বিশ্বকাপের সেই ক্যাচের আট দিন পেরিয়ে গিয়েছে। তবে আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচ তো আট বছর আগেই হয়েছিল।' স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং প্রেমের শুরুর দিনের প্রসঙ্গেই যে এমন মজার মন্তব্য সূর্যর, বুঝতে অসুবিধা হয় না।

৩৩ বছর বয়সেই ফুটবলকে বিদায় বললেন থিয়াগো

লিভারপুল, ৯ জুলাইঃ চোটের সঙ্গে নিরন্তর লড়াইয়ে অবশেষে হার মেনে নিলেন থিয়াগো আলকানতারা। চোটের কারণে ২০২৩-২৪ মরসুমে ইংলিশ ক্লাব লিভারপুলের হয়ে মাত্র একটি ম্যাচ খেলতে পারা স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এই ঘোষণা দিয়েছেন চুক্তির মেয়াদ শেষে লিভারপুল ছাড়া থিয়াগো। থিয়াগো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অবসরের ঘোষণা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'ফুটবলকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ তাঁদেরও, যাঁরা আমাকে এই পথচলায় সঙ্গ দিয়েছেন, আমাকে ভালো খেলোয়াড় ও ভালো মানুষ বানিয়েছেন।' থিয়াগো আরও লিখেছেন, 'জীবন আমাকে যা দিয়েছে, আমি চেষ্টা করব সেসব ফিরিয়ে দেওয়ার। (ফুটবলে) যে সময় কাটিয়েছি, তাতে আমি কৃতজ্ঞ। আমি সময়টা উপভোগ করেছি।' ২০২২-২৩ মরসুমের শেষ দিকে নিতম্বে অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল থিয়াগোকে। এরপর ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির আগে আর ফুটবলে ফিরতে পারেননি। গত ফেব্রুয়ারিতে আর্সেনালের বিপক্ষে বদলি হিসেবে নামার পর আবার চোটে পড়ে ছিটকে যান থিয়াগো। সেটি ছিল লিভারপুলের জার্সিতে ব্রাজিলিয়ান বংশোদ্ভূত ফুটবলারের ৯৮তম ম্যাচ। ২০২০ সালে বায়ার্ন মিউনিখ থেকে ৪ বছরের চুক্তিতে লিভারপুলে যোগ দিয়েছিলেন থিয়াগো। লিভারপুল ক্যারিয়ারে একটি এফএ কাপ জেতা থিয়াগো বায়ার্নের হয়ে জিতেছেন বুন্দেসলিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ। ১৯৯৪ সালে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল দলের সদস্য মাজিনিওর সন্তান থিয়াগো পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করেন বার্সেলোনার হয়ে। চারটি লা লিগা ও একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের পর ২০১৩ সালে বায়ার্নে যোগ দেন থিয়াগো। মাজিনিও ইতালিয়ান ক্লাব লেচ্চে খেলার সময় ইতালিতে জন্মগ্রহণ করলেও থিয়াগো ১৪ বছর বয়সে বার্সায় যোগ দেন। স্পেনের হয়ে ১০ বছরে ৪৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা থিয়াগোর ভাই রাফিনিয়া অবশ্য আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ব্রাজিলের হয়ে।

জাতীয় ক্রীড়াবিদ আভা খাটুয়ার নেই আবাস!

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ জুলাইঃ আভার নেই আবাস! জাতীয় ক্রীড়াবিদ আভা খাটুয়ার পরিবার পায়নি আবাস প্রকল্পের ঘর। প্যারিস অলিম্পিকে (শটপাট বিভাগে) যোগদানকারী মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের আভা খাটুয়া বাংলা থেকে খেলার কোনও সুযোগ সুবিধা না পাওয়ায় বাধ্য হয়েছিলেন বাংলা ছাড়তে। বাংলার মেয়ে খেলেন মহারাষ্ট্রের অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে। যে আভা গোটা বাংলা তথা দেশের গর্ব, সেই আভারই নেই মাথার উপর ছাদ? আভার বাবা লক্ষ্মীকান্ত খাটুয়া। কখনও দিনমজুরি করেন, কখনও আবার মাদুরকাঠি বোনেন। আর এভাবেই সংসার চলে তাঁদের। তিনি বলেন, ''মাদুর বুনি, অন্যের বাড়িতে গিয়ে কাজ করি। তাতে সংসার চলে। কী করব বলুন? কাজ না করলে তো খেতে পাব না। সরকার থেকে কিছুই পাইনি আমরা। আবাসের বাড়ি পাইনি, মেয়েটারও কিছু হয়নি এখান থেকে। মেয়ে এক টাকা সাহায্য রাজ্যের কোথাও থেকে পায়নি।'' আভার বাবা বলেন, ''আবাসের জন্য পঞ্চায়েতে দরখাস্ত করেছিলেন। যতবার দুয়ারে সরকার হয়েছে, ততবার দরখাস্ত করেছি। আমাকে এ পর্যন্ত কিছুই বলেনি, কিছু দেয়নি। বাংলা থেকে মেয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। বাংলার জন্য তো মন কাঁদে, কিন্তু কী করবে, আর্থিক অবস্থার জন্য বাইরে যেতে হয়েছে। এই যে এত খবরে মেয়ের কথা বলছে, এখনও পর্যন্ত কোনও প্রশাসন যোগাযোগ করেনি।'' আভার মা মল্লিকা খাটুয়ারও একই বক্তব্য। তিনি বলেন, ''কেউ বাড়িতে আসেনি, কেউ খবরও নেয়নি।'' তবে স্থানীয় খুড়শি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান ময়না বেরার বক্তব্য, বাড়ির সার্ভে হয়েছিল। তবে কেন ঘর পাননি, সেটা তিনি জানেন না। বলছেন, ''রয়েছি তো আমরা।'' নারায়ণগড় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঊষা ঘোড়ুই জানান কোথাও একটা গাফিলতি ছিল নিশ্চয়ই। সেটা খতিয়ে দেখতে হবে।

'আমরা আজ হারছি, আগামীকাল ট্রফি আমাদের-এটাই ব্রাজিল'

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ক্রোয়েশিয়ার কাছে টাইব্রেকারে হেরে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে পড়ার যন্ত্রণা এখনো ভুলতে পারেনি ব্রাজিলের ফুটবলপ্রেমী মানুষ। এর মধ্যেই আরেকটি কোয়ার্টার ফাইনাল ও টাইব্রেকার দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদের। এবারের কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেও যে ব্রাজিল ছিটকে পড়েছে উরুগুয়ের কাছে টাইব্রেকারে হেরে। এমন একটি দুঃস্বপ্নের ঘটনার পর ব্রাজিল যেন শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। সবাইকে সান্ত্বনা দিতেই হয়তো ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন একটি উদ্যোগ নিয়েছে। নিজেদের ওয়েবসাইটে তারা প্রকাশ করেছে প্রেরণাদায়ী ভিডিও। সেই ভিডিওতে তারা তুলে ধরেছে ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়গুলো। ভিডিওতে পেলে-গারিঞ্চার সময়টাকে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি দেখানো হয়েছে কাফু-রবার্তো কার্লোস-রোনাল্ডোদের সময়ে জেতা পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্তও। ভিডিওটিতে দেখানোর সঙ্গে একটি পুরুষকণ্ঠ থেকে ধারাবিবরণীও দেওয়া হয়েছে। সেই ধারাবিবরণীতে শোনানো হয়েছে আশার বাণী। ব্রাজিল কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে যাওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা রকমের ট্রল করা হয়েছে তাদের নিয়ে। অনেকেই বলছেন, এই ব্রাজিলকে দিয়ে আর কিছু হবে না। ব্রাজিলের ফুটবলের মৃত্যুও দেখছেন অনেকে! ধারাবিবরণীর এক জায়গায় বিষয়টি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ''এটাই প্রথম নয় যে তারা আমাদের শেষ ঘোষণা করেছে। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমরা আবার জিতব।'' কণ্ঠটি বলে চলে, ''আমরা এই গ্রহের সবচেয়ে সফল দল, কিন্তু পরাজয়ও আমাদের ইতিহাসের অংশ। আমরা যতবার জিতেছি, তার চেয়ে বেশি হেরেছি। এটা পরিসংখ্যান-আমরা ৫টি বিশ্বকাপ জিতেছি এবং হেরেছি ১৭টি।'' ভিডিও এগিয়ে চলে, ধারাবিবরণীতে বলা হয়, ''পরাজয়ই আমাদের ইতিহাস তৈরি করেছে। কিন্তু একটা বিষয় সব সময় মনে রাখতে হবে যে আমরা এখানে আগেও ছিলাম। তারা একাধিকবার আমাদের শেষ দেখে ফেলেছে। কিন্তু মানুষ দেখেছে কে ছড়ি ঘুরিয়েছে। এক, দুই...পাঁচবার।'' গৌরবের কথা বলার পর ধারাবিবরণীতে শোনানো হয়েছে আশার কথা, ''কীভাবে জেগে উঠতে হয়, ব্রাজিলিয়ানদের চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। ব্রাজিলের আছে তিনটি এস-সুপারাসাও (প্রত্যাবর্তন), সানগে (রক্ত) ও সুয়োর (ঘাম)। বল যত দিন গোল থাকবে, আমরা খেলাটিতে থাকব। মনে রেখো, এটাই ব্রাজিল। আমরা আজ হারছি, কিন্তু আগামীকাল ট্রফি আমাদের। আর আমাকে বিশ্বাস করুন, আগামীকাল আমরা জিতবই।''

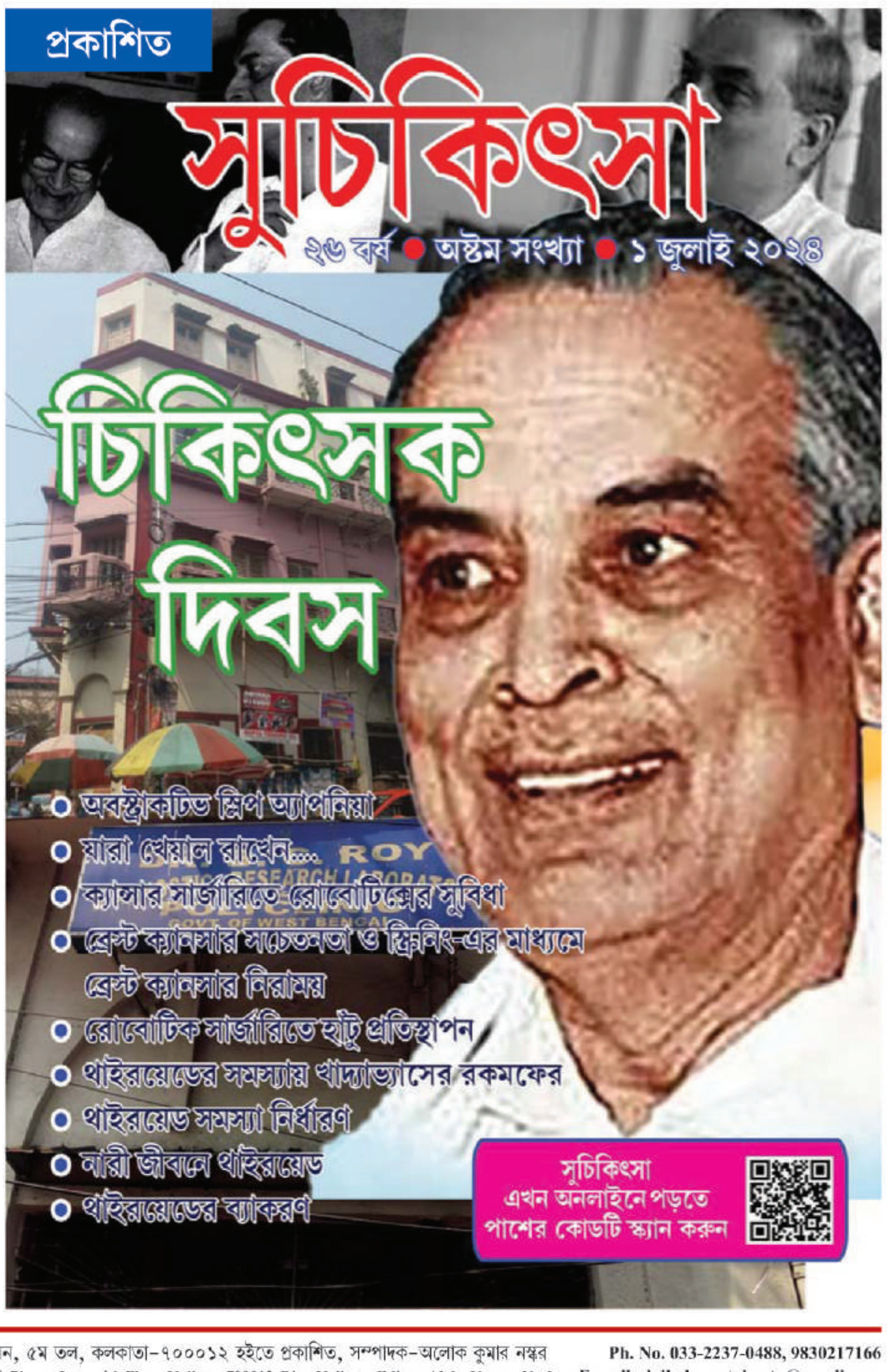

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com